শ্রীরামচন্দ্র মিত্র দাস।

শ্রীমৎ হরনাথ গীতা।

প্রস্তাবনা।

হরনাথের "পত্রাবলী" ও "উপদেশামৃত" হইতে হরনাথ জীবনে অনুভূত কতকগুলি স্বভাব তরঙ্গের ও সার সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

বড় আদরের ধন—প্রতি জীবের জীবনে অনুভূত, প্রতি জীবের চির আকাঙ্ক্ষিত, এই সব সার সত্য ও স্বভাব লহরী-লীলা! এ গুলি যেন প্রত্যেকের এক একটী নিজস্ব বেদ, ব্রহ্মস্পর্শের পবিত্র নিদর্শন!

বিদেশ থেকে কেহ ফিরে এলে, আমরা তাঁহাকে ঘিরে বসে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করি, "কি দেখে এলেন? যাহা দেখে এলেন, তাহার মধ্যে প্রধান বিষয়টী বা কি?"

সংসারটাও এইরূপ কে কি ভাবে উপলব্ধি করিলেন, জানিতে আমাদের স্বতঃই প্রবল বাসনা হয়। ইহ-পরকাল সম্বন্ধে কাহার কি জানাবার আছে, কি বার্ত্তা, কি কর্ত্তব্য, কি পন্থা, ইত্যাদি সম্বন্ধে কাহার কি প্রাণের কথা জানিতে ও জানাইতে জীবকুল অনাদিকাল হইতে যত্নবান্। প্রমাণ, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট ধর্ম্ম কর্ত্তৃক প্রশ্নাবলী; একালের সংবাদ-পত্র পাঠে পাঠকের আগ্রহ, ইত্যাদি।

বার্ত্তামাত্রই, কিন্তু, সমান আদরণীয় নহে। উভয় লোকে কাযে লাগে এমন সব বার্ত্তার সন্ধান পেলে সেইগুলিই হয়, সব চেয়ে শুনিবার মত বার্ত্তা। মহাজনগণের মহৎহৃদয়ে প্রকাশিত

সত্যগুলি এই কারণে বিশেষরূপ মূল্যবান্; মহাজন বাক্য, মহাকাব্য, বিজ্ঞান, দর্শন, আপ্তবাক্য প্রভৃতির তাই এত বহুমান।

আমাদের বিশ্বরূপা জগন্মাতার নিকট হইতে আমরা এই মাংসাস্থিময় জড় দেহটি মাত্র প্রাপ্ত হই নাই, সঙ্গে সঙ্গে একটা চিন্ময় দেহেরও অধিকারী হইয়াছি। জড় অন্নে যেমন জড় দেহের ক্ষুধা মিটে, পুষ্টি হয়; ভাব দেহের ক্ষুধা মিটাতে ও পুষ্টি সাধন করিতে সেরূপ ভাবান্নের প্রয়োজন। জড়দেহ পক্ষে যেমন সদন্ন, ভাবদেহ ক্ষেত্রে সেইরূপ সু-ভাব। অন্ধ-হস্তী-ন্যায়ে পরস্পরের ভাব মিলাইয়া প্রত্যেকের ভাব দেহটি যথা সম্ভব নির্ম্মল, পুষ্ট ও শোভাময় করিয়া লওয়াই বিধান।

জীবের এই ভাব দেহটিই প্রধান দেহ; জীবনে বা মরণে, জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি সর্ব্বাবস্থায় তাহার সহচর। সু-ভাবগুলি যেন আমাদের শিবসুন্দর মাতাপিতার চরণ রজঃ, আমাদের ইহ-পরকালের সম্বল, পরপারের পাথেয়। জীব-হৃদয়-কুঞ্জবিহারী কৃতকৃতার্থ হন—লুটিয়ে পড়েন এই সুভাবরূপিণী শ্রীরাধার রাঙ্গা পায়। ঐহিক ঐশ্বর্য্যটা কাহারও বিবেচনায় পরমার্থ, কাহারও নিকট বা পরম অনর্থ! কিন্তু, ভাবধনে ধনী হওয়াটা সবারই বিবেচনায় পরম পুরুষার্থ।

হরনাথ-জীবন হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি, হরনাথ দিব্যশক্তিবিশিষ্ট আধার, দেবতুল্য পবিত্র পূজনীয় আদরের ধন, সূক্ষ্ম-দেহী মহাপুরুষগণের নিত্য সহচর, পরলোকের বার্ত্তাজ্ঞ, সর্ব্বজীবে প্রীতিসম্পন্ন, বহুজন পূজিত মহাজন। ইঁহার মুখের

বার্ত্তা বহু হৃদয়ে আজ শাস্ত্র শাসনের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, করিতেছে। ইঁহারা ত হরনাথবাণীর সমাদর করিবেনই।

মানুষের ন্যায় কথারও একটা নিজস্ব গৌরব আছে। হরনাথে অচলা নিষ্ঠা যদি নাও থাকে তা' হ'লেও তাঁহার বাণীগুলি পরম আদরের এবং জীবন গঠনে পরম সহায়ক হইতে বাধা নাই। বহুস্থানে ঘটিতেছেও তাহাই। অনেকে পত্রাবলী প্রভৃতির উপর আগে অনুরাগী, পশ্চাৎ হরনাথে ভক্তিমান্ হ'য়েছেন। এ যেন "হরির চেয়ে হরিনাম বড়"।

তাই আজ সকলের শ্রবণ মনন ও স্মরণে সুবিধা হবে বিবেচনায় গদ্যে প্রকাশিত হরনাথ বাণী কবিতায় গ্রথিত হ'য়ে "শ্রীমৎ হরনাথ গীতা" নামে সাধারণে প্রকাশিত হইল। এক্ষণে ইহা বালক স্ত্রী নির্ব্বিশেষে সর্ব্ব সাধারণের সুখাধিগম্য হউক, আপামর সাধারণের ভাবদেহের ইহা তুষ্টি ও পুষ্টিপ্রদ হউক, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায় রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় গৃহে গৃহে নিয়মিতভাবে নিত্য পঠিত হইয়া নিয়ত সকলের কল্যাণ বৃদ্ধি করুক, ভগবচ্চরণে দীনাতিদীন সেবক প্রকাশকের ইহাই একমাত্র ঐকান্তিক নিবেদন ও প্রাণের প্রার্থনা।

দোল পূর্ণিমা, ১৩২৮।
সাধন আশ্রম।
১৯নং শ্রীশচৌধুরী লেন, টালা।
পোঃ আঃ কাশীপুর, কলিকাতা।

আপনাদের সেবক,

প্রকাশক।

সূচনা।

শোধনা।

বিশেষ তাড়াতাড়িতে মুদ্রাঙ্কন কার্য্য শেষ করায় শ্রীমৎ হরনাথ গীতায় স্থানে স্থানে ভ্রম ও বর্ণাশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে। পাঠক তজ্জন্য আমাদের ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন ; আর ঐগুলি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে জানাইলে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিব। যেগুলি আমাদের চক্ষে পড়িয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

পৃষ্ঠায়	লাইন	স্থলে	হইবে
২৭	১০	নির্ভিক	নির্ভীক
৩৬	১৩	গোপীকা	গোপিকা
৪১	২	পবেনা	পাবেনা
৮১	১	নাস্তেব	নাস্ত্যেব
৮৩	১৮	বিভৎস্য	বীভৎস্য
১১৪	১১	চণ্ডিদাস	চণ্ডীদাস
১১৬	৯	নিরস	নীরস
১৪২	১৩	চৈতেন্যের	চৈতন্যের
১৫৪	১৩	নিশ্বাস	নিঃশ্বাস
১৬৮	১২	চহিলেও	চাহিলেও
২৩০	১ ও ৩	বেশি	বেশী
২৫৬	১৪	চখে	চ'খে

বন্দনা।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাম্ নমঃ ॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ ॥

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥১॥

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র রুদ্রমরুত স্তন্বন্তিদিব্যৈঃ স্তবৈ
র্বেদৈর্যজ্ঞসাঙ্গোপনিষধক্রমৈ র্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিতা স্তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥২॥

নমস্যামো দেবান্ননু হতবিধে স্তেঽপি বশগা
বিধির্ব্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়ত কর্ম্মৈক ফলদঃ।
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা
নমস্তৎ কর্ম্মেভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি ॥৩॥

নমো ব্রাহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥৪॥

পাপোঽহং পাপ কর্ম্মাঽহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো হরঃ ॥৫॥

প্রণতি !

জ্বলিছে তারার মালা
　নিশীথে নিরবে মিশি ;
নিরমল নিরজনে
　পড়িছে সুধাংশু খসি ;
অসীম সে কোন দিকে
　অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ধায় ;
'ছায়াপথে' মিলায়িছে
　ওই ও নীলিমা-গায় ।

একটি উছায় বয়
　যেন তা' জগৎপ্রাণ,
নিরব সাজান' শোভা
　নিরব জীবন-গান ।

জাগিয়া কে যেন কোথা
　আকুল করিছে খেলা,
মরমে পরশি' ডাকে,
　নিথর ভুবন-মেলা !

মহাপ্রাণ ভগবন্ !
　দাও হে চরণ তব,
কীটাদপি হেয় দীন
　প্রণমে শ্রীপদে, ভব !

শ্রীমৎ হরনাথ গীতা।

শ্রীশ্রীকুসুম-হরনাথৌ জয়তঃ।

অর্চ্চনা।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥১॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥২॥
হরির্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥
হরিনাম নাম নাম জীবন আমার।
কলিকালে নাই নাই গতি নাই আর ॥৩॥
চৈতন্যচরণাম্ভোজ-মধুপেভ্যো নামো নমঃ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্ যেষাং শ্বাপি তদ্‌গন্ধভাগ্ ভবেৎ ॥৪॥

পুষ্পাঞ্জলি ! ! !

যূঁথী জাতি শতদল গোলাপ মল্লিকা,
কুমুদ কহ্লার জবা বেলা সেফালিকা,
কামিনী বকুল বক পলাশ কমল,
টগর কদম্ব চম্প কুন্দ নিরমল,
ধৌত গঙ্গা জলে, পূর্ণ পরিমলে,
চন্দন তুলসী সহ পুষ্পদলে,
গাঁথিয়াছি সংগোপনে গীতা-প্রেমহার।
মালঞ্চে যতন নাই, সাজান' জানিনা,
এ মালা কি হইয়াছে মালাকার বিনা ?
পবিত্র কি গঙ্গাবারি, চন্দনে সুবাস
আছে কি পরশে মোর ? পূর', দেব, আশ।
তোমারই উদ্যানে, নাথ, তব পুষ্পদল
ফুটেছিল, তব তরে চয়েছি কেবল !
তোমারই সেচনে তার প্রফুল্ল সুষমা-ভার,
তব প্রেম-বারি-ধোয়া, আদর-ডালিতে থোয়া,
হ'তে কি পারে তা' ম্লান সৌরভ-বিহীন ?
অম্লান পঙ্কজ-মালা, চিরই নবীন।
প্রেম-পুষ্পাঞ্জলি ধর' এ গীতা তোমার॥

প্রার্থনা।

কূট অন্তর' সরল কর'
নিত্যানন্দ স্নিগ্ধ, হরনাথ! ভবে।
পাপ-আনত পরাণ, ভার' নামায়ে,
পরশি' চরণ লঘু হবে ॥১॥

ভব শ্বাপদ সঙ্কুল, আঁধার মায়াঘোর,
পিচ্ছিল প্রলোভন পথে।
চৌদিক নাহি ঠিক' ভয়-ব্যাকুল-চিত,'
দেহ' জোর', ধরি, হরনাথ-পদে ॥২॥

কত জনম, কত জীবন, বিফলে গেল,
যৌবন ধন ফণিনী তুলে জাগায়ে।
কোন্ স্বরগ হ'তে ঝরিবে শান্তিধারা,
কবে যাব' ভুলি পড়ি চরণে লুটায়ে ॥৩॥

শান্ত-মূরতি, গৃহী-উদাসী,
নির্ব্বিকার, নিষ্কাম, শিখাও নাম-গানে।
পশু-মানুষে প্রেম উথলি'
আবেশে ভুলাও মধুর-ভজন-রস-পানে ॥৪॥

নাহি ভজন, নাহি পূজন,
চয়ন ফুল বনে বনে নাহি মন্ত্র গাথা।

নাহি যোগ, তপ,' নাহি ধারণা, ধ্যান,'
শিখাও, হে গুরো ! হরিনাম, মিঠা কথা ॥৫॥
নাহি সাধনা, ফাঁকি তার্কিক,
মিমাংসা, তত্ত্ব, পক্ষাপক্ষ,
জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিচার।
দেখাও মূর্ত্তি যুগলরূপ,
পাউক স্ফূর্ত্তি, অন্তর ভরি'
উজান বহুক প্রেম পারাবার ॥৬॥
বৈষ্ণব ধর্ম্ম শান্ত উদার কর্ম্ম
শিখাও, সর্ব্বজীবে দেখাও তাঁর রূপ।
প্রতি পাতায় গুল্মে নাচিছে কানাই আমার
খেলার সঙ্গী, বিরাট বিশ্বভূপ ॥৭॥
ষোড়শ-কোণ হৃদয় মাঝে রাসমণ্ডপে
যুগলরূপে দেখাও খেলা নিত্যরাস।
ব্রহ্মাণ্ডভরা রাসমণ্ডলে ওঙ্কারেতে
শুনাও নাম চেয়ে মুদে বার'মাস ॥৮॥

শ্রীমৎ হরনাথ গীতা।

কল্পনা।

"চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনো ঽর্জ্জন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসু রর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষব॥"
—শ্রীমদ্ভাগবতগীতা, ৭, ১৬।

হে পার্থ ভরতর্ষব! চারিজন সুকৃতির জোরে।
আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, আর জ্ঞানী, ভজে মোরে॥

আহত সংসার-ঘাতে
আর্ত্ত কত কাঁদে পথে,
'কোথা শান্তি' তাহারা চিৎকারে।
কিসে হয় জয়, লাভ,
অর্থার্থীর অনুরাগ,
সকাম ভজনে ডাকে তাঁরে॥

সাধু কথা শুনি কানে
জিজ্ঞাসু তাঁহার পানে
চাহি, কত জিজ্ঞাসে যতনে।
আদি অন্ত বিচারিয়া
দেখিছে জ্ঞানী ভাবিয়া
বুঝিবারে যাচে মনে মনে ॥
সকল ব্যথা ভুলা'তে,
সবারে প্রেম বিলা'তে,
হরনাথ ভূমে অধিষ্ঠান।
শান্তিদান, শিক্ষা, নীতি,
সাধন, চরম গতি,
একাধারে হেথা বিদ্যমান ॥

প্রথম সর্গ।

মায়া-বোধ।

আর্ত্ত জিজ্ঞাসিলেন—

সংসারের মোহ বলে
সংপেষিত মায়া কলে,
কিসে হয় দুঃখ অবসান?
কোথা পাব শান্তি ধারা?
কেন এ খেলি আমরা?
কহ, দেব, সে সব সন্ধান॥

শ্রীহরনাথ কহিলেন—

সংসারেতে হের যাহা,
দু'দিনের তরে তাহা,
আজ আছে নাহি রয় কাল।

ভার্য্যাসুত বন্ধুগণ,
কেহ নহে নিজ জন,
প্রতারণা করে সবে কাল ॥
এই মোর দারাসুত'
ভালবাসি কতমত,
এই আছে যায় কোথা চলি।
যাহারে আপন বলি,
এত স্নেহ যত্ন করি,
ভুলাইয়া যায় নাহি বলি ॥
এইরূপে দাগা পাই,
দিন দিন হ্যাঁই হ্যাঁই,
কারে বলি আপন আপন।
এরা কি আপন সবে ?
আপনার কাজ তবে
প্রতারণা যখন তখন ?
দেখহ ভাবিয়া মনে,
সকল আপন জনে
দেয় দাগা ভালবাসি ব'লে।

এ সব অনিত্য ধন',
তবে ভালবাসি কেন,
ভালবেসে কিবা ফল ফলে !
সেই যে গো বন্ধুবর,
নিত্য সত্য পরাৎপর,
এ সংসারে একমাত্র সার।
ভালবাস' প্রাণভরে,
ওরে জীব, সে জনারে,
প্রতারণা নাহি কভু তার ॥
প্রেমময় সেই বন্ধু,
অকপট দয়াসিন্ধু,
ভালবেসে সুখ যদি চাও।
এ সংসার মায়াগারে,
ভালবেসে ধর তাঁরে,
দেখ কিবা প্রেমধন পাও ॥
কত যে রে পিতা মাতা,
বন্ধু ভার্য্যা সুত সুতা,
জন্মে জন্মে পাইয়াছি কত।

কত ভাল বাসিয়াছি,
কতজনে তুষিয়াছি,
জ্ঞাতি বন্ধু কত শত শত ॥
সকলই ছাড়িয়াছি,
কত ভোগ ভুগিয়াছি,
অতলে ডুবেছি কতবার ।
এবে তার কত জন,
করে রে মোরে স্মরণ,
আমি স্মরি কত জনে তার ॥
কোনজনে ভালবাসি,
পরি গলে নিজ ফাঁসি,
কাঁদাইয়া পালাইল সেই ।
কত শোক কত কষ্ট,
পুন অন্যে করি ইষ্ট,
পুন দাগা, ভালবাসি যেই ॥
ক্ষণিক সংসার রসে,
এইরূপ মোহবশে,
অনিত্যে মজিয়া দুখ পাই ।

তবু রে সে নিত্য ধনে,
আনি না কভু স্মরণে,
সদানন্দ, তারপর নাই ॥
ওহে প্রভো, কর দয়া,
রাধাচক্র মহামায়া,
নামাইয়া শান্ত কর প্রাণ।
সংসারে তোমারই ধন,
নাড়ি চাড়ি অনুক্ষণ,
বুঝাইয়া দাও এই জ্ঞান ॥
ধনজন সব তব,
এ দেহও তব, ভব,
লও যবে ইচ্ছা তব হয়।
পরধনে নিজ ভাবি,
বৃথা তার তরে কাঁদি,
কর কৃষ্ণ এ জ্ঞান উদয় ॥
ভ্রান্তির পতাকা ফল,
পুত্র কন্যা এ সকল,
ভেবনা কাহার তরে, নর।

যাহা কিছু এ সংসারে,
নাহি রহে চির তরে,
মান ধন যশ ফক্কিকার ॥
অনন্ত চিন্তার মাঝে,
আর' চিন্তা নাহি সাজে,
মরিছে, মের' না আর তারে।
সমুদ্র মাঝারে থাকি,
এন' না ঝটিকা ডাকি,
মুদ না'ক আঁখি অন্ধকারে ॥
কিছুকাল এ উদ্যানে,
ভাড়াটিয়া জেন মনে,
উদ্যানের পতি তুমি নও।
ভ্রান্তিতে ভাবহ তুমি,
তোমারই উদ্যান ভূমি,
পড়ে থাকে, তুমি চলে যাও ॥
এ পান্থনিবাস ভবে,
রাত্রি মাত্র তুমি রবে,
প্রাতঃকালে ফেলে যেতে হ'বে।

যতই সাজাও ঘর,
দ্রব্য ভার থরে থর,
বৃথা শ্রম, সব পড়ে র'বে ॥
কোন দ্রব্য হেথা হ'তে,
পাবে না লইতে সাথে,
বিশ্রামের তরে হেথা বাস।
বৃথা বাহ্য আয়োজনে,
কলহ বা কু-কথনে,
নাশিতেছ বিশ্রামের আশ ॥
গন্তব্যের দীর্ঘ পথে,
পুন প্রাতে হ'বে যেতে,
কিবা বল সঞ্চিতেছ' বল'।
কর শান্তি আয়োজন,
এ সংসারে যতক্ষণ,
অনন্তের পথের সম্বল' ॥
একমাত্র দ্রব্য আছে,
সঙ্গে যাবে, লহ কাছে,
শান্তিময় সুধা "হরিনাম"।

পান কর নিরবধি,
ঘুচিবে সংসার ব্যাধি,
নব বলে করিবে প্রয়ান ॥
মজ'না সংসার মদে,
মত্ত ভবে উচ্চ পদে,
পদবৃদ্ধি বন্ধনের সেতু।
একাকী দ্বিপদ ছিনু,
বিবাহে চৌপদ হ'নু,
হ'ল আর' বন্ধনের হেতু ॥
পুত্র কন্যা জন্মে যত,
পদবৃদ্ধি হয় তত,
সঙ্গে সঙ্গে বন্ধন কঠিন।
শতপদ, বিছা, যথা,
মাটিতে আবদ্ধ তথা,
বহুপদ বদ্ধ জীব হীন ॥
বদ্ধ মোহ মুগ্ধ মন,
পদে পদে নির্য্যাতন,
ভুগে সারা দগ্ধ অহর্নিশ।

বালকের এ খেলা ঘর,
পাতে ভাঙ্গে নিরন্তর,
ভ্রান্তিতে ভুগিছ কেন বিষ ॥
অনিত্য খেলার ঘরে,
কৃষ্ণ সঙ্গী যেই করে,
তাহারই খেলায় মধুরতা।
নিত্য সঙ্গী কৃষ্ণ মম,
খেলাইছে অনুক্ষণ,
হাঁসাইছে কহাইছে কথা ॥
নিত্য সেই ভালবাসা,
তাই জীব কর আশা,
চির নব পবিত্র মিলনে।
সেই প্রেমে ক্ষয় নাই,
প্রাণ খুলে প্রেম পাই,
নাহি কভু বিচ্ছেদ সেখানে ॥
এ জীবন নাট্য শালা,
কত জনে কত খেলা,
খেলিছে তাঁহারই মনোমত।

তাঁহারই এ নাট্যাগার,
নটগুরু সে আমার,
তাঁরই খেলা খেলি মোরা যত ॥
কেহ সাজে স্বামী, রাজা,
মুনি দণ্ডী, ঋষি, প্রজা,
হনুমান, হয়, হস্তী, আর।
সবে খেলা শিখাইছে,
সব খেলা দেখিতেছে,
দিতেছে বেতন সবাকার ॥
আবার লুকায়ে তিনি,
বলে দেন চিন্তামণি,
যবে ভুলি, খেলি যা' লইয়া।
পাছে রস ভঙ্গ হয়,
তাই দেখা নাহি দেয়,
তাই শুনি যেতেছি খেলিয়া ॥
ভাঙ্গিলে এ নাট্য খেলা,
পুরস্কার সেই বেলা,
ভালমন্দ খেলিবে যেমন।

জন্মে জন্মে ক্রমোন্নতি,
ইহা হ'তে ঊর্দ্ধগতি,
সালোক্য বা সাযুজ্য মিলন ॥
যে বা খুব মন্দ খেলে
শিক্ষা দিয়ে ঊর্দ্ধে তুলে,
নটগুরু এত দয়াময়।
যদি বা এ নাট্যশালে,
তাঁর দেখা নাহি মিলে
তিনি কভু নহে নিরদয় ॥
অপার করুণা সিন্ধু,
দীননাথ দীন বন্ধু,
হরনাথ পদে করি' আশ।
অভিনব সুললিত,
হরনাথ গীতামৃত,
রচে মিত্র রামচন্দ্র দাস ॥

ইতি শ্রীমৎ হরনাথ গীতায় "মায়াবোধ"
নামক প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ।

প্রেমাঙ্কুর-বোধ।

আর্ত্ত জিজ্ঞাসিলেন—

নিত্য দুখ বিষানলে,
কি আহুতি বল' দিলে
হয় শান্ত বিষের দহন।
কহ, দেব, সেই কথা
ঘুচে যায় সব ব্যথা,
হয় স্নিগ্ধ সলিল সিঞ্চন॥

শ্রীহরনাথ কহিলেন—

দু'দিনের পৃথিবীতে,
আছে শান্তি ভাবি' চিতে
প্রতারিত হ'ওনা এ স্থানে।
পৃথিবীতে দেখ' যাহা,
কিছু স্থায়ী বটে তাহা,
ক্ষণস্থায়ী মোর সন্নিধানে॥

পৃথিবী থাকিতে পারে,
বহু দিন এ আকারে,
মোর থাকা সম্ভব ত নয়।
দু'দিনের পৃথিবীরে,
চির স্থির মনে ক'রে,
শান্তি নিকেতন ভুল হয়॥
অকপট বন্ধু যিনি,
সকল সম্বল তিনি,
তাঁরে ভুলে মায়া সুখে মজ'?
হ'ওনা এমন ভ্রান্ত,
ভাব' সেই রাধাকান্ত,
কায়মনে সদা তাঁরে ভজ'॥
পৃথিবীতে কোন' রূপে,
দিও না পরাণ সঁপে'
কোন' দ্রব্য ভেব' না আপন।
যতই মমতা দেখ,
ঠিক ইহা মনে রেখ',
কেহ নয় তব নিজ জন॥

দ্রব্যও ঠিক নাহি র'বে,
তখন কাতর হ'বে,
বাজিকর খেলে সদা বাজি।
এখন এখানে আছে,
কখন উড়িয়া গেছে,
কাঁদাইতে তাঁর এই কাজই॥
দ্রব্য নাহি নষ্ট হয়,
লুকায়ে কোথায় রয়,
তুমি কাঁদ বৃথাই বসিয়া।
মিছা কি সম্পর্ক পাতি,
খুজ তারে আতি পাতি,
পরধনে নিজের বলিয়া॥
কত পিতা মাতা পেলে,
জন্মে জন্মে ভার্য্যা ছেলে,
সকলই ভুলিয়া শেষে যায়।
কেবল সে নিজ জন,
নিত্য শুদ্ধ শ্যামধন,
ভুলে নাই কখন তোমায়॥

কর্ম্ম, ফল ভোগ তরে
রাখিবে কর্ম্ম নজরে,
ভোগাবসানেতে নষ্ট তাহা।
আর কোন' চিন্তা নাই,
যা' হবার হবে তাই,
সুখে লও পাইতেছ' যাহা॥
ভ্রান্ত, নর, কতদিন,
আর কত হ'বে হীন,
কত খেলা পেতেছ' ভেঙ্গেছ'।
সৃষ্টি আদি কাল হ'তে,
লেগেছ এই খেলিতে,
কতকাল এরূপে গিয়েছে॥
আজি যাহে আত্মহারা,
যাইবেও সবে এরা,
খেলাশাল পুন যাবে ভেঙ্গে।
তাই বলি এই বেলা,
যবে বাকি আছে বে'লা,
খেলা ছাড়ি যাও ঘরে রঙ্গে॥

সন্ধ্যা হ'য়ে এল বলে,
তখন ইহা জানিলে,
উপায় থাকে না কিছু আর।
মমতার ঘরবাড়ী,
একদিকে গড়াগড়ি,
অন্য দিকে দূত কদাকার ॥
এদিক ওদিক যাবে,
বন্ধু হেথা কোথা পাবে ?
ডাক' তাই থাকিতে সময়।
এরা সব পলাইবে,
কেহ সঙ্গে নাহি যাবে,
দীনবন্ধু সঙ্গে করি লয় ॥
এ জগতে যেই কাজী,
তারই মিথ্যা কারসাজী,
পাগল বরং ভাল ভবে।
দায়িত্ব নাহিক তার,
নাহিক কার্য্যের ভার,
সুখে দুখে সমভাব সবে ॥

সোহাগের যত নাম,
স্বামী স্ত্রীকে করে দান,
"পাগলী" সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়।
আত্মহারা আনন্দেতে,
হ'লে তবে বচনেতে,
ঐ নাম স্বতঃ বাহিরয়॥
এখানের কার্য্য তরে,
বৃথা বেশি চিন্তা করে,
নাহি কর বৃথা কাল ক্ষয়।
সকলই নিয়মাধীন,
রয় হেথা চির দিন,
নিবারিতে কার' শক্তি নয়॥
বিচারক ফাঁসি দিয়া,
দেখ' তৃপ্ত করে' হিয়া,
না দিলে সে তুষ্ট নাহি হয়।
বাটীতে পরের দুখে,
তারও জল পড়ে চোখে,
আইন নিয়ম এরে কয়॥

ফাঁসিতে ঝুলিতে দেখি,
তাহাতেও হয় সুখী,
কর্ম্ম যথা ফল পায় বলে'।
আবার কতেক জন,
করে মজা দরশন,
দুখ নাই দেখি যায় চলে ॥
যে কর্ম্ম যে করে, ফল,
পায় তার অবিকল,
তাহা নিবারিতে কেবা পারে।
ইহা সত্য সুবিচার,
নিবারণ নাহি তার,
ইহা মাত্র ধরম সংসারে ॥
পৃথিবীর ইহা ধর্ম্ম,
ভোগে অবসান কর্ম্ম,
রাখে রাধা চক্র ভুলাইয়া।
প্রথমে পড়ে তা' মনে,
ঘুরিয়া, যাতনা ক্রমে,
মোহঘোরে যাইছে মিশিয়া ॥

প'ড়ে সে নেশার ঘোরে,
নামিতে চায় না জোরে
চাকে পাক খায় রাতিদিন।
কখন' বিচ্ছেদ আনি,
জ্ঞান দেয় অনুমানি,
মহাঘোরে পুন করে হীন ॥
এখন কোমল প্রাণ,
আসিছে বর্ষার বান,
ভ'রে ফেল' সলিল প্রাণেতে।
থাকিতে বরষা ভর'
গ্রীষ্মের সঞ্চয় কর,
যৌবনই বর্ষা জীবনেতে ॥
এইটি ভজন কাল,
রয় বড় স্বল্পকাল,
চরিতামৃতে'র কথা স্মরি—
"নারীর যৌবন ধন,
যৈছে কৃষ্ণ করে মন,
সেই যৌবন দিন দুই চারি ॥"

বৃথা খেলি' এ সময়,
কর'না কর'না ক্ষয়,
প্রেমাঙ্কুর শুষ্ক হ'য়ে গেলে।
শত বর্ষাজলে আর,
অঙ্কুর হ'বে না তার,
গ্রীষ্মে সুখ বড় গাছ হ'লে॥
পূর্ব্বেতে যৌবন কত,
হয়েছে এরূপ গত,
কবে কিবা করিয়াছ' আর।
আজ ঘুম ভাঙ্গিয়াছে,
নেশা যদি ছুটিয়াছে,
ধর' শ্রীচরণ এবে তাঁর॥
বৃত্তি পূর্ণ নাহি হ'লে
পিরীত নাহিক মিলে,
কৃষ্ণ পিরীতের কাল এই।
"প্রেম চায় ষোল আনা"
কম হ'লে চলিবে না,
পাবে না তা এ যৌবন বই॥

অষ্টমী-নবমী যোগ,
ক্ষণস্থায়ী এ সুযোগ,
দেখিতে দেখিতে চলে যাবে।
মধ্যাহ্নের এ উচ্চস্থান
পল মাত্র অবস্থান,
ধ'র শীঘ্র আর নাহি পাবে ॥
ঔষধ সেবন যথা,
লও নাম মুখে তথা,
ক্রমে ক্রমে রুচি তাহে হ'বে।
চৈতন্য আসিবে য'বে,
মিষ্টতা পাইবে তবে,
শান্ত চিতে তবে নাম ল'বে ॥
নাম এ শর্করা সদা,
শুদ্ধাশুদ্ধ নাহি কদা,
ফেল' মুখে পাবে মিষ্টরস।
মিছরী কি কোন পাকে,
কভু শুদ্ধ করে থাকে ?
হরিনাম মাত্রে হ'ও বশ ॥

প্রাণ যবে কাঁদিয়াছে,
যাইবারে বঁধূ কাছে,
যাত্রা করা উচিত এখন।
বালিকা যখন ছিলে,
স্বামী নামে কেঁদেছিলে,
খেলাশাল ছাড়' এ ভবন॥
এবে স্বামী চিনিয়াছ,
তাঁর তরে ভাবিতেছ,
তাঁরে পেতে দূতী প্রয়োজন।
প্রভুতত্ত্ব যেই রাখে,
সন্ধান করহ' তাকে,
এইমাত্র মোর নিবেদন॥
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল হো'ক,
প্রাণ বল্লভের লোক,
যাহাকে দেখিতে পাবে পথে।
কাতরে বলিবে ভাই,
কোথা প্রাণের নিতাই,
কতদূরে তিনি হেথা হ'তে ?

কেহ নাহি দেবে কান
নিরবে করি পয়ান,
দয়াবশে কোন' মহাজন
আদরে ধরিয়া হাত,
দেখাইবে প্রাণনাথ,
হ'য়ে যাবে অভীষ্ট পূরণ ॥
সব জ্বালা জুড়াইবে,
নূতন দাসী হইবে,
প্রেমসেবা পাইবে করিতে।
আর ত সময় নাই,
চলে এস' ছুটে যাই,
আলো বেলা থাকিতে থাকিতে ॥
কখন আঁধার আসি
ঢাকিবে রে দশদিশি,
প্রাণনাথে খোঁজা নাহি যাবে।
আবার পুরাণ' পথে,
কাঁদিয়া হবে ফিরিতে,
ত্বরিতে চলহ' তাঁরে পাবে ॥

যদি কা'রে সঙ্গী চাও,
গৃহিনীরে সঙ্গে লও,
বিলম্ব তিনিও নাহি করে।
এক প্রাণ দুই জন,
কর' তাঁরে অন্বেষণ,
অচিরে ফেলিবে তাঁরে ধরে ॥
অপার করুণা সিন্ধু,
দীননাথ দীনবন্ধু,
হরনাথ পদে করি আশ।
অভিনব।সুললিত,
হরনাথ গীতামৃত,
রচে মিত্র রামচন্দ্র দাস ॥

ইতি শ্রীমৎ হরনাথ গীতায় "প্রেমাঙ্কুর-বোধ"
নামক দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

অর্থ-বোধ।

অর্থার্থী জিজ্ঞাসিলেন—

ধন রত্ন জগতেতে কিবা প্রয়োজন ?
অর্থ কারে বলে ? তা' কি রতনভূষণ ?
কহ দেব, এ অর্থের কিবা ব্যবহার ?
কার তরে ঘুরি ফিরি, কিবা অর্থ সার ?

শ্রীহরনাথ কহিলেন—

অর্থ অর্থ ক'রে কাল কাটে বহুজন।
জানে না এ অর্থ খালি বিষের দহন ॥
সংসার বন্ধনে অর্থ কঠিন শৃঙ্খল।
লুপ্ত কর' এ পিপাসা হইবে মঙ্গল ॥
অর্থের পিপাসা, বৎস্য, বড় বলবতী।
কাঞ্চন কামিনী দু'টী মোহের মূরতি ॥
অবশ্য কামিনী অর্থ হ'তে শক্তিমতী।
তথাপি শুনহ' কত অর্থের শকতি ॥

অর্থ লোভ নরে যবে হয় বলবান।
কি কর্ম্ম না করে সেই, হত্যা, প্রাণদান॥
সামান্য অর্থেতে তুষ্ট রবে সর্ব্বক্ষণ।
অধিক হইলে ধন বিষের দহন॥
বিষ তবু ভাল, বহু ধন ভাল নয়।
অচৈতন্য ক'রে বিষ হনন করয়॥
কিন্তু অর্থ সচেতন রাখি সবাকায়
নাশে নাক', নিদারুণ কষ্ট খালি দেয়॥
সংসারের ক্লেশ অর্থ কিবা নাশ করে?
অপুত্রক কষ্টে, শোকে, কি করিতে পারে?
দুখ ভোগ নর নিত্য করে কর্ম্ম ফলে।
অর্থে না কমাতে পারে কভু সে সকলে॥
কখন' অর্থই নিজে মহাকষ্টরূপে
দেখা দেয়, যবে নষ্ট হয় কোনরূপে॥
সঞ্চয়ে বিস্তর ক্লেশ, রাখিতে ভাবনা।
চিন্তার অবধি নাই, বঞ্চনা, তাড়না॥
কৃপণের পেটিকায় কালকূট সম।
রহেছে তাহার মৃত্যু, লোষ্ট্রস্তূপ জেন'॥

অর্থে "দুষ্ট মদ" শাস্ত্র এইরূপ কয়।
মদে অন্ধ করে আর দুষ্ট অর্থে হয়॥
যখন আসিলে ভবে কোন্ অর্থ দিয়া
পাঠালেন ভগবান দেখরে ভাবিয়া॥
যখন চলিয়া যাবে চিতানলে মিশি।
কোন্ অর্থ সাথে তব, যাবে, হে বিলাসী?
বসন ভূষণ পরি কত শোভা পাও?
প্রজাপতি পিকবরে দেখ গিয়া যাও!
"কালিয়া পোলাও" খেয়ে হও ঔদরিক।
বনশাক খেয়ে মৃগ স্বচ্ছন্দ নির্ভিক॥
তুমি আজ চক্রবর্ত্তী, তব মৃত্যুদিনে
ভিখারীর সনে ভিন্ন রবে কোন খানে?
অনর্থ এ অর্থ ভাই সঞ্চয় কর' না।
নিজের বিলাসে মিছে কিছুতে মজ' না॥
অন্নহীনে অন্ন দাও, বস্ত্র বস্ত্রহীনে।
দুঃখী-দুঃখ দূর কর সার্থক জীবনে॥
তাঁর ধনে অর্থশালী ভাণ্ডারী ধনের।
জেন মনে বিতরিছ এ ধন কৃষ্ণের॥

তোমার সুখের তরে এ ধন ত নয়।
ভাব যদি, অর্থ তব ব্যর্থ সুনিশ্চয়॥
পুত্রকন্যাগণে খালি আপন ভাবিয়া।
হয় না সদ্ব্যয় শুধু তাহাদের দিয়া॥
কৃষ্ণের সংসারে দুঃখী ভাই ভগ্নীসবে।
সকলের আছে দাবী তোমার বিভবে॥
রক্ত চলাচলে যথা দেহের পোষণ।
অর্থদানে মন তথা পবিত্র নরম॥
স্থগিত হইলে রক্ত দেহ নষ্ট হয়।
সঞ্চে অর্থ সেই যেই কঠিন হৃদয়॥
"পরধনে পোদ্দারী", এ আনন্দের কায।
কর ধনী প্রাণভরি নাহি সহি ব্যাজ॥
জেন' এ দুদিন পরে রেখে যেতে হবে।
দান কর,' দান কর,' দান কর' সবে॥
এমন সুনাম তুমি কিনিবে না কেন'।
জমালে "যক্ষের ধন" কিবা পরিণাম?
সকলই রহিবে পড়ে শ্রম হবে সার।
বিনামূল্যে কিন,' ধনী সুনাম এবার॥

পুত্রকন্যা কেবা কার রাখ' কার তরে।
কর রে আপন কায আজ প্রাণভরে ॥
ফুটেছে তুলসী ফুল কৃষ্ণের উদ্যানে।
দাও সে তুলসী, ফুল কৃষ্ণেরই পূজনে ॥
তাঁর ধনে তাঁর পূজা এ তব সৌভাগ্য।
লুটাও তাঁহার ধন যার আছে ভাগ্য ॥
দীনদুখীনারায়ণ কৃষ্ণের সংসার।
দুখীজনে সেব' ধনী ও ধনে তাঁহার ॥
হরনাথ পাদপদ্ম করিয়া বন্দন।
ভকত চরণে প্রেম যাচি অনুক্ষণ ॥
হরনাথ গীতামৃত ললিত আকারে।
রামচন্দ্র মিত্র দাস রচিল পয়ারে ॥

ইতি শ্রীমৎ হরনাথ গীতায় "অর্থ-বোধ"
নামক তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

দেহান্তর-বোধ।

জিজ্ঞাসু জিজ্ঞাসিলেন—

জন্ম মৃত্যু জীব দেহে কিবা অভিনয় ?
কহ, দেব, তাহাদের অর্থ সুনিশ্চয়।

শ্রীহরনাথ কহিলেন—

জীব দেহে জন্ম মৃত্যু একই জিনিষ।
ভ্রম বশে মৃত্যু শুনে মরি অহর্নিশ ॥
জনমে আনন্দ যথা মৃত্যুতে তেমন।
সংস্কারের বশে করি তাহাতে ক্রন্দন ॥
মৃত্যুর যাতনা খালি স্মৃতিকে লইয়া।
হ'ত না যাতনা যদি যেতাম ভুলিয়া ॥
পুড়ায় যে অগ্নি, নিভে, রয় খালি জ্বালা।
স্মৃতি তথা জাগাইয়া করে ঝালাফালা ॥
প্রতিমা ডুবিল জলে থামিল বাজনা।
জাগায়ে রাখিল স্মৃতি শোকের যাতনা ॥

অনন্তের পথে যাত্রী আত্মা আমাদের।
পান্থশালা পথমাঝে দেহ বিশ্রামের ॥
ক্ষণিক বিশ্রাম করি এ দেহ ত্যজিয়া।
অনন্তের যাত্রী চলে অনন্তে ধাইয়া ॥
আবার নবীন দেহে বিশ্রাম লভিছে।
আবার ত্যজিয়া তাহা অনন্তে ছুটিছে ॥
যাহারে জীবন বলি সে জীবন নয়।
জীবন অনন্ত ব্যাপী অনন্ত আলয় ॥
কারাগারে বাস সম এ শরীরে বাস।
অন্য কারাবাসী সনে কথা পরিহাস ॥
হইলে খালাস মোর তারা দুই দিন।
ভাবে মোর তরে পরে ভুলে চিরদিন ॥
কর্ম্মফল ভুগিবার কারা এ জীবন।
ভোগ শেষে কারাত্যাগ, মৃত্যু সে লক্ষণ ॥
মৃত্যু হেরি সাধু তাই হয় না কাতর।
স্বাধীনতা লাভে কোথা দুঃখ করে নর ?
কর্ম্মফলে বাঁধা জীব পারে কি করিতে ?
নূতন চাহিবে কিবা ? পাবে কি চাহিতে ?

জনমের পূর্ব্ব হ'তে করম তালিকা।
লয়ে জীব আসে ভবে পরে সে মালিকা ॥
একে একে কর্ম্ম ক'টী করি সম্পাদন।
করিছে প্রয়াণ তারে কহিছে মরণ ॥
এ নিয়ম রাজ্য মাঝে কোথা স্বেচ্ছাচার।
কেহ কেহ বলে যারে পুরুষ আকার ॥
পাবার নহেক' যাহা পাবেনাক' তাহা।
যত কেন কর চেষ্টা বৃথা তব চাওয়া ॥
কর্ম্ম বন্ধ ক্ষয় তরে একমাত্র পথ'।
অনুক্ষণ রহ, জীব হরিনামে রত ॥
কর্ম্মভোগে কর্ম্ম বাড়ে সে করম ফল।
ফলিছে হইছ তাই এতই বিকল ॥
ছাড়ি, কর্ম্মফল আশা কর' হরিনাম।
পাইবে আনন্দ তাহে সত্য অভিরাম ॥
বৃথা চিন্তা করে আর বাড়াও না পাপ।
তুমি দোষী নির্দ্দোষীও পায় তায় তাপ ॥
লোভ বশে না বুঝিয়া করি অনাচার।
নিজ কষ্ট হয় আর আত্মীয় সবার ॥

নিয়ম রাজত্বে আর বিদ্রোহ কর' না।
তাঁর কায করিতেছ,' নিজ' ভাবিও না॥
পুরুষ আকার কথা এন না বদনে।
কর্ম্ম, কর্ম্মফল দাও তাঁহারই চরণে॥
করমের তরে দেহ শক্তি অনুরূপ।
মাছির নহেক যুক্ত হাতীর স্বরূপ॥
প্রাণদণ্ড নাহি হয় মিষ্টান্ন চোরের।
ভিন্ন ভিন্ন কারা, দেহ, ভিন্ন করমের॥
বড়, ছোট, ভাল, মন্দ, কারা, সব দেহ।
কারাতে না আস, যা'তে সে শরণ লহ'॥
বড় যারে বলিতেছ সে ত' নয় স্থির।
অস্থির দ্রব্যকে ধরি হতেছ অস্থির॥
অস্থিরে ধরিয়া যত ভাসিবে স্রোতেতে।
ঊর্দ্ধে অধে আছড়িবে ঘাত প্রতিঘাতে॥
ঊর্দ্ধে যবে হাঁফ ছাড়' তাহাই স্বরগ।
অতলে ডুবিছ যবে, তখনই নরক॥
ছেড়ে দিয়া এ অস্থিরে ধর স্থির পদ।
কৃষ্ণ পাদপদ্ম সার করহ বিভব॥

স্রোতের সে আস্ফালনে পাবে না তাড়না।
স্থির প্রেমানন্দ সরে ভুলিবে ভাবনা ॥
পাপে অনুতাপ পাপ ক্ষয়ের কারণ।
অনুতাপ মাত্র পাপ কর বিসর্জ্জন ॥
পাপ কর্ম্ম জানি যদি কর দুইবার।
অভ্যস্ত হইবে, তাপ হ'বে নাক' আর ॥
গতকর্ম্ম শোচনায় কিবা প্রয়োজন।
জীবনে কর'না কভু পুনঃ সে করম ॥
হরনাথ পাদপদ্ম করিয়া বন্দন।
ভকত চরণে প্রেম যাচি অনুক্ষণ ॥
হরনাথ গীতামৃত ললিত আকারে।
রামচন্দ্র মিত্র দাস রচিল পয়ারে ॥

ইতি শ্রীমৎ হরনাথ গীতায় "দেহান্তর-বোধ"
নামক চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ।

কর্ম্মফল-বোধ।

জিজ্ঞাসু জিজ্ঞাসিলেন—

পাপ পুণ্য কর্ম্মফল কোনরূপে ফলে।
পূর্ব্বজন্ম পরজন্ম বুঝাও সকলে ॥

শ্রীহরনাথ কহিলেন—

মৃত্তিকায় বীজ যথা বপন হইলে।
সময়ে অঙ্কুরে শেষে শোভে ফুলে ফলে ॥
কোন’টী বা অঙ্কুরিত হ’য়ে যায় মরে।
কোন’টিতে যথাকালে ফুল ফল ধরে ॥
কোনটি হইতে পরে বহু সুখ পায়।
কোনটির দুখ ভোগ কেবল ধরায় ॥
তেমনই জানিবে এই কর্ম্মবীজ সহ।
জন্মিতেছে মরিতেছে জীব অহরহ ॥
কাহার’ করমফলে সুখে কাটে দিন।
কার’ অহরহ জ্বালা বদন মলিন ॥

তাই বলে, নিজে খালি ভেবনা, পাতকী!
কৃষ্ণ নাম আছে যবে আর ভয় কি ?
কৃষ্ণ নাম একবার উচ্চারিলে মুখে।
‘সুদর্শন’ রক্ষিবেক পিছনে সম্মুখে ॥
নিজে মহাপাপী বলি করিলে ভাবনা।
কৃষ্ণ তায় কষ্ট পান তাহা কি বুঝ না ॥
এত ভালবাসে কৃষ্ণ জানিও তোমায়।
কষ্ট তব দেখি তাঁর হিয়া ফেটে যায় ॥
দেখ যেই স্বামী স্ত্রীকে অতি ভালবাসে।
যদি সেই স্ত্রী সদা বলে তার পাশে ॥
‘মরিব, মরিব, হেথা রহিব না আর’।
কষ্ট কত পায়, বল, তায় স্বামী তার ॥
সেরূপ জগৎ স্বামী গোপীকা রমণ।
দেখিতে নারেন কার’ মলিন বদন ॥
সে কাজ কর’ না কভু যাতে পাও লাজ।
বলিতে না পার, পরে কর’ না সে কাজ ॥
যে কাজ ভাবিলে মনে আনন্দ উদয়।
সেই পুণ্য কর্ম্ম ভবে নাহিক সংশয় ॥

যে কাজ চিন্তিলে ঘৃণা, ভয় হয় মনে।
সেই পাপ কার্য্য ত্যজ সে সব করমে॥
স্বরগ নরক বলে পাপ পুণ্য ফল।
অশেষ যন্ত্রণা নয় নরক কেবল॥
নরকের দুখ ভোগে সুখ আসে পরে।
নরক নহেক নীচ আমার অন্তরে॥
স্বরগে বিস্মৃতি খালি নরকেতে জ্ঞান।
তাই সে নরক শ্রেষ্ঠ ভোগ অবসান॥
কিন্তু, আহা, হরি প্রেমে মজিলে মানব।
পাপ পুণ্য দুখ সুখ ভুলে যায় সব॥
সে এক প্রমত্ত ভাব আনন্দে সৃজিত।
চাই না নরক স্বর্গ, সকল বর্জ্জিত॥
পাপ পুণ্য কোথা তার কৃষ্ণে যেই চায়?
কৃষ্ণ রাজ্যে পাপ পুণ্য নাহি স্থান পায়॥
নিত্য বৃন্দাবন সেই নিত্যানন্দ ধাম।
পাপ পুণ্য হ'তে দূরে তার অবস্থান॥
পাপ পুণ্য বিচারক রহে বহুদূরে।
কোলাহল করে শুধু থাকিয়া বাহিরে॥

জানি পাপ যেই পাপী ক'রে ফেলে পাপ।
কৃষ্ণ কাছে পায় ক্ষমা পেলে অনুতাপ ॥
যেই মূঢ় ধর্ম্ম ভাণে পাপে দেয় মন।
তাহার উদ্ধার কিসে হইবে কখন ?
গঙ্গা বটে ধোয় পাপ জগতেতে ঘোষে।
গঙ্গায় করিলে পাপ যাবে তাহা কিসে ?
মহাপাপী ! ম্রিয়মাণ হও না কখন।
তব তরে হরিনাম রহেছে যখন ॥
কৃষ্ণ নাম হরিনাম তোমারই নিজের।
কৃষ্ণ হ'তে কৃষ্ণনাম আর' আদরের ॥
কৃষ্ণ নিজে অজামীলে রক্ষিতে নারিত।
উদ্ধার হ'ত না যদি নাম না শিখিত ॥
কিবা ভয় পাপী তাপী কিসের হতাশ ?
কৃষ্ণ রন পাছে তব মৃদু মধু হাঁস ॥
সমুদ্রে অগাধ জলে পড়েছ বলিয়া।
হ'ও নাক' এত ভীত হতাশ হইয়া ॥
ঐ যে পশ্চাতে তব নাবিক সুজন।
পাছু পাছু ল'য়ে তরী ঘোরে অনুক্ষণ ॥

যবে ক্লান্ত দেহে চখে আঁধার দেখিয়া,
অনুতাপ নিরাশায় অবশে ভাসিয়া,
ভাবিবে কোথায় এনু কি কাজ করিনু।
এ জীবন পণ্ড হরি, অতলে ডুবিনু ॥
অমনি দেখিবে পিছে বলে কর্ণধার।
'এস আজ, ধর হাত বাঁচানু এবার' ॥
কিন্তু যতদিন তুমি নিজে মত্ত রবে।
তরঙ্গ বহিয়া পুনঃ তরঙ্গ হেরিবে ॥
পাপ কর্ম্মে পাপ কর্ম্ম বাড়িয়া চলিবে।
তীর হীন সে সাগরে নিরাশে ডুবিবে ॥
সর্ব্বাপদ বিনাশিবে শুদ্ধ হরিনাম।
কর গান পাপী তাপী সবে অবিরাম ॥
কর্ম্মফলে বাঁধা জীব ভোগে কর্ম্ম তার।
কর্ম্ম করি কর্ম্মভোগ জেন এই সার ॥
কর্দ্দমে কর্দ্দম কভু ঘুচাতে না পারে।
তাই কভু কর্ম্ম নর ফুরাইতে নারে ॥
কর' নাক' দুখ কভু হ'ল না বলিয়া।
অপরে পাইছে তুমি পেলে না ভাবিয়া ॥

তেঁতুলে তেঁতুল ফলে আম্র বীজে আম।
কেবা কোথা করে আশা তেঁতুলেতে আম ?
যেই বীজ সেই ফল দুখ কিবা তায় !
তেঁতুল কি কভু কোথা আদর না পায় ?
হবার নহেক যাহা বৃথা চিন্তা ক'রে।
না কাটি অমূল্য কাল, ভাবহ তাঁহারে ॥
কৃষ্ণ পাদপদ্মে মন কর নিয়োজন।
নিষ্কামে করিয়া যাও সংসার করম ॥
কিবা চিন্তা ! সে চিন্তায় কিবা ফলোদয় ?
মজরে তাঁহায়, হ'বে প্রেমানন্দময় ॥
কলের পুতুলি মোরা তিনি নাচাইছে।
যা বলায় বলি, করি যাহা করাইছে ॥
ব্রহ্মময় এ জগত ব্রহ্মবাদী বলে।
অর্থ নহে এর, ব্রহ্ম আছে সর্ব্বস্থলে ॥
তা' হ'লে সে জ্যোতির্ম্ময়ে হ'ত দরশন।
জগতে ব্যাপিয়া আছে সে মূল কারণ ॥
যেমন রয়েছে রাজা সুদূর প্রদেশে।
তবু হেথা হয় সব তাঁহারই আদেশে ॥

সর্ব্বস্থানে সর্ব্বদেহে তাঁহার প্রচার।
অথচ পবেনা কোথা সাক্ষাৎ তাঁহার ॥
তদ্রূপ ব্যাপিয়া আছে ব্রহ্ম জগন্ময়।
সাক্ষাতে নহিলে তবু, ভাবে সর্ব্বময় ॥
জগত যেরূপ ভাবে হতেছে শাসিত।
এ দেহ জগত ক্ষুদ্র তথা নিয়ন্ত্রিত ॥
কোনস্থানে অত্যাচার হইলে ঘটনা।
অশান্তি বা পীড়া ক্রমে হতেছে যোজনা ॥
অধিক উৎপাত হ'লে ধ্বংস হয় পরে।
রাজাকে নরকে আনি যেন বন্দী করে ॥
কখন সখ্যতা হয় রাজগণ সনে।
স্বরগে স্থাপন তাহা জেন ইহা মনে ॥
অধিক আশ্চর্য্য! হেথা নিজে সব করি।
আমিই শাসিছি মোরে ভিন্নরূপ ধরি ॥
মোর দণ্ড পুরস্কার রয় মোরই হাতে।
"আত্মা আত্ম বন্ধু শত্রু" বলিছে গীতাতে ॥
কি সুন্দর অদ্ভুত বিচার প্রণালী।
কর্ম্মই শাসিছে মোর অন্য কর্ম্মাবলি ॥

আমি করিলাম চুরি চুরির করম।
চিহ্ন রাখি দেখাইল মোর পলায়ন ॥
সেই চিহ্নে অনায়াসে ধরিল আমায়।
আমারই করম ফল মোরে দণ্ড দেয় ॥
করম-ইন্দ্রিয় মোর কাযে হের রত।
ক্রীতদাস সম শুনে আদেশ সতত ॥
তারা পুনঃ এক হ'য়ে দণ্ড পুরস্কার।
মোরে প্রদানিছে, হের কেমন বিচার ॥
হরনাথ পাদপদ্ম করিয়া বন্দন।
ভকতচরণে প্রেম যাচি অনুক্ষণ ॥
হরনাথ গীতামৃত ললিত আকারে।
রামচন্দ্রমিত্র দাস রচিল পয়ারে ॥

ইতি শ্রীমৎ হরনাথ গীতায় "কর্ম্মফল-বোধ"
নামক পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ।

সদসৎ-বোধ।

জিজ্ঞাসু জিজ্ঞাসিলেন—

এ জগতে বন্ধু কেবা,
হয় কিবা সাধু-সেবা,
কিসে সাধু সঙ্গ লাভ হয়।
সৎ ও অসৎ সঙ্গে
সুচিন্তা কুচিন্তা রঙ্গে
লাভালাভ কহ, দয়াময়॥

শ্রীহরনাথ কহিলেন—

বেশি চিন্তা এক কাযে,
ভাল নাহি কার' সাজে,
ভয় যা'তে কর'না চিন্তন।
যে কায করিতে ভয়,
চিন্তা তার' করা নয়,
করি কায কর'না গোপন॥

হেন বহু কায আছে,
যাবে না যাহার কাছে,
যে কায চিন্তিলে ক্লেশ হয়।
লোকে না বলিতে পার'
হেন কায নাহি কর'
যাহাতে আনন্দ নাহি রয় ॥
মন্দ কায হ'তে জেন
মন্দ চিন্তা হেয়, হেন
মন্দ চিন্তা এন'না হৃদয়ে।
হঠযোগ হ'তে তাই
রাজ যোগে লাভ পাই,
এক কর্ম্ম, চিন্তা অন্য লয়ে ॥
যে দ্রব্য নাহিক' রয়,
চিন্তা বলে উপজয়,
অদৃশ্য দেখাতে চিন্তা পারে।
অধরে ধরিয়া রাখে,
মার্জ্জিত করিবে তাকে
জ্বালাইবে আলো অন্ধকারে ॥

চিন্তা হ'লে সুমার্জ্জিত,
বিধিমত নিয়মিত,
অজানা থাকে না কিছু আর।
নখদর্পণের সম,
দেখিবে সকল যেন,
থাকিবে না বাকি বুঝিবার॥
পরের অনিষ্ট কথা,
ভেবনা, পরেরে ব্যথ্যা,
দেওয়া ভাল, তবু চিন্তা নয়।
এ চিন্তা প্রবলা অতি,
চিন্তা বলে জগৎপতি,
অচিন্ত্যও বাঁধা সদা রয়॥
চিন্তা বড় শক্তিমতী,
অপ্রতিহত এর গতি,
শক্তিবানে মিত্র করা ভাল।
শক্তিশালী শত্রু হ'লে
নিরাপদ নাহি মূলে
অস্থির সে রয় চিরকাল'॥

পরিশুদ্ধ চিন্তা বলে,
এ হৃদয়ে কৃষ্ণ মিলে,
মঙ্গলময়ের হয় বাস।
না ডাকিলে তবু আসে,
সদানন্দে হৃদে বসে,
তাড়ালে ও ত্যজে না নিবাস॥
জেন' ইচ্ছা বলবতী,
অতিশয় ফলবতী,
সু-ইচ্ছায় আশু ফল ফলে।
শাস্ত্রে এই বাসনায়,
শক্তিমতী লিখে তাই,
"বাসনাময় কোষ" দেহে বলে॥
দেহের জনম ভোগ,
বাসনাই করে যোগ,
বাসনাই জীর্ণশীর্ণ করে।
পার্থিব কুচিন্তা জালে,
দেহে কষ্ট-ভোগ ফলে,
কৃষ্ণ চিন্তা প্রফুল্লে অন্তরে॥

উভয়ের চিন্তা নাম,
ভিন্ন কত পরিণাম,
অনুপান ভেদে এই ফল।
নিত্যানন্দাকর-চিন্তা
কর' নিত্যানন্দ-চিন্তা
ভ্রান্ত, কেন ত্যজ সে সম্বল ॥
ধৌত কর' অন্তর্ম্মল,
দিয়া সু-চিন্তার জল,
সুচিন্তাই সাবানের সম।
যত হ'বে পরিস্কৃত,
ততই হইবে পূত,
মন হ'বে আনন্দ ভবন ॥
শিক্ষা কর' সদালাপ,
কুকথা কুভাব, পাপ,
ক'হ'না এন'না কভু মনে।
শ্রীকৃষ্ণ রহেন হেথা,
আবর্জ্জনা কেন সেথা
কুকথা কুভাব কুচিন্তনে ॥

অন্তর ভূষিত কর,
সুচিন্তা সুভাব ধর,
অন্তর মন্দির শোভা এই।
তবে শ্রীভগবান,
করিবেন অধিষ্ঠান,
সাধনার প্রারম্ভই ওই ॥
এ ভব সৃষ্টিতে সাজে,
তমঃ আদি, রজঃ মাঝে,
সব শেষে শুদ্ধ সত্ত্বময়।
তম হ'তে জীব জন্মে,
সত্ত্বে ধায় ক্রমে ক্রমে,
নহিলে শরীর মন্দ হয় ॥
বাল্য ত্যজ, যৌবনেতে
অবস্থার আরম্ভেতে
তমোগুণে করে কায নানা।
প্রৌঢ় যবে ক্রমে আসে,
তম রজ মাঝে পশে,
বার্দ্ধক্যেতে সত্ত্বের কল্পনা ॥

সেইরূপ উপাসনা,
দেখহ’ যত সাধনা,
এইরূপ প্রণালী ধরমে।
তম শাক্ত আদি তাই,
শৈব, সৌর মাঝে পাই,
সত্ত্বধর্ম্মে বৈষ্ণব চরমে ॥
মাতার নিকটে আর,
নহে কাল থাকিবার,
বিবাহের কাল সমাগত।
এখন জগৎ স্বামী
হও কৃষ্ণ অনুগামী
ব্রজধামে হও অভ্যাগত ॥
অনেক পুণ্যের ফলে,
ব্রজধাম নরে মিলে,
অন্তর বাহির ধৌত কর’।
পাইবে নূতন প্রাণ,
চির সুখে অবস্থান,
মধুর শ্রীকৃষ্ণ নাম ধর ॥’

মাংসাদি তামস ভোজে
পশু-হিংসা তম-যাগে,
কর' নাক' মন অপবিত্র।
শুদ্ধাহার কৃষ্ণনাম
যুক্তাহার অবিরাম
আনন্দেতে রবে যত্র তত্র ॥
পিতৃ পিতামহ ছিল,
শাক্ত, কিসে যাই বল,
নবপথে, ত্যজ'সে ভাবনা।
প্রহ্লাদ উদ্ধব হবে
বিদুর বৈষ্ণব সবে
অকৃত্রিম করহ' কামনা ॥
অজ্ঞান যখন ছিলে,
'মা' 'মা' বলে কেঁদেছিলে,
এবে তুমি স্বামী পাইয়াছ।
কৃষ্ণ জগতের স্বামী,
হও কান্ত অনুগামী,
সতী সম বাল্য ভুলিয়াছ ॥

হরি কথা কয় যেই,
বন্ধু তব জেন সেই,
প্রকৃত মঙ্গলকারী ভবে।
পৃথিবী বন্ধন এই,
করে দৃঢ় বন্ধু যেই,
প্রকৃত সে বন্ধু নহে কবে॥
অসতের সঙ্গে পড়ি,
অন্যায় করম করি,
অনিচ্ছায়ও কত শত শত।
মন্দ সঙ্গ কর ত্যাগ,
সৎ সঙ্গে অনুরাগ,
খোঁজ' সৎসঙ্গ বিধিমত॥
ইচ্ছায় সকলই মিলে,
দুর্লভও মিলে ইচ্ছিলে,
ইচ্ছাময় পূরে ইচ্ছা শুভ।
সৎসঙ্গ করহ' আশ,
সাধুলাভ অভিলাষ,
ইচ্ছ' তবু, যদি নাহি লভ'॥

কৃষ্ণ সঙ্গে যা' দুর্লভ,
সাধুসঙ্গে তা' সুলভ,
সত্য ইহা সাধুর মাহাত্ম্য।
সাধুদের দিয়া মান্য,
কৃষ্ণ করেছেন ধন্য,
সাধু জানে সুধু পাদপদ্ম॥
হইলে একান্ত ব্যগ্র,
করে কৃষ্ণ অনুগ্রহ,
সাধুলাভ হয় ত নিশ্চয়।
জীবন কৃতার্থ করে,
পলকেতে চিরতরে,
নর রাজ চক্রবর্ত্তী হয়॥
ঘোর সংসারীর সঙ্গ,
না করিও তাহে রঙ্গ,
ভক্ত সাথে কর সহবাস।
যদি ভক্ত নাহি পাও,
একাকী বরং রও,
ত্যজ যারে নাহি ভালবাস'॥

পৃথিবীর বন্ধুগণে,
পৃথিবীরই মনে জেনে,
পৃথিবীর ভালবাসা দাও।
প্রাণবন্ধু ভক্ত গণে,
প্রাণবন্ধু জেন মনে,
প্রাণ-ভালবাসা দাও লও ॥
প্রাণপতি চেনে যেই,
প্রাণের সোহাগী সেই,
তিনি প্রাণবন্ধু মোর ভবে।
সংসারের সুখে সুখী,
হেথাকার দুখে দুখী,
পার্থিব সে বন্ধু খালি হবে ॥
এর প্রাপ্য কভু ওরে,
ভুলেও তা দিও না রে,
সুখ তাতে হ'বে না উহার।
প্রাণ দিলে সংসারেতে,
কিবা দিবে সাধু সাথে ?
কৃষ্ণ সার হউক তোমার ॥

অপার করুণা সিন্ধু,
দীন নাথ দীন বন্ধু,
হরনাথ পদে করি আশ।
অভিনব সুললিত,
হরনাথ গীতামৃত,
রচে মিত্র রাম চন্দ্র দাস॥

ইতি শ্রীমৎ হরনাথ গীতায় "সদসৎ-বোধ"
নামক ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ।

খাদ্যগুণ-বোধ।

অর্থার্থী জিজ্ঞাসিলেন—

মানব দেহের কিবা আছে প্রয়োজন ?
কিরূপ আহার্য্য দ্রব্য করিব ভোজন ?

শ্রীহরনাথ কহিলেন—

শরীর জানিবে এই মূল সাধনার।
ইষ্ট চিন্তা হয় কি হে স্বাস্থ্য নাহি যার ?
সুস্থ দেহে ইষ্ট চিন্তা যত সুখ দেয়।
রুগ্ন দেহে তত সুখ কভু নাহি হয়॥
"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং" জেন এই নীতি।
কর'না এমন কিছু যাহে তার ক্ষতি॥
একারণ যোগীগণ সমাধি করিয়া।
দীর্ঘ কাল ইষ্ট চিন্তে এদেহ রাখিয়া॥
হঠ যোগ রাজ যোগ আদি অনুষ্ঠান।
দীর্ঘ কাল শরীরের রক্ষার বিধান॥

আহার্য্য উপর দেহ নির্ভর করিছে।
যেরূপ আহার দেহ সেরূপ হইছে॥
মাটী সোনা নাহি হয়, সোনা নহে মাটি।
তামস আহারে দেহ তামসিক খাঁটি॥
শরীরে যতন রাখ' আহার বিহারে।
যুক্ত সাবধান হ'বে রক্ষিবার তরে॥
মন্দ উত্তেজক দ্রব্য আহার কর'না।
দুগ্ধ ঘৃত দেব ভোগে করহ কামনা॥
শাক ফল আদি দ্রব্য ভোজন করিলে।
অধিক নিরোগ দেহ থাকে তাহা হ'লে॥
মিষ্টান্ন খাইতে পার যত মনে লয়।
অত্যাহার অল্পাহার দুই ভাল নয়॥
আহার বিহার এক নিয়মে বাঁধিয়া।
সীমা মধ্যে থাকি যাও কর্ম্ম আচরিয়া॥
ব্রহ্মচর্য্য শরীরের স্বাস্থ্যের কারণ।
প্রধান জানিও ইহা উপায় প্রথম॥
বীর্য্যই জীবন, বীর্য্য দেহ করে রক্ষা।
বীর্য্য রক্ষা করিলেই ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা॥

সত্ত্ব রজ তম এই এক এক গুণে।
এক এক দেব তুষ্ট বিশিষ্ট সাধনে॥
কোন’ দেব সাধনায় সত্ত্বগুণ চাই।
কোন’ দেবে রজগুণে, কারে তমে পাই॥
এই তিন গুণে পুনঃ দেহের সৃজন।
গুণ অনুরূপ কর সাধন ভজন॥
আবার আহার গুণে গুণ শরীরের।
আহারে নির্ভর করে রীতি সাধনের॥
ব্যাধির সময় কেন লঘু পথ্য দেয় ?
লঘু পথ্য করে সত্ত্বগুণের উদয়॥
সত্ত্বগুণে স্বাস্থ্য লাভ দেহ রক্ষা হয়।
পালনের কর্ত্তা বিষ্ণু সত্ত্বগুণময়॥
সত্ত্ব বিপরীত তম নাশের নিদান।
শিব সংহারের কর্ত্তা সে তমঃ প্রধান॥
নিরোগ রাখিতে দেহ সাত্ত্বিক আহার।
বিশুদ্ধ জানিও প্রয়োজন সবাকার॥
ফল মূল শাক আদি আহার সাত্ত্বিক।
পলাণ্ডু বা মৎস্য মাংস মদ্য তামসিক॥

শরীর নিরোগ কর আহার নিয়মে।
ঘৃত দুধ খাও, ত্যজ মৎস্যাদি প্রথমে ॥
ত্যাগ শুধু, লালসাও কর' বিসর্জ্জন।
সত্ত্ব গুণময় বিল্ব, কর তা' ভোজন ॥
তমঃ ঠাকুরের হের বিল্বমূল সার।
বিল্ব পত্র ত্বক ফলে ভালবাসা তাঁর ॥
বিল্ব পত্র ত্বক ফুল ফল তম নাশে।
ফলাভাবে পত্র রস খাইবে হরষে ॥
যৌবনে তামস খাদ্যে মতি উপজয়।
বিষবৎ জানি ত্যাগ করা যুক্ত হয় ॥
তাহাতে শরীর শেষে কাতর হইবে।
ফলাদি ভোজনে সদা আসক্তি রাখিবে ॥
সাত্ত্বিক আহার হ'লে নিরোগ শরীর।
প্রশান্ত মানসে জন্মে সৎচিন্তা স্থির ॥
দূরে যায় মন্দ চিন্তা আপন হইতে।
ফুটে উঠে কৃষ্ণভক্তি আনন্দে স্মৃতিতে ॥
মধুর আনন্দে কৃষ্ণে প্রাণেতে পাইয়া।
কৃতার্থ হইবে ভালবাসি প্রাণ দিয়া ॥

শরীরের তরে বেশী চিন্তা না করিও।
ত্যজিব এ রত্ন হেলে কভু না বলিও ॥
নিরোগ সরোগ দেহ উভয়ই যাইবে।
তবে রোগী ব'লে কেন শোচনা করিবে ?
রোগ শরীরের ধর্ম্ম কে এড়াতে পারে ?
সুধা পিয়ে দেবেরাও মুক্ত হ'তে নারে ॥
কৃষ্ণের এ দেহ কৃষ্ণে কর সমর্পণ।
মনের আহার্য্য হ'ক ধরম করম ॥
ভজন সাধনে দেহ নিজে পুষ্ট থাকে।
যোগীকে সমাধি বহুবর্ষ পুষ্ট রাখে ॥
আত্মার-উন্নতি আশা রাখ সদা মনে।
ত্যজ ঈর্ষা পরপীড়া অসাধু চিন্তনে ॥
পরিষ্কৃত মনভূমি সতেজ হইলে,
নামবীজ তায় তবে রোপণ করিলে,
ভক্তিলতা জড়াইবে কৃষ্ণ কল্পতরু।
আশ্রয় লভিবে রম্য প্রেম ফল চারু ॥
ভবরোগ যায় যেথা নাম শব্দ যায়।
সামান্য দৈহিক রোগ কি ভাবনা তায় ?

কৃষ্ণনামে মত্ত হ'লে দেহ রোগ নাশে।
নাম ভুলিলেই তবে মায়া ধরে এসে ॥
মায়াতে বাঁধিলে তার অনুচরগণ।
ব্যাধি মায়াবদ্ধে এসে করে আক্রমণ ॥
কিন্তু যেথা কৃষ্ণনাম, মায়া সেথা নাই।
নাহি ব্যাধি নিরানন্দ, আনন্দ সদাই ॥
সরাইতে বাস হেথা, মিলেছে যে ঘর'।
তাহাতে সন্তুষ্ট থাকি' শ্রান্তি দূর কর' ॥
এ ঘর কখন নাহি রবে চিরদিন।
অন্য ঘরে যেতে হ'বে থাকিয়া দু'দিন ॥
রাত্রি নাহি কাটাইও ঘর সাজাইতে।
মনে রেখ' পরদিন হইবে যাইতে ॥
যথাকালে পুন কাল না পারিলে যেতে।
হয়ত কদর্য্য আর' মিলিবে রাত্রিতে ॥
বাধ্য হ'বে সে ঘরেতে করিতে বিশ্রাম।
কাল নাহি কাট' এবে, করহ আরাম ॥
ভ্রান্ত ! লও এ সময় শ্রান্তি দূর করে'।
সাজাবার ঘর নয়, এ হরিনাম তরে ॥

যে ঘর হউক না কেন, গাও হরিনাম।
এ আসা সার্থক কর' সৃজি শান্তিধাম ॥
ভাড়াটিয়া ঘর, এর মমতা বা কি ?
ভেঙ্গে যায়, সেরে দেবে গৃহস্বামীটি ॥
যদি না সারেন তিনি, উঠে চলে যাব।
অন্য গৃহ দেখি পুন নিবাস করিব ॥
এ দেহ নহেক চির, দেখ বলি তাই।
হেথাকার দেহ পড়ি রহিবে হেথাই ॥
যাহা নহে আপনার, চির নাহি রয়।
তার দোষ গুণ চিন্তা—পরচর্চ্চা নয় ?
কেন তায় অনর্থক কর' কালক্ষয়।
করিয়া বা সে বিচার কিবা ফলোদয় ?
হরনাথ পাদপদ্ম করিয়া বন্দন।
ভকত চরণে প্রেম যাচি অনুক্ষণ ॥
হরনাথ গীতামৃত ললিত আকারে।
রামচন্দ্র মিত্র দাস রচিল পয়ারে ॥

ইতি শ্রীমৎ হরনাথ গীতায় "খাদ্যগুণ-বোধ"
নামক সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ।

ইষ্টমন্ত্র-বোধ।

জ্ঞানী জিজ্ঞাসিলেন—

নানা দেব উপাসনা ইষ্টমন্ত্র মম।
কি সাধনা করি, দেব ! ঘুচাও বিভ্রম ॥

শ্রীহরনাথ কহিলেন—

ইষ্টমন্ত্র আছে যাহা কর তাহা জপ।
মধু মাখা কৃষ্ণ নামে ভেদ না সম্ভব ॥
দ্বিধা নাহি কর নাম করিতে গ্রহণ।
ভেদ নাম মাত্র সবই পরম রতন ॥
স্বামী পাইয়াছ বলি জননী জনকে।
ভুলিতে কে বলিতেছে কোন শাস্ত্রে লেখে ॥
স্বামী পেলে মাতাপিতা আশ্রয় কর'না।
স্বামী সোহাগিনী যেই তারই এ কল্পনা ॥

জননী জনকে বেশী দেখাইলে টান।
বিবাহের পরে, স্বামী তাহে রুষ্ট হন ॥
পিতামাতা নিজজন রাখিয়া স্মরণে।
স্বামীর আশ্রয় লহ' আমোদিত মনে ॥

তাই শাস্ত্রে—

"সর্ব্বদেবে পূজিবে না হইবে তৎপর।
সবার কাছে মেগে নেবে কৃষ্ণ ভক্তি বর ॥"
ব্রজগোপীগণ করে ব্রত কাত্যায়ণী।
'কৃষ্ণস্বামী' বর দেন জগত জননী ॥
স্বামী পেয়ে জননীরে যেবা শত্রু ভাবে।
পাষণ্ড তাহার সম নাহি এই ভবে ॥
সে মহাপাতকী তার গতি কোন নাই।
স্বামী চায় ভালবাসা, ভক্তি মার ঠাঁই ॥
কন্যার বিবাহ হ'লে কি ঘটে বদল ?
আকার রং বা নাম থাকয় সকল ॥
অদৃশ্য পদার্থ যা'রে প্রাণমন কয়।
পরিবর্ত্তন হয় মাত্র অন্তর হৃদয় ॥

সম্প্রদানে কন্যা নাহি পায় চারি হাত।
কিম্বা ত্রিনয়ন তার না হয় প্রকাশ ॥
কথা মাত্র, অদৃশ্য যা' বদলে সে গোত্র।
বলা নাহি যায় তাহা এরূপ পদার্থ ॥
মনের প্রাণের গতি বদলে সকল।
বাহ্যিক সকলই রহে যেন অবিকল ॥
মন্ত্র তন্ত্র উপাসনা ঠিক রাখ সব।
স্বামীর প্রণয় প্রাণে কর অনুভব ॥
মা বাপ আশীষ করে "স্বামী সোহাগিনী
হও, কন্যা! তা' হ'লেই হইবে সুখিনী" ॥
পতিব্রতা কন্যা আর' মায়ের আদর
সমধিক পায় তাহা জানে লোক সব ॥
স্বামী সোহাগিনী সতী কেমন বল' না।
আদরিণী জানে তাহা অপরে বুঝেনা ॥
স্বামীর সোহাগ যেই নাহি বুঝিয়াছে।
আদরিণী শুনে খালি নিন্দা তার কাছে ॥
সোহাগিনী সে নিন্দায় কর্ণ নাহি দেয়।
সে প্রেমে সদাই ভোর! কি আনন্দ পায়!

তাই—

"রামকৃষ্ণ কয় জ্ঞানি জনে,
পরের নিন্দা শুন্‌বে কেনে,
তাঁর আঁখি ঢুলু ঢুলু রাত্রিদিনে,
কালী নামামৃত পীযূষ পানে।"

প্রেমিক সে নিজ প্রেমে রয় মাতোয়ারা।
শুনে না কর্ণেও যাহা বলে নিন্দুকেরা॥
মন্ত্র তন্ত্র ত্যাগ কিছু হ'বে না করিতে।
মনের তরঙ্গ খালি হ'বে ফিরাইতে॥
প্রাণসখা সনে খালি কহ প্রাণ কথা।
কহিও না প্রাণ কথা অপরে অন্যথা॥

তাই—

"আপন ভজন কথা,
না কহিবে যথা তথা।"

আরও কবি গায়—

"প্রেমের এই মানা
না হ'লে প্রেম ত রবে না,
আপন বিনে অন্য পানে চাইতে পাবে না।"

নিজজন ছাড়ি যেই প্রাণ কথা কয়।
এদিক ওদিক তার দুকুলই যায়॥

একজন মাত্র প্রভু জগত মাঝারে।
পুরুষ প্রকৃতি কিম্বা ক্লীব বল তাঁরে॥
কর তাহা গ'লে যায় পরাণ যাহাতে।
স্বর্ণকার ঢালুক তার যা ইচ্ছা ছাঁচেতে॥
যাহাতে পরাণ শান্ত কর' তাহা ধীর।
"যে যথা মাংপ্রপদ্যন্তে" গীতা কয় স্থির॥
ভিন্নভাবে দেখিবার নাহি প্রয়োজন।
দেখিলে বিচার হ'বে উত্তম অধম॥

তাই—

"যার যেই ভাব সেই সে উত্তম।
তটস্থ হ'য়ে বিচারিলে আছে তারতম॥"
একবার প্রাণ তব ডুবেছে যাহাতে।
চেষ্টা নাহি কর' তাহা হ'তে ফিরাইতে॥

ঢেলে দাও গাত্র স্রোতে তীরে ল'য়ে যাবে।
সর্ব্ব স্রোত শেষ স্থান সে সাগর পাবে॥
যে স্রোতেই আশ্রয় কর, যাইবে সাগরে।
শান্তি পাবে, ভেসে পড়' এক স্রোত ধ'রে॥
অসার সংসারে সার করেছে যাহারা।
ভ্রম ভাঙ্গিবারে কভু পারে না তাহারা॥
শোকে দুখে বহুদিন হইলে বিগত।
মহাসাগরেতে শেষে মিলিবে নিশ্চিত॥

প্রণবের চেয়ে আর' উচ্চ কৃষ্ণ নাম।
আগে পাছে দিয়া তার বাড়াবে কি মান!
প্রণব বেদের বীজ, নাম বেদ পারে।
নামেতে প্রণব গৌর শিখান নি কারে॥
প্রণব শূদ্রের স্পর্শে হীন তেজ হয়।
চণ্ডালও কৃষ্ণনাম বাহু তুলে কয়॥
আছে কোন গৃহে, মোর প্রণয়ী সুজন।
সেই পথে গেলে করি সঙ্কেতে লক্ষণ॥
সঙ্কেতে আমার প্রিয় চিনে বিধিমত।
অপরের কাছে তাহা অর্থহীন কত!

সে শব্দ শুনিলে বঁধু স্বরগ নূতন,
দেখে তায় হয় তার কত আকর্ষণ ॥
তেমনি এ মন্ত্র জেন প্রাণবল্লভেরে।
ডাকিতে সঙ্কেত ইহা বল' না কাহারে ॥
তিনি জানে আমি জানি আর ত কেহ না।
মনে জপ কর যেন অপরে শোনে না ॥
যেমন সে মন্ত্র জেন' হরিনাম তথা।
উচ্চৈঃস্বরে, মনে, নাম কর ইচ্ছা যথা ॥
গুপ্তনাম মন্ত্র মন মনেরে শুনাবে।
নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় দিন জপ আচরিবে ॥
ক্রমশঃ অভ্যস্ত যবে হইবে রসনা।
গণনার আবশ্যক তখন হবে না ॥
সংখ্যা যবে রাখিবেক, ক্রমে বাড়াইবে।
পূজা পাঠ মন্ত্র মধ্যে একথা জানিবে ॥
মন্ত্র না পাও ত, কর তারকব্রহ্ম নাম।
নাম, মন্ত্র, এ সঙ্কেত উভয়ই সমান ॥
যবে যা' সুবিধা হ'বে, কর' আচরণ।
মন্ত্র, নাম, প্রেমানন্দে, যথেচ্ছা যেমন ॥

হরনাথ পাদপদ্ম করিয়া বন্দন।
ভকত চরণে প্রেম যাচি অনুক্ষণ॥
হরনাথ গীতামৃত ললিত আকারে।
রামচন্দ্র মিত্র দাস রচিল পয়ারে॥

ইতি শ্রীমৎ হরনাথ গীতায় "ইষ্টমন্ত্র-বোধ" নামক
অষ্টম সর্গ।

নবম সর্গ।

জপতত্ত্ব-বোধ।

জিজ্ঞাসু জিজ্ঞাসিলেন—

বল, গুরো, মালাজপে কিরূপ আচার।
স্থানাস্থান শৌচাশৌচ কেমন বিচার॥

শ্রীহরনাথ কহিলেন—

আসে যদি অন্য চিন্তা যবে নাম কর'।
দোষ নাই, যদি নামে আকুলতা ধর'॥
সঙ্কল্প করিয়া কার্য্যে ব্রতী হলে নর।
অশৌচাদি স্পর্শ তায় করে না তারপর॥
তবে বসিবার পূর্ব্বে অশৌচ না রয়।
দেখিয়া ভজন কার্য্যে বসিবে নিশ্চয়॥
নাম ভজনের কোন' নিয়মাদি নাই।
'যেন তেন প্রকারেণ' নাম কর' ভাই॥
নিত্যশুদ্ধ সিদ্ধমন্ত্র এই হরিনাম।
যেমতি করিবে তার তাহাই প্রমাণ॥

নির্জ্জনে নিশ্চিন্তে বসি 'হরি হে' বলিয়ে,
চক্ষু জলে ধোও হৃদি আনন্দে মজিয়ে,
যেমতেই নাম কর' সকলই সুন্দর'।
হয় কি না হয় ইহা বিচার না কর' ॥
নিতাই বাগানে মালী আমি খুঁড়ি মাটি।
কেয়ারি বাঁধুন তিনি, মোর দরকার কি ?
নাম কর, নাম কর, যায় মন থাক্।
মন ক্রমে হবে ঠিক এখন সে যাক্ ॥
মাটি কেটে চল, যদি ঠিক নাহি হয়।
মালী নিজে দেখাইবে কিবা তায় ভয় ॥
করাইয়া ল'বে তিনি নজরে রাখিয়া।
মালীরে নির্ভর করি চলহ' কাটিয়া ॥
কোদাল নিলেই হাতে সুরূপ না হ'বে।
প্রথমে উদ্যান আরও কুরূপই দেখা'বে ॥
মালী কাটা-মাটি ক্রমে সাজাইয়া দিলে।
তখন শ্রীকৃষ্ণ ছবি দেখিবে আঁকিলে ॥
যত শীঘ্র কুপাইবে ততই সাজাবে।
নাম করে চল' পরে হেরে তৃপ্ত হবে ॥

মালীর হুকুম ঠিক ফাঁকি নাহি দিয়া।
পাইবে সত্বরে ফল চলিলে মানিয়া॥
মন মন করি নষ্ট না করিয়া কাল।
নিতাই চরণ ধর ঘুচিবে জঞ্জাল॥
রাধাকৃষ্ণ রূপ হেরি বাসনা মিটিবে।
নিশ্চিন্ত প্রশান্ত মনে আনন্দ ভুঞ্জিবে॥
কৃষ্ণ যদি চাও মত্ত হও তাঁর নামে।
পবিত্র বা অপবিত্র আনিও না মনে॥
সময়াসময় আদি ত্যজি নাম কর।
মনপ্রাণে নাহি হ'ক্ মুখেতে ত ধর॥
নামেতে আসিবে প্রেম কৃষ্ণেরে পাইবে।
বিচার না কর' তায় সকলই হইবে॥
মন ত অস্থির, তারে স্থির করিবারে।
নাম প্রয়োজন খালি, নামই স্থির করে॥
স্থির মন, অশ্ব সম, সায়েস্তা সতত।
অস্থিরে করিতে স্থির জপতপ যত॥
প্রথমে অস্থির অশ্ব ধায় যথা তথা।
অশ্বারোহী টানি বল্গা বসে রয় সেথা॥

ক্রমে অশ্ব স্থির হ'য়ে অভিলাষ মত
দৌড়ায় নির্ব্বিঘ্নে এক দিকে অবিরত ॥
সেইরূপ মন যদি ধায় যথা তথা ।
নাম ধরি রও, কর' নাক' ভ্রূক্ষেপ তা ॥
ক্রমে মন নিজায়ত্তে চলিবে যখন ।
নাম মন এক হ'য়ে যাইবে তখন ॥
নাম করা ছেড়' নাক' কথায় কাহার ।
নাম ছাড়িলেই পঙ্কে পড়িবে মায়ার ॥
শুন' নাক' যুক্তি কার' আপনি ফলিবে ।
যথাকালে নামতরু সিঞ্চিতে থাকিলে ॥
বৃক্ষ রোপি' ফল আশে পীড়ন কর'না ।
গাছ তাহে যাবে মরে, ফল ও পাবে না ॥
ছালপাতা নিপীড়ন করিয়া খাইলে ।
ফলের সুমিষ্ট স্বাদ পাবে কি তা'হ'লে ?
তাই হ'য়ে চিন্তাশূন্য নাম করে যাও ।
অধরেরে ধরিবারে পাও কি না পাও ॥
নাম জাল সুবিস্তৃত দৃঢ় ঘন কর' ।
তা' না হ'লে পারিবে না ধরিতে অধর ॥

নামের বিরাম ফাঁক পাইলে সে জন।
অমনই সে ফাঁকি দিয়ে করে পলায়ন ॥
বিরাম না দিয়ে তাই বয়ন করিবে।
নাম লইবারে সদা পাগল হইবে ॥
মন দৌড়িতেছে, দাও ছাড়িয়া তাহায়।
নাম বল্গা ধরে থাক' যাক্ সে যথায় ॥
ঘুরে ফিরে ক্লান্ত হ'য়ে আপনি আসিবে।
"আয় আয়" ডাকিলে সে তত পলাইবে ॥
তুমি চিহ্ন লক্ষ্য রাখি ছেড় নাক' নাম।
হইবে কৃতার্থ, মনও হ'বে নাক' বাম ॥
শুচি কি অশুচি ইহা মনে না ভাবিবে।
হরি নাম রসে মত্ত সদাই থাকিবে ॥
জগতে অশুচি কিছু কৃষ্ণের পরশে।
রহে নাক' হ'য়ে যায় শুচিতম সে ॥
মলমূত্র ত্যাগ কালে যদি রত্ন পাও।
হেলায় কি না লইয়া, ফেলে দিয়ে যাও ?
রত্ন লইবার যথা শৌচাশৌচ নাই।
মালা ধর,' মালা জপ' তথা সবে ভাই ॥

নামই পবিত্র ভবে, অপবিত্র ভয়ে।
নাহি পরশিলে কিসে পবিত্র গো হবে?
পাপী যদি গঙ্গাস্নানে হেন করে ভয়।
কিরূপে তা' হ'লে তার পাপ হ'বে ক্ষয়?
পাপী আছে, তাই আছে গঙ্গার মাহাত্ম্য।
না হ'লে গঙ্গারে কেবা আদর করিত॥
দেশ কাল পাত্র ভেদ না আছে নামের।
শৌচাশৌচ স্থানাস্থান কোন' প্রকারের॥
অনল পরশে যথা পবিত্র সকল'।
কৃষ্ণনামে অপবিত্র রবে কিসে বল'?
সংকল্প করিলে আর শৌচাশৌচ নাই।
সব চিন্তা ত্যজি খালি নাম করা চাই॥
হরনাথ পাদপদ্ম করিয়া বন্দন।
ভকত চরণে প্রেম যাচি অনুক্ষণ॥
হরনাথ গীতামৃত ললিত আকারে।
রামচন্দ্র মিত্র দাস রচিল পয়ারে॥

ইতি শ্রীমৎ হরনাথ গীতায় "জপতত্ত্ব-বোধ"
নামক নবম সর্গ।

দশম সর্গ।

নামতত্ত্ব-বোধ।

আৰ্ত্ত জিজ্ঞাসিলেন—

যোগ, যাগ, তপ, ইষ্ট মন্ত্র জপ,
কিবা সত্য আরাধনা।
কি নাম করিলে, কৃষ্ণ প্রেম মিলে,
সত্বর পূরে কামনা ?

শ্রীহরনাথ কহিলেন—

নামেতে নির্ভর, করে যেই নর,
বদ্ধ দেহে মুক্তি পায়।
তপস্যা, যোগের, ভয় পতনের,
অনিশ্চিত ফল তায়॥
নামেতে কখন, ভয়ের কারণ,
কোথাও নাহিক আছে।
প্রেমের ঠাকুর, গৌরাঙ্গ মধুর,
নাম পথ দেখায়েছে॥

নির্ভুল, সরল, এ পথ কেবল,
স্খলনের ভয় নাই।
শ্রেষ্ঠ অবতার, নিমাই আমার,
সবে সম, এক ঠাঁই ॥
হিন্দু মুসলমান, অথবা খৃষ্টান,
ধর্ম্ম পথে কত ভেদ।
কিন্তু নাম করে', সবে মালা ধরে,
নিজ ভাষে নিজ বেদ ॥
সকল সম্মত, নিত্য শুদ্ধ পূত,
সেই দয়াময় নাম।
নিজানন্দে মজ, আত্মীয়েরে নিজ,
রাখ প্রেমে অভিরাম ॥
দৃঢ় কর মন, বিশ্বাস স্থাপন,
নিশ্চিন্ত হবেই ঠিক।
দিন দিন পাবে, কত বল, হবে,
শান্ত বিনত প্রেমিক ॥
সত্য, তপস্যায় ঐশী শক্তি পায়,
কিন্তু জীবে মুগ্ধ করে।

অনৈসর্গিক ফল, ঐশ্বর্য্য কেবল,
মত্ত করে অহঙ্কারে ॥
নামে ফল প্রেম, যেন তপ্ত হেম,
পার্থক্য দেখ বিচারে।
নিজপ্রাণ সনে, বল' নিজজনে,
বল' নাক' যারে তারে ॥
প্রেম সূক্ষ্মগতি, দেখা শক্ত অতি,
সকলে তাহা বুঝে না।
হয় ত বলিলে, যারে তারে হেলে
আনন্দ তাহে রবে না ॥
প্রেম গিয়া কোপ, বিশ্বাসেতে ক্ষোভ,
সন্দেহ পারে আসিতে।
কষ্টেতে অর্জ্জিত, ও ধন সঞ্চিত,
বিনষ্ট পারে হইতে ॥
ভক্তি যতদিন, না হয় প্রবীণ,
সংঙ্কোচ গোপন ভাল'।
বল না পাইয়া, প্রেম দেখাইয়া,
বেড়া'য়োনা কোন' কাল' ॥

শিশু মৎস্য ফেলে, আগে স্থির জলে,
হিংস্রজীব নাই যথা।
কিছু বড় হ'লে, দেহে বল পেলে,
লয়ে যায় যথা তথা ॥
নির্ভয়ে তখন, করে বিচরণ,
সমুদ্রের' জীব পাশে।
প্রথমে যাইলে, হিংস্র জীবে মিলে,
ধ্বংস করে অনায়াসে ॥
এ জন্য প্রথমে, রহ সাবধানে,
সুকামনা যদি কর'।
প্রাণায়াম আদি, কষ্টে বহু বিধি,
হ'ও না বেশী তৎপর' ॥
রাখি জাল তীরে, দিবারাত্র নীরে,
ডুবিলে কি মাছ পায়।
না বিশ্বাসি নামে, যোগ তপ ক্রমে,
শ্রীকৃষ্ণে না ধরা যায় ॥
আশ্রয়' নামেরে, পাইবে তাঁহারে,
সহজ নামেতে ডাকা।

নাম না জানিলে, বড় কষ্টে মিলে,
শক্ত দেখে চিনে রাখা ॥
চিনিলেও তাঁরে, ধরিতে না পারে,
জানা না থাকিলে নাম।
সহজ উপায়, শিখাইতে তাই,
গৌরাঙ্গের অধিষ্ঠান ॥
গোলোকের নিধি, দ্বারে দ্বারে কাঁদি,
নাম প্রেম বিলাইল।
নামে প্রেম পাবে, হরি তব হবে,
জনে জনে বলেছিল ॥
নিতাই চরণ, লওরে শরণ,
কৃতার্থ ও নাম বলি।
সরল উপায়, এ হ'তে ত নাই,
চারি যুগে ধন্য কলি ॥
ব্যাধি বেশী যেথা, ঔষধ ও সেথা,
অন্যত্র না ভাল' মেলে।
কলি যুগে তাই, এ ঔষধ পাই,
কলি ভূত নাশে হেলে ॥

শাস্ত্রে তিন বার "নাস্ত্যেব গতি" আর,
বলিছে কলির জীবে।
সাবধান হয়ে, নাম যজ্ঞ ল'য়ে,
কৃতার্থ হও এ ভবে॥
যাগ যজ্ঞ যত, বিঘ্ন বাধা কত
কষ্ট, শেষে কিবা ফল ?
এক হরিনাম, করে লাভবান,
কোটিগুণ তার বল॥
ধর্ম্ম রক্ষা যবে, প্রয়োজন ভবে,
হয় প্রভু আগমন।
ধর্ম্ম নাশ কভু, করে নাক' প্রভু,
করেন ধর্ম্ম স্থাপন॥
তাই গৌর হ'য়ে, সার্ব্বভৌমে জয়ে,
প্রকাশানন্দকে আর।
বেদান্ত প্রধান, ঘুচায়ে এস্থান,
সঙ্কীর্ত্তন করে সার॥
ভূত বাড়াবাড়ি, তাই তাড়াতাড়ি,
দেন "হরে কৃষ্ণ" নাম।

আচণ্ডাল তায়, স্বচ্ছন্দে হেলায়,
অনায়াসে মুক্তি পান ॥
বেদ মন্ত্র সার, এ নাম প্রচার,
বেদের বিরুদ্ধ নয়।
কলিযুগ ধর্ম্ম, নাম যজ্ঞ কর্ম্ম,
"হরেকৃষ্ণ" মন্ত্র হয় ॥
প্রভু সব সঙ্গে, নাম গান রঙ্গে,
ধন্য নাম সঙ্কীর্ত্তন।
অন্তরঙ্গ সনে, রস আস্বাদনে,
প্রেমাবেশে মত্ত রন ॥
যথা তিনি মধু, সে পরাণ বঁধূ,
নাম আর' মধুময়।
শুইতে বসিতে, ও নাম ভাবিতে,
কিবা প্রেম উথলয় ॥
মিষ্ট দ্রব্য নামে, মিষ্ট ভাব মনে,
অমিষ্ট ভাবের লোপ।
সেরূপ এ নামে, প্রেম ভরে প্রাণে,
নষ্ট হয় দুখ ক্ষোভ ॥

পদ্ম নাম কর, গঠন সুন্দর,
সৌরভ উদে মানসে।
লভি কষ্টে তাকে, মৃণাল কণ্টকে,
সে কথা না মনে আসে॥
পদ্ম হাতে করি, শুষ্ক রূপ তারই,
মৃণাল দেখ যখন।
আনন্দ তেমন, ভাবিয়া যেমন,
হয় না পূর্ণ কখন॥
আম নাম কর' আম লয়ে হের',
কত যে প্রভেদ ঘটে।
ভাবনায় মিস্ট ভাবে মন হৃষ্ট,
পাইলে সন্দেহ উঠে॥
টক কিম্বা মিষ্ট, ছাল কষা তিক্ত,
আঁটি শক্ত মাঝে আছে।
মধুরস তার, নামে ভাবি সার,
কৃষ্ণ তথা নাম কাছে॥
নামে মধু খালি, কৃষ্ণেতে সকলই,
ভীষণ বিভৎস্য' থাকে।

নামই প্রধান, ভক্ত, ভগবান,
নাম মূল্যে কিনে রাখে ॥
বস্তু অর্থ দিয়ে, লইত’ কিনিয়ে,
বস্তু হ’তে অর্থ বড় ।
যবে ইচ্ছা হয়, অর্থ দিয়ে লয়,
তাই অর্থের আদর ॥
নামের আদর, করে ভক্তবর,
সংগ্রহ রাখহ’ নাম ।
যবে ইচ্ছা হ’বে, কৃষ্ণেরে কিনিবে,
নাম সবার প্রধান ॥
মহামন্ত্র নাম, মহৌষধি ধাম,
কৃষ্ণে নামে নাহি ভেদ ।
আদরের নাম, বড় গুণগ্রাম,
পেলে পাপী ভুলে খেদ ॥
কৃষ্ণ নাহি যান, পাপী সন্নিধান,
কিন্তু পাপী নাম বলে ।
ক্রমে কৃষ্ণ আসে, পাপীরে পরশে,
পাপ ভস্ম নাম বলে ॥

আমাদের তাই কৃষ্ণ নাম চাই,
কৃষ্ণ হ'তে আদরের।
স্থানাস্থান তাঁর, আছয় বিচার,
নাহিক তাহা নামের॥
পার কৃষ্ণে ভুল, নাম নাহি ভুল'
কৃষ্ণ ভুলে পুনঃ পাবে।
নামটি ভুলিলে, আর নাহি মিলে,
চিরদিন দুখে যাবে॥
প্রেম জন্মে নামে, কৃষ্ণ মিলে প্রেমে,
কৃষ্ণ মোর প্রেমফল।
কৃষ্ণত্বও নয়, প্রেম যদি রয়,
মুক্তি ল'য়ে কিবা বল'?
মুক্তি পড়ে রয়, কিনিতে না চায়,
এখানে চলন নাই।
বস্তা পচা যথা, দ্রব্য, মুক্তি তথা,
কোথা গেলে প্রেম পাই॥
নাহিক উপায়, যায় কৃষ্ণ পায়,
কৃষ্ণ নাম বই আর।

খুঁজিতে যেমন', অজানিত কোন'
লোকে, ধরে নাম তার ॥
চেনা কোন জন, বলে বিবরণ,
যেথায় ঠিকানা তার।
তথা কৃষ্ণ চাঁদে, ধর নাম ফাঁদে,
খোঁজ', করি নাম সার ॥
কোন মহাজন, শুনি উচ্চারণ,
আসিবে তোমার কাছে।
ব্রজদেবী কোন', গুপ্তপথে জেন',
দেখাইবে কৃষ্ণে পাছে ॥
করুণার সিন্ধু, দেব দীনবন্ধু,
হরনাথ পদে আশ।
নব সুললিত', রচে গীতামৃত,
মিত্র রামচন্দ্র দাস ॥

ইতি শ্রীমৎ হরনাথ গীতায় "নামতত্ত্ব-বোধ"
নামক দশম সর্গ।

একাদশ সর্গ।

নাম মাহাত্ম্য-বোধ।

আর্ত্ত জিজ্ঞাসিলেন—

নামের মাহাত্ম্য, বড়ই পবিত্র,
শুনে মাত্র শান্তি আসে।
বল', দেব বল', ও নামের ফল,
কিরূপে কলুষ নাশে॥

শ্রীহরনাথ কহিলেন—

নামই মন্ত্র, নামই তন্ত্র,
নামই ঈশ্বর সার।
শয়নে স্বপনে, ডুবে রও নামে,
নাম হ'তে নাহি আর॥

কৃষ্ণ হ'তে নাম, গুরু অনুমান,
নাম এক মহৌষধি।
দেহ রোগ নাশে, অন্য ঔষধ সে,
নাম নাশে ভব ব্যাধি॥

নাম কর সার, জগৎ তোমার,
তুমি তাঁর হ'য়ে যাবে।
ত্রিতাপের ভয়, থাকিবার নয়,
চিরানন্দে ডুবে রবে॥
ভয় ভয় পাবে, নিশ্চিন্ত হইবে,
হেলে চিরদিন তরে।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, তাহে কি মহত্ত্ব,
যদি নাম ভুলে ওরে!
চাহিনা ব্রহ্মত্ব, অথবা শিবত্ব,
নাম যদি ভুলে যাই।
হয়ে মায়াদাস, পরাণ নিরাশ,
জীবন্মুক্তি নামে পাই॥
জীবন পলকে, কৃষ্ণ নাম ডেকে,
কৃতার্থ নিজেরে কর'।
ক্ষণস্থায়ী সুখে, নাম ভুলে থেকে,
কণ্ঠে বিষ নাহি ভর'॥
মন প্রাণ সহ, কৃষ্ণ নাম কহ,
হ'ক কণ্ঠের ভূষণ।

নাম রসময়, মুচি শুচি হয়,
করি কৃষ্ণের ভজন ॥
কৃষ্ণের ভজন, জীবের চরম,
উদ্দেশ্য, তাহা ভুলিয়া ।
কৃষ্ণে ভুলে রয়, মায়াদাস হয়,
নিজ করমে বাঁধিয়া ॥

তাই—

"জীব কৃষ্ণ নিত্যদাস ইহা ভুলি গেল ।
সেই কালে মায়া পিশাচী গলায় বান্ধি দিল ॥"

প্রধান উপায়, কৃষ্ণ যাহে পায়,
অহরহ থাক ডুবে ।
শীতল সলিলে, ডুবিয়া রহিলে,
তাপে নাহি কষ্ট পাবে ॥
'হা হা' করে স্থলে, যেই রহে জলে,
তাপে তার কিবা করে ।
কৃষ্ণ নাম কথা, মায়া জেন তথা
আপনি নিভিয়া মরে ॥

ভজন সাধন, জানে যেই জন,
মূল্য দিয়া সেই তরে।
ডাকিতে তাহাকে, হয় না নাবিকে
খোসামোদ নাহি করে॥
সাধন বিহীন, আমি বড় হীন,
মোর চাই নাম গান।
তিনি দয়াময়, তুষ্ট তাহে হয়,
করিবেন পরিত্রাণ॥
নামগান করা, গুণ গা'য়া ছাড়া,
আর কি আছে জগতে।
শিব নামে মত্ত, নারদ ও মুক্ত
শুকদেব শ্রেষ্ঠ এতে॥
ত্যজিয়া সংসার, করি নাম সার,
বিল্বমূলে শিব বসে।
পঞ্চমুখে গান, অহরহ রাম,
ডুবে রন নাম রসে॥
নামে প্রেম হয়, প্রেমে প্রেমময়,
আসেন রাসবিহারী।

যেমন গ্রহের, সব নক্ষত্রের,
ধ্রুব সে আশ্রয়কারী ॥
বৃক্ষমূলে জল, দিলে, পুষ্প ফল,
পত্র শাখা জল পায় ।
কত তপ ফলে, নামে ভর মিলে,
ঋদ্ধি সিদ্ধি সব তায় ॥
তাপস নারদ, সিদ্ধ যোগী ভব,
শুকদেব, শাস্ত্র জ্ঞানী ।
কি সুখ পাইয়া, নামে মাতোয়ারা,
সার করেছেন নামই ॥

তাই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে বলিতেছেন—
"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে, যোগিনাং হৃদয়ে নচ ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥"
শ্রীমুখে নীরদ, কহেন নারদ !
বৈকুণ্ঠে বসতি নয় ।
যোগী হৃদে নয়, মম বাস হয়,
যথা নাম ভক্ত গায় ॥

ব্রজের জীবন, নটবর ধন,
হইয়ে গৌর নিতাই।
দ্বারে দ্বারে কাঁদি, আলিঙ্গনে ছাঁদি,
শিখায়েছে নাম তাই॥
দেখে নাক' নরে, সদাই তাঁহারে,
কাছে কিন্তু থাকে নাম।
কায়মনোবাক্যে, কর এক লক্ষ্যে,
নাম কিবা প্রাণারাম॥
করি নাম সার, তিনিও আমার,
হবেন নাহি সংশয়।
কীট বা মানব, দেখিবে কেশব,
তখন তাঁরে নিশ্চয়॥
ব্রজ পশুগণ, খেলিত তখন,
রসময় সনে তারা।
সে খেলা খেলিতে, যদি ইচ্ছা চিতে,
হও নামে আত্মহারা॥
পাইলেও হীরা, ফেলে দেয় তারা,
হীরা নাহি জানে যেই।

কাচ' হীরা ব'লে, কুড়ায় তা' হলে,
যেই হীরা জানে সেই ॥
কুড়াতে কুড়াতে, কাচ কোন মতে,
হীরাও পার পাইতে ।
কৃষ্ণ নাম কর, একে তাকে ধর,
কৃষ্ণও পারে মিলিতে ॥
কৃষ্ণ, নাম বলে, মিলে ভূমণ্ডলে,
পূর্ণ হয় অভিলাষ ।
শিবত্বে তখন, নহে তুষ্ট মন,
মহাকাল' হয় দাস ॥
জয় কৃষ্ণ নাম, পাপী শান্তি ধাম,
বল তাপী নাম বল' ।
পিপাসী ! কি ভয়, গঙ্গা যবে রয়,
সম্মুখেতে পূতজল' ॥
পাপী তাপী যত, এস' হও রত,
হরিনাম সংকীর্ত্তনে ।
বড়ই মধুর, হও ভরপূর,
জুড়ায়ে লও জনমে ॥

নাহিক তুলনা, নির্ব্বাণে মিলেনা,
এ আনন্দ বুঝ পিয়ে।
মিষ্ট কত নাম', যায় না বুঝান,
ধন্য হও নাম লয়ে ॥
যেবা নাম করে, ধন্য এ ভূতলে,
যেবা শুনে সেও ধন্য।
ধন্য হরিভক্ত, চৌদিক পবিত্র,
করে নিরাপদ জন্ম ॥
সুদৃঢ় সৌধেতে, বসি কাননেতে,
ত্রিতল কক্ষের তলে।
দেখে হর্ষ কত, হিংস্র জন্তু যত,
করে বিচরণ খেলে ॥
আক্রমণ ভয়, নাহি তথা রয়,
আক্রমিতে তুমি পার'।
রম্য সংসারেতে নাম আশ্রয়েতে,
মায়া খেলা তথা হের ॥
মায়ার সে বল তথায় বিকল
শক্তিহীন তার কাছে।

মায়ারে বাঁধিয়া দেখে খেলাইয়া
কত সুখ তাহে আছে ॥
হরিনাম কর মায়া পরিহর,
মায়া যায় ভূত যথা।
রাম নামে যায় ভূত লয় পায়,
মায়াহারী নাম তথা ॥
সময় থাকিতে কৃষ্ণ পদ চিতে
নামেরে আশ্রয় কর।
মায়া এড়াইতে, নাম এ মহীতে,
শীঘ্র এ উপায় ধর ॥
মায়া পলাইলে কৃষ্ণ আসি মিলে,
নাম যথা, কৃষ্ণ ধন।
নামে রত যেই কৃষ্ণ রাজ্যে সেই
বাস করে অনুক্ষণ ॥
কৃষ্ণের আশ্রয় সর্ব্ব তীর্থ ময়
নাম সর্ব্বতীর্থ স্থান।
যেবা নাম করে নিত্য তীর্থে ঘোরে
হয় নিত্য তীর্থস্নান ॥

নিতাই নির্ম্মিত পথ সুবিস্তৃত,
চল তাহে নিরাপদে।
কৃষ্ণ দুর্গদ্বারে, নাম যেই করে
নির্ভয়ে প্রবেশ' পথে॥
নিতাই তাহায় দুর্গে টানি লয়,
ভয় শূন্য করি প্রাণ।
নিতায়ে তুষিলে নামে, গোরা মিলে
আলিঙ্গন করে দান॥
দীর্ঘ আয়ু ছিল তপস্যা করিল
কেহ বর্ষ শত লাখ।
ক্ষুদ্র শক্তি এবে তাই গোরা ভেবে
শিখালেন নাম যাগ॥
অভাব প্রকৃত হ'লে অনুভূত
পূরে কৃষ্ণ দয়াময়।
না করি সন্দেহ নাম অহরহঃ,
ক'রে হও প্রেমময়॥
কৃষ্ণ বহির্মুখ চায় ভবে সুখ,
উন্নতি এই সংসারে।

ভব নয় স্থির, অভাব শান্তির
হয় যার, নাম করে ॥
হীরা না চিনিয়া কাচে মন দিয়া
আদর যতন করি।
কতদিন হায় এমতে কাটাই,
কাটে মোহ পুনঃ হরি ॥
বিষ আস্বাদন করিয়ে যখন
প্রাণ জর্জ্জরিত হয়।
নাম প্রেম জ্ঞান তবে করি দান,
সুপথে টানিয়া লয় ॥
কি দয়াল প্রভু, আছে হেন কভু,
ভুল'না তাঁহার নাম।
সদানন্দে রও, নিজে তাঁরই হও,
দাও কায়মন প্রাণ ॥
ভয়হারী নাম ত্যজি অবিরাম
অশান্তি ভয়ের পথে।
সংসারী নিতান্ত, তুমি বড় ভ্রান্ত,
চলিতেছ সে কুপথে ॥

কৌপীন বিহীন ভক্ত অতি দীন,
হরিদাস পদে হের'।
মুকুট রাজার পড়ে রয়, কার
মান্য এ জগতে বড় ?
সংসারে কি মদ ! কৃষ্ণ নাম মদ
মাতায় জগৎ জুড়ে।
নিজে মত্ত হয় অন্যেরে মাতায়,
থেক' না এ নাম ভুলে ॥
সংসারেতে রাজা, ধনী, দুখী, প্রজা,
'হায় হায়' করে সবে।
দুখ শোক নাই হেন জীব নাই,
সদাই পরীক্ষা ভবে ॥
বিড়াল ইন্দুরে ছেড়ে দেয় ধ'রে,
ভাবি তায় মুক্ত আমি।
আরবার ধ'রে আছাড়িয়া মারে
মরে জীব মায়াগামী ॥
মায়ার তাড়না হইতে সান্ত্বনা,
চাও যদি কর নাম।

প্রভাব মায়ার উপরে তাহার
রহে না, সে যে নিষ্কাম ॥
নিজ ইচ্ছা মত, মায়া অবিরত,
হাঁসায় কাঁদায় নরে।
প্রপঞ্চ জগতে, ডুবাওনা চিতে,
মায়া দয়া নাহি করে ॥
হারালে না মিলে, মায়াতে থাকিলে,
কাঁদিয়া জীবন যায়।
হরিভক্ত সবে, পুনঃ এক হবে,
হারাবার ভয় নাই ॥
যুগশ্রেষ্ঠ বলি, তাই এই কলি,
আছে বিষ সঞ্জীবনী।
এক হরিনাম, পূরে সর্ব্বকাম,
মহামন্ত্র সে এমনি ॥
নিতাই আমার, অক্ষয় ভাণ্ডার,
দ্বারে রহি বিলাইছে।
"হা নিতাই" বলে, পাত্র ধর মেলে,
মনস্কাম পূরাইছে ॥

নাম, যাগ, তপ, ব্রহ্মচর্য্য, জপ,
মধুমাখা সুধাধার।
খাইতে বসিতে, জাগিতে শুইতে,
কর নাম, নাম সার॥
ন্যাস প্রাণায়াম, আসন বা ধ্যান,
নামে কোন কায নাই।
গঙ্গাজল যথা, নিত্য শুদ্ধ তথা,
মন্ত্র তন্ত্র নাহি চাই॥
বিষ্ণু পদজল, গঙ্গা, তাই ফল,
নাম আর' মহত্তর।
আলোক আঁধারে, লহ ধর তাঁরে,
হইবে পবিত্রতর॥
দাবাগ্নির মাঝে, এ বসন্ত সাজে,
ভব মায়ামোহ কারা।
সবে 'হা হা' করে, যেই নাম ধরে,
কি শান্তিতে থাকে তারা!
নাহি আর গতি, নামেতেই প্রীতি,
করিলে কৃতার্থ হবে।

করুক রসনা, ও নাম ঘোষণা,
শুতে, খেতে, যেতে ভবে ॥
করুণার সিন্ধু, দেব দীনবন্ধু,
হরনাথ পদে আশ ।
নব সুললিত' রচে গীতামৃত,'
মিত্র রামচন্দ্র দাস ॥

ইতি শ্রীমৎ হরনাথ গীতায় "নামমাহাত্ম্য-বোধ"
নামক একাদশ সর্গ ।

দ্বাদশ সর্গ।

স্বজন-বোধ।

অর্থার্থী জিজ্ঞাসিলেন—

সংসারেতে থাকি, দেব, গুরুজন গণে,
কিরূপ করিব জ্ঞান সবে ?
পিতা মাতা আদি ভার্য্যা বন্ধু প্রতি
কর্ত্তব্য কিরূপ মোর হবে ?

শ্রীহরনাথ কহিলেন—

মাতা দেহ ধারী কৃষ্ণ করিবে মনন।
করেছেন মাতা দেহ সৃজন পালন ॥
ঈশ্বর ঈশ্বর কিসে ইহা বই আর ?
সৃষ্টি স্থিতি পুষ্টি করা কার্য্য হয় তাঁর।
জগত সৃজন করে ঈশ্বর যেমন ॥
আমারে সৃজন মাতা করেছে তেমন ॥
আমি পূজি এক দেবে, অপর দেবতা
করিতে পারি কি ঘৃণা অপমান কোথা ?

সে জন্য আপন মাকে পূজিবে যেমতি।
অপরের মাকে পূজ সেরূপে তেমতি ॥
এমন কি মাতৃজাতি পশুর' ভিতর।
কদাচ কোথাও ঘৃণা করিও না, নর ॥
হৃদয়ের রক্তদানে পালেন জননী।
ধারণ করেন বক্ষে যেমন ধরণী ॥
সম্পূর্ণ মঙ্গল কাম এক মাতা বিনা।
আর কোথা আছে জীব জগতে জানিনা ॥
জননীর দেহ মাঝে ইন্দ্রাদি দেবতা।
করেন নিবাস সবে জেন' সত্য কথা ॥
সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞানে জননী জনকে
যে পূজে, করেন দয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ॥
জন্মদাতা মা বাপেরে যে না যত্ন করে।
মাতাপিতা ভাব হ'বে কিরূপে ঈশ্বরে ?
মাতাপিতা ভাবি কৃষ্ণে কিরূপে পূজিবে ?
মাতাপিতৃভক্তি ভবে আদর্শ জানিবে ॥
প্রথমে গৃহেতে যেবা ভক্তি নাহি শিখে।
যতই করুক তার ভক্তি সেবা মুখে ॥

পিতা মাতা নরদেহে ঈশ্বর জানিয়া।
শিখ’ ভক্তি তাঁহাদের সেবা আচরিয়া॥
চর্ম্ম চক্ষে নারায়ণ জনক জননী।
সেবা ভক্তি তথা হ’তে শিক্ষা দেন তিনি॥
প্রথম পরীক্ষা এই পিতা মাতা সেবা।
পরে তাঁর ভক্তি পায় উত্তরয় যেবা॥
পিতৃভক্তি নাহি শিখি কৃষ্ণে ভক্তি করা।
মূল ত্যজি শাখে জল, বাতুলের ধারা॥
মাতৃস্নেহ এ সংসারে স্নিগ্ধ বারি সম’।
না থাকিলে নাহি রয় সংসার এমন’॥
যথা হের, চারিদিকে ভালবাসা মার।
একদিন না থাকিলে বিলুপ্ত সংসার॥
কোন’ কষ্ট নাহি থাকে মার আশীর্ব্বাদে।
অভাব থাকে না কিছু সদা সুখে রাজে॥
নারায়ণ তুষ্ট রন সুখেতে মাতার।
অন্তিমে শ্রীকৃষ্ণ লভে আশীর্ব্বাদে তাঁর॥
আর যার মাতা গৃহে কান্দেন সতত।
সোণার সংসার তার সাজসজ্জা যত॥

দেখিতে দেখিতে যায় হ'য়ে কোথা লোপ।
নরকে নিবাস, মহাসন্ন্যাসী সে হোক্ ॥
গাভী দুগ্ধ দেয় বলি পূজনীয়া তাই।
ধরণী ধরিছে বক্ষে তার সম নাই ॥
দেব সাধু সুখে রাখে পূজনীয় তাঁরা।
শিক্ষাদানে মুক্তি দেন, গুরু হন যাঁরা ॥
সকলেই পূজনীয়, সবে ভক্তি করে।
গাভী ধরা দেব গুরু, মাতা একাধারে ॥
বক্ষেতে ধরেন তিনি দুগ্ধ করে দান।
সদা সুখ চিন্তা করি কত কি শিখান ॥
এ মাতা কি দেবী নন নর দেহে ভবে ?
মাতাপিতা হলে তুষ্ট দেব তুষ্ট সবে ॥
মা বাপের আশীর্ব্বাদ অতুল নিষ্কাম।
কর তা' অর্জ্জন সদা পূরে সর্ব্বকাম ॥
মাতাপিতা মহাগুরু যতই তাঁদের
থাক অপরাধ, তুমি, সেব' তাঁহাদের ॥
মা বাপ নির্দ্দয় হ'লে তবু তাঁহাদের
অগ্রাহ্য করিলে পাপ হয় সন্তানের ॥

মাতা পিতা পদতল মহাতীর্থ স্থান।
"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ" শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
নিত্য সে চরণামৃত পান যেই করে।
সর্ব্ব তীর্থ স্নান ফল লভে বসি ঘরে ॥
ঐ পদ ধৌত জল নাশে ভব রোগ।
কৃষ্ণ ভক্তি এ হৃদয়ে তাহাতে সংযোগ ॥
পিতা মাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গুরু জনগণ।
নররূপ দেব জ্ঞানে করিবে পূজন ॥
তুষ্ট রাখ তাঁহাদের, ইষ্ট বর পাবে।
গুরুজনে সেবা কর' মন ক্লেদ যাবে ॥
পঞ্চপাণ্ডবের হের মাতার আশীষে।
শ্রীকৃষ্ণ মিলিয়াছিল মাতৃভক্তি বশে ॥
মাতৃ আজ্ঞা বলে জেন' বনেতে লক্ষ্মণ।
চতুর্দ্দশ বর্ষ করেছিল অনশন ॥
মাতৃ আজ্ঞা বেদ বাক্য সমজ্ঞান কর'।
ফলপ্রদ সত্য নিত্য হইবে সত্বর' ॥
পিতা মাতা গুরুদেব ভুল না নিদ্রায়ও।
সাক্ষাতে নমিবে, নহে, উদ্দেশে নমিও ॥

ভর্ৎসনা করিলে তায় না করিও কোপ
গুরুজন প্রতি কভু, সব নিজ দোষ ॥
সাঁতার জান না তাই ডুবে যাও জলে।
জলের নহেত দোষ, নিজ দোষে ফলে ॥
আগুনে দিলেই হাত যায় পুড়ে তা’।
আগুনের দোষ নহে, দোষ অসাবধানতা ॥
নিজকর্ম্ম ফলে রুষ্ট হন গুরুজন।
নিজ দোষ সব তাহে করিও চিন্তন ॥
পিতা মাতা সম পতি স্ত্রীর গুরু হয়।
পতি-মাতাপিতা নিজ মাতাপিতা হয় ॥
নিজ পিতা দান করি ত্যজে অধিকার।
বধূ শ্বশুরের কন্যা-সত্ব হয় সার ॥
শ্বশুর শ্বশ্রূকে দেব দেবী মনে কর’।
তাহাদের আশীর্ব্বাদে কর পতি ঘর ॥
সকল পূজায় যথা রন নারায়ণ।
“সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বরো হরিঃ” পতিও তেমন ॥
নারায়ণ তুষ্ট হ’লে সব তুষ্ট হবে।
পতি তুষ্ট রন যবে, সব তুষ্ট তবে ॥

"তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ"।
পতি তুষ্টে সব তুষ্ট এই বাক্যবৎ ॥
জলের স্বভাব এই সদাই অস্থির।
পাত্র মধ্যে রাখিলেই হয়ে থাকে স্থির ॥
মন চির গতিশীল, স্বভাব তাহার।
কামিনী কাঞ্চন খাদে গতি সদা তার ॥
কামিনী, কাঞ্চন হ'তে বড় খাদ হয়।
মনে রেখ সাবধানে, খাদে না পড়য় ॥
বড় নদী সন্নিকটে কূপ শুষ্ক হয়।
কামিনীর কাছে মনে, সেই মত ভয় ॥
কিন্তু ঘটপূর্ণ জল নদীতে রাখ'না।
নদীজল বৃদ্ধি হ্রাসে সে জল কমেনা ॥
সর্প বশ মন্ত্র শিখি, খেল' সর্প সনে।
না হ'লে মরিবে জেন' বিষের দহনে ॥
স্ত্রীরূপ সমুদ্রে ঝাঁপ দিও না কখন।
পতঙ্গের জেন' ইহা অনলে দহন ॥
মাতাল-রাজত্বে মত্ত হওয়া কিছু নয়।
চৌর মধ্যে সাধু থাকা বাহাদুরী হয় ॥

রাখিলে দূরেতে ভার্য্যা প্রেম জন্মে তায়।
নিকটে আসিলে মায়া কাম বৃদ্ধি পায়॥
মায়া কামে ক্লেশ শেষে সুখ কিছু নাই।
সাধনা, কামিনী ল'য়ে প্রেমানন্দ চাই॥
সে আনন্দে নাহি ক্লান্তি মনোমাঝে ক্ষোভ।
নহিলে সে কামে আসে হিংসা ক্রোধ লোভ॥
খেলিবার জন্য ভার্য্যা হয়নি সৃজন।
ইহকাল পরকাল নাশের কারণ॥
রমণী একটি তরু প্রকাশ জগতে।
পাবে কাম, প্রেম ফল যা' চাও যেমতে॥
ইহকাল সঙ্গী ভাবি' কামে মত্ত হ'লে।
চির মূল্যবান ফল হারাইবে হেলে॥
জন্মান্তর সে সঙ্গিণী পরকাল তরে।
পরস্পর ভিন্নগুণে মানবত্ব পূরে॥
মূল শক্তি গৃহলক্ষ্মী ধরিত্রী সমান।
নীচ সঙ্গী করি তারে, কর' অপমান॥
ভালবাসা আদরের সামগ্রী ললনা।
কত মহাশক্তি তাহে তাহা কি বুঝ না?

নরকে যাইতে চাও লয়ে সেই যাবে।
তাহারই শক্তিতে পুনঃ স্বরগ মিলিবে।
ধর্ম্ম কর্ম্ম সহায়েতে সে সহধর্ম্মিণী।
ধাত্রী জায়া জগতের তিনিই জননী॥
বৈরাগ্য বা মোক্ষ পদ কর' অন্বেষণ।
রমণীই দেখাইবে করিয়া যতন॥
যে চাহে নরকে যেতে বেশ্যারূপ ধরি।
নরকের পথে লয় পিশাচী সে নারী॥
সেই নারী আত্মত্যাগ করি পালে সুত।
নারীর চরিত্র কিবা জগতে অদ্ভুত॥
স্ত্রীজাতি সকল তাই মান্য সবাকার।
ঘৃণ্য ভাবে খেল' নাক' সঙ্গে কভু তার॥
প্রেমভক্তি শিখাইতে আদর্শ রমণী।
মহারত্ন হৃদে ধরে সে শক্তিরূপিণী॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব তিন দেব সাজে।
একাধারে নারীদেহে সদাই বিরাজে॥
এ নারীর অপমানে রাজ্য নাশ হয়।
কুরুকুল রক্ষঃকুল ত্রয় ধ্বংস পায়॥

সতী ভার্য্যা অপমান যেই ঘরে হয়।
শান্তি সুখ পবিত্রতা তথা নাহি রয়॥
"নারীরূপ পতিব্রতা," জানি গঠ' নারী।
বাহ্যরূপ নাহি চাও, মান্য সতী তারই॥
চক্ষের বনিতা মিলে, মনের মিলেনা।
হিন্দুরমণীর বাহ্য সজ্জা ত সাজে না॥
গরীবের মাতা তারে সাজাও সংসারে।
তা'হ'লে বিস্তর সুখ মিলিবে অচিরে॥
বহু পুত্র কন্যা দিয়া ঘর ভরিওনা।
এক পুত্র পুত্র, অন্য কামজ জান না?
"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" রাখিয়া স্মরণ।
এক পুত্র হ'লে কর ইন্দ্রিয় সংযম॥
আদর্শ যুগল হ'য়ে যুগলে ভজিয়া।
ব্রজধামে যাও সেই সুপথ খুঁজিয়া॥
দিয়া নিয়া গুণাগুণ এক হ'য়ে যাও।
মধুভাব আস্বাদনে মধুরতা পাও॥
শান্ত দাস্য সখ্য হ'তে মধুর কি মধু।
আস্বাদন কর' ল'য়ে নিজ প্রাণবঁধু॥

ঊর্দ্ধে উঠে নারিকেল গুবাক খর্জ্জুর।
শাখা নাই তাই নভে উঠে অত দূর।
পুত্র কন্যা হীন তথা অতি ঊর্দ্ধে উঠে।
মাটিতে আবদ্ধ নয় বন্ধন না ঘটে॥
সাজাও ভার্য্যায় করি জগতের মাতা।
মাতৃরূপে জন্ম তার জেন' সার কথা॥
পার্থিব এ অলঙ্কারে সাজাওনা তারে।
অপার্থিব অলঙ্কার সে হৃদয় ধরে॥
নিজ স্বার্থ তরে ভার্য্যা করিও না মনে।
প্রয়োজন আছে রাধাকৃষ্ণের সেবনে॥
দেবীতুল্যা গৃহলক্ষ্মী গৃহে স্থিতা হ'য়ে।
দয়াধারে সেবে সবে সর্ব্ব দুখ স'য়ে॥
গৃহিণী সহধর্ম্মিণী সত্য আছে যার।
ধার্ম্মিক সে সুখী, স্বর্গ তাহার সংসার॥
বন্ধন নহেক ইহা, যেন বৃন্দাবন।
রাধাকৃষ্ণ বাসভূমি তীর্থ সে পরম॥
দেবগণ সে ভবনে করেন ভ্রমণ।
বৈকুণ্ঠেও নাহি হেন শান্তি মনোরম॥

আর যার ভাগ্যে হেন মিলে না রমণী।
বৈকুণ্ঠ নরক তার, জন্ম মৃত্যু গণি॥
পতি ভার্য্যা এক হ’য়ে যায় সেই স্থানে।
একা কেহ নাহি পারে যাইতে সেখানে॥
বিবাহ হয়নি যার বড় কষ্টে পশে।
অনেক সাধন করি লভে রাজ্য শেষে॥
অগস্ত্যাদি ঋষি পূর্ব্বে উগ্র তপঃফলে।
আশ্রমের বৃক্ষে কল্পবৃক্ষ করে বলে॥
যে ফল চাইবে বৃক্ষে সেই ফল পায়।
কিন্তু এবে কলমেতে সহজ উপায়॥
এক বৃক্ষে এক ধারে ফলে এক ফল।
অন্য ধারে অন্যবিধ দিতেছে সুফল॥
তেমতি এককজনে দুই ভাগ হ’য়ে।
ভালবাসা শিখা হয় বড় কষ্ট স’য়ে॥
একটি পুরুষ ভাব অন্য প্রকৃতির।
ভালবাসা শিখা শক্ত পুরুষ নারীর॥
তাই ভাগ্যবশে যাঁরা হ’য়েছেন দুই।
অবাধেতে নিত্যধামে পশে গিয়া সেই॥

বিবাহ করিয়া পুনঃ এক না হইলে।
যুগল থাকিলে শুধু কৃষ্ণ নাহি মিলে॥
দুই এক হয় কিসে? ইহাই সাধনা।
পরস্পর ভালবাসা একই ভজনা॥
কপটতা স্বার্থ ত্যাগ করিয়া, সরল
হ'য়ে, রাধাকৃষ্ণ দু'য়ে ভাব অবিরল॥
একচিন্তা একধ্যান একৈক অভ্যাস।
মিলাইবে দুইপ্রাণে আনন্দ উচ্ছ্বাস॥
সে এক আনন্দ তাহা কহনে না যায়।
ভোগ নহে, অনুভূতি প্রাণ জাগে তায়॥
চণ্ডিদাস রজকিনী আস্বাদ পেয়েছে।
পদ্মাবতী জয়দেব তেমতি মিলেছে॥
কাহারা সে ভাগ্যবান কোন পরিবারে
রহে, চিনে সেই খালি থাকে যে সে ঘরে॥
হাটে কি কাহারে চিনা সহজেতে যায়।
নিজজন হ'লে শুধু চিনিতে সে পায়॥
সুখ চায় সবে, সুখ তরে ধন চায়।
জায়াপুত্র আদি, কৃষ্ণ পদ ভুলে তায়॥

মায়া ফাঁকি দিয়া কৃষ্ণ যে ভজে চতুর।
চতুরের ভজনের উপায় মধুর ॥
স্ত্রী ফাঁস গলায় যদি ইচ্ছা করি পর’।
কার দোষ তায় যদি পরে তুমি মর’ ॥
কিন্তু দেবদেবী সম জায়াপতি হ’য়ে।
রসময় পথে চল’ আনন্দে মাতিয়ে ॥
স্ত্রীশূন্য সে পথ বেশী নিষ্কণ্টক বটে।
নিরস মরুর তুল্য কঠিনতা ঘটে ॥
নাহি পুষ্পোদ্যান তথা বারিপূর্ণ কূপ।
কি জানি পড়িতে পার’ বিপদ সম্মুখ ॥
নিজশক্তি না বুঝিয়া সে কঠিন পথে।
যাইও না কভু, ভয় তাহে সামান্যতে ॥
নিত্যানন্দের প্রয়োজন ছিল না গার্হস্থ্য।
প্রভু শিখালেন জীবে সে পথ প্রশস্ত ॥
যদি বা স্খলন পদ হয় একবার।
বেশী লোকসান তায় হয় না কাহার ॥
কিন্তু জয় করিলে সে বড় লাভ পায়।
শক্তি হীন জীব পক্ষে এ পথ ধরায় ॥

শিকলেতে বাঁধা মোরা স্বাধীনতা জ্ঞান।
ভুলিয়াছি একেবারে এতই অজ্ঞান ॥
কি করে স্বাধীন ভাবে নদী হ'তে জল।
পিয়ে পিপাসায় তা'ও জানি না সকল ॥
সেরূপ স্বাধীন জীব এখন মিলে না।
কুমার বৈরাগ্য তাই মোদের চলে না ॥
তাই মহাপ্রভু-শিক্ষা শ্রীনিতাই দিয়া।
জগতের জীব চল' ও পথ বহিয়া ॥
সরস নিরস দুই জগতে সমান।
মধুস্রোত দুয়ে রয় যেথা হরিনাম ॥
কৃষ্ণনাম ধ'রে ধাও ও মধুর পথে।
বন্ধুর সমান হয় কৃষ্ণনাম সাথে ॥
হরনাথ পাদপদ্ম করিয়া বন্দন।
ভকত চরণে প্রেম যাচি অনুক্ষণ ॥
হরনাথ গীতামৃত ললিত আকারে।
রামচন্দ্র মিত্র দাস রচিল পয়ারে ॥

ইতি শ্রীমৎ হরনাথ গীতায় "স্বজন-বোধ" নামক
দ্বাদশ সর্গ।

ত্রয়োদশ সর্গ।

প্রার্থনা-বোধ।

জিজ্ঞাসু জিজ্ঞাসিলেন—

প্রভুর নিকটে কিবা প্রার্থনা করিব ?
ত্যাগ মুক্তি কহ, দেব, কিরূপ যাচিব ?

শ্রীহরনাথ কহিলেন—

সব চাও প্রভু কাছে,
কিন্তু নয় বিনিময়ে।
"করিতেছি নাম তাই,
তুষ্ট কর উহা দিয়ে" ॥
এ হেন সকাম নীচ,
যাচিঞা কর'না কভু !
হারাইবে বেশী লাভ,
হাঁসি ঠকাবেন প্রভু ॥
নিজ ভাল' কতদূর
তুমি ঠিক জান' বল'।

ফেলে দাও প্রভুপদে,
তিনি দেন ঠিক ফল' ॥
অর্চ্চনা তোমার কার্য্য,
প্রার্থনা তোমার নয়।
তবে যদি যাচ', চাও,
পর উপকার যায় ॥
"হে প্রভো! আমার ভোগে,
অথবা সুকৃতি দিয়া।
কর দুখ দূর ওই
দুখীর শান্তি আনিয়া ॥"
এ প্রার্থনা করা যায়,
ইহা নয় বিনিময়।
প্রার্থনা না করে যে,
ভালবাসে দয়াময় ॥
তিনি দিয়াছেন সব,
প্রার্থনা করিনি যবে।
ভ্রমে কি প্রার্থনা করি,
হয়ত যাতনা হবে ॥

না জানি কি রত্নরাজি,
রহেছে ভাণ্ডারে তব।
মহারত্ন পরিবর্ত্তে
কাচ চেয়ে তুষ্ট হব॥
না চাহিতে দাও প্রভু,
এত তুমি দয়াময়।
তব নিকটেতে চাওয়া,
ধৃষ্টতা কেবল হয়॥
ভালবাসা দাও তব,
আর কি যাচিব, হরি?
কর দান সেই রত্ন,
যাহাতে এ ভবে তরি॥
দয়ার ভিখারী মোর
অভাব সকল জান'।
কর পূর্ণ জানি তাহা,
শ্রীচরণে নিবেদন'॥
যা' চাহিব তা' পাইব,
এ বিশ্বাস ধ্রুব কর'।

পর উপকার তাই,

দু'একটা যাচিতে পার' ॥

কিন্তু তাঁর কাছে বেশী,

চাওয়া খালি ভাল নয়।

প্রেমভক্তি একমাত্র,

চাহিবার দ্রব্য হয় ॥

প্রেম যাচিবার কালে,

প্রথমে ধাক্কা খাইবে।

পেছু পা হ'ওনা তাহে,

তবে ত জয়ী হইবে ॥

শিশুকে চাঁদের ন্যায়,

অনেক আয়না দিবে।

সামান্য পাইয়া কিছু,

সহসা নাহি ভুলিবে ॥

ইহা বড় হাস্যকর,

ব্রহ্মাণ্ডপতির কাছে।

সামান্য খেলানা লয়ে,

আনন্দে ফিরিয়া আসে ॥

অজানা সে রত্নরাজি,
কতই ভাণ্ডারে ভরা।
সামান্য পার্থিব সুখ,
চাই তাঁর কাছে মোরা ?
সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্
রত্ন, প্রেম, ভাণ্ডারের।
প্রেমময় দাও তাহা,
প্রার্থনা এ আমাদের॥
যবে মনে দুখ পাবে,
অশান্তির এ সংসারে।
তিনিই শুনেন খালি,
জানাইবে তাহা তাঁরে॥
তিনি সকলের বন্ধু,
বিশেষতঃ দুখী যেই।
ডাকিলে কাতরে তিনি,
শুনেন আহ্বান সেই॥
সকলের সন্নিকটে,
শুনিতে আছেন তিনি।

শুনেন প্রাণের কথা,
দয়াময় চূড়ামণি ॥
যতই কাতর ডাকে,
আমার বলি ডাকিবে।
দেখিবে ততই তিনি,
তোমার নিজ হইবে ॥
দেখিলে চখের জল,
তিনি বড় দুখ পান।
ঘুচান অমনি দুখ
এত তিনি দয়াবান্ ॥
কর সে জগৎ-বন্ধু,
বন্ধু নিজ হৃদয়ের।
ভালমন্দ গুপ্তকথা,
কহ তাঁরে জীবনের ॥
অপূর্ব্ব তাঁহার লীলা,
প্রাণমন মোহকারী।
করিবে তোমায় ধন্য,
শুনায়ে অচিন্ত্য হরি ॥

কঠিন স্নেহের টান,
দুশ্ছেদ্য লৌহবন্ধন।
দৈবী মায়া কয়, এতে
আবদ্ধ ও পশুগণ॥
এটান যাহাতে বাঁধে,
তথা ধায় জীবগণ।
নিশ্চিন্ত হয় না, তায়
না পহুঁছায় যতক্ষণ॥
এই টান মায়া হ'তে,
যদি বাঁধ সে চরণে।
টেনে লবে তাঁর দিকে ;
কিন্তু যেন সংঘর্ষণে
বিচূর্ণ হ'ও না মিশি,
প্রকৃত না জানি তাঁরে।
নির্ব্বাণ বা মোক্ষ পেয়ে,
নির্ব্বাপিত চির তরে॥
নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানে,
অনেক ভকত তাই।

বিলুপ্ত নির্ব্বাণ পেয়ে ;
মোরা তাহা নাহি চাই ॥
রসিক ভকত ভাল'
টান কেন্দ্র সে বুঝিয়া ।
পৃথক্ অস্তিত্ব রাখি,
সে খেলায় যোগ দিয়া ॥
ললিত মধুর মূর্ত্তি,
জাগায়ে প্রেমে মানসে ।
লীলাময় লীলা খেলা,
পুষ্টি বৃদ্ধি করে সে ॥
যেমন পরীক্ষা চাই,
প্রতি বৎসরে বৎসরে ।
অবনতি কি উন্নতি,
তাহা বুঝিবার তরে ॥
তেমতি সর্ব্বদা তব,
এক কার্য্য ভাল নয় ।
কিরূপ হ'তেছে তাহে
কার্য্য, বুঝা নাহি যায় ॥

ভোগ দ্রব্য রাখি সাথে,
ত্যাগ তবে করে যেই।
মনে ত্যাগ অসম্পূর্ণ,
সত্য ত্যাগ হয় সেই ॥
সকলই কৃষ্ণের ভবে,
জানিবে সবে সমান।
কৃষ্ণ আমাদের সব,
এই কর সদা জ্ঞান ॥
কৃষ্ণের জগত যবে,
আমরাও তাঁর প্রিয়।
থাকিতে পারে না তাই,
তাহে কভু কিছু হেয় ॥
জগতে জগত বলি,
বেসনাক' বেশী ভাল।
কৃষ্ণের জগত বলি,
ভালবাস' চিরকাল ॥
তাহা হ'লে হিংসা দ্বেষ,
আসিবে না কভু মনে।

পরদ্রব্যে আত্মজ্ঞান,
হইবে তাহা কেমনে ?
রাখালেরা গরু ল'য়ে,
গোঠে মাঠে হের যায় ।
নিজ নিজ গরু বলি,
ডাকিছে গরু সবায় ॥
বলে, "ভাই, ফিরাইয়া
আন' হেথা গরু মোর" ।
"অসুখ হ'য়েছে কিরে
ও সাম্‌লা গরুর তোর ?"
সুখ দুখ রাখালের,
তিলমাত্র মনে নাই ।
জানে পর গরু সব,
কভু নিজ নহে, তাই ॥
আপনার গরু খালি,
মুখে মাত্র যায় ব'লে ।
যতক্ষণ গোঠে মাঠে,
তাহাদের সাথে চলে ॥

সেইরূপ জান' হেথা,
আমার সব কৃষ্ণের।
আমার তোমার বুলি,
সকলই বাক্য মুখের ॥
জিনিষে আসক্তি নাই,
বলি মুখে আপনার।
সংযমীর সন্ন্যাসীর,
এই দুই ভাব সার ॥
এই জ্ঞান উপজিলে,
মুক্ত ভবে হয় জীব।
জীবন্মুক্ত এ অবস্থা,
এই জীবভাব শিব ॥
দলবল ল'য়ে তীর্থ,
দর্শনে যেও না কভু।
গোপনে, না গোলমালে,
দর্শন করিবে প্রভু ॥
পার্ব্বণের কালে তাঁর
উৎকণ্ঠিত নিজ জনে।

দরশন কর, বল,
হরিনাম মনে মনে ॥
দেখি প্রভু-জন-মুখ,
দ্বারেতে আবেগ ভরা ।
পাবে সুখ, নিজে দেখে,
পাবে না আনন্দ পুরা ॥
তীর্থ দরশনে ঘটা,
ক'রে গেলে সুখ কোথা ?
সামালিতে কাল যায়,
আনন্দ হয় না তথা ॥
গরিবের মত তীর্থ,
যাও বড় হর্ষ পাবে ।
দেখিতে প্রভুর লীলা,
ঘটা করি নাহি যাবে ॥
অলৌকিক পৃথিবীতে,
ঘটিতেছে দেখ যাহা ।
কোন'টী নরের নয়,
শ্রীকৃষ্ণের খেলা তাহা ॥

জীব পুত্তলিকা সব,
কৃষ্ণ সূত্রধর যেন।
যেমন নাচান তিনি,
জীব নাচিতেছে হেন॥
কৃষ্ণের দাসত্ব তাই,
কায়মনে অঙ্গীকার
করি চির সুখী হও,
চিন্তা নাহি রবে আর॥
হরনাথ পাদপদ্ম,
করিয়া শিরে রক্ষণ।
ভকত চরণে প্রেম,
যাচে দীন অনুক্ষণ॥
হরনাথ গীতামৃত,
ললিত নব আকারে,
রামচন্দ্র মিত্র দাস,
রচিল তাহা পয়ারে॥

ইতি শ্রীমৎ হরনাথ গীতায় "প্রার্থনা-বোধ"
নামক ত্রয়োদশ সর্গ।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

গুরু-বোধ।

জিজ্ঞাসু জিজ্ঞাসিলেন—

কেবা গুরু এ জগতে,
কিবা শক্তি তাঁর ?
বৈষ্ণবের গুণাবলি,
বল' দেব, সার ॥

শ্রীহরনাথ কহিলেন—

মানুষে মানুষ ভাব',
কৃষ্ণে কৃষ্ণ বুঝ' মনে।
আরোপণ কৃষ্ণভাব,
কর' নাক' কোন' জনে ॥
যেমতি সর্ব্বত্র আছে,
শিলাতেও ভগবান্।
শিলাময় শিবলিঙ্গে,
তেমতি বিরাজমান ॥

তবে কেন লিঙ্গরূপী,
শিলা পূজনীয় এত' ?
শূলধারী শিলা হ'তে
হয়েছেন আবির্ভূত ॥
করিতে ভকতে রক্ষা,
পূরাইতে মনোভাব।
ভক্ত মান রাখি হন,
শিলা হ'তে আবির্ভাব ॥
পাথরের গুণ কি এ ?
কিম্বা ভক্ত ভক্তি জোরে।
পাথরেতে ভগবানে,
হেন আবির্ভূত করে ?
পাথর পাথর চির,
প্রেমিকের পূজা গুণে।
দেখা দেন নিজরূপে,
বাঁধা তিনি ভক্ত প্রেমে ॥
সাগরে তরঙ্গ খেলে,
সাগর সৃজেনা তারে।

স্থজিত বারিধি বক্ষে,
ঊর্দ্ধ হ'তে বায়ু ভরে ॥
ভাবুকের হৃদে ভাব,
প্রকাশ প্রতিমা গায়।
যেথা চা'বে সেথা পাবে,
সলিলে কি মৃত্তিকায় ॥
পাত্রাপাত্র নাহি তার,
চতুর্দ্দিকে যেথা চা'বে।
চেতন বা অচেতনে,
হরি সে দেখিতে পাবে ॥
সামান্য পাথরে গুরু,
করি নিজে অঙ্গীকার।
একলব্য পেয়েছিল,
তাহা হ'তে শিক্ষা তার ॥
চারি যুগ যুগান্তরে,
দেব মূর্ত্তি গড়ি জীব।
মিটায়েছে মনঃসাধ,
পাইয়াছে তাহে শিব ॥

হস্ত পদ চক্ষু যুক্ত,
সজীব গুরুর দ্বারা।
হবে নাক' উপকার,
বাতুল, এ বলে যারা॥
পতি অন্ধ খঞ্জ কুষ্ঠী,
পত্নী কি তার সতী নয়?
জগৎ তারিতে বল'
সে সতী কি কম হয়?
ভারতে সে সতী-কথা,
আছয় দেখ পড়িয়া।
কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত মৃত,
পতি পায় বাঁচাইয়া॥
দেবতা তেত্রিশ কোটী,
তার তরে এসেছিল'।
মৃত পতি প্রাণ পায়,
ধন্য তার নাম রহিল॥
সতীর দেবতা নিত্য,
যেমতি সে পতি যথা।

তেমতি দেবতা সত্য,
গুরু শিক্ষা-মন্ত্র-দাতা ॥
যেরূপ যে কেহ হোক্,
সকলই কৃষ্ণের দেহ।
রসময় অপমান,
ক'রনা কখন' কেহ ॥
কখন' কুৎসিত রূপে,
মোদের পরীক্ষা তরে,
আসেন, ভ্রমেতে যেন,
কেহ নাহি হেলা করে ॥
পুন হাতে খড়ি হ'তে,
আরম্ভ করিতে হ'বে।
দুর্লভ জনমে এই,
দুর্লভ এ মন্ত্র ভবে ॥
হও নাক' প্রতারিত,
বল' নাক' যারে তারে।
স্বামী সোহাগিনী মত,
পতি কথা ঠারে ঠোরে ॥

আড়কাটি প্রলোভনে,
হারাও না জন্ম এই।
মহামন্ত্র পেয়ে পুনঃ,
ফেল' না সলিলে সেই॥
তব চক্ষে তব পতি,
যেমন সুন্দর হ'বে।
অপরের চখে তাহা,
না হ'তেও পারে ভবে॥
তাই তব পতি নিন্দা,
যদি কোথা কেহ করে।
শুন' না, নরক হ'বে,
এ আলাপ কর'না পরে॥
পরের বচনে কান
দিওনা, আগুনে পড়ি
ছট্‌ফট্‌ করি প্রাণ,
পাবে কষ্ট জন্ম ভরি॥
মন প্রাণ গুরুদেবে,
কর সমর্পণ তব'।

আনন্দ সাগরে ভাসি,
তুল রত্ন নিত্য নব ॥
গুরু যথা ভগবান,
সদাই নিকটে তিনি
রহেছেন ভাবি মনে,
করম করিবে তুমি ॥
গুরুতে শ্রীকৃষ্ণে কভু,
প্রভেদ কর'না মনে।
ভক্তি রাখ পদে তাঁর,
প্রগাঢ় সে নিত্যধনে ॥
বৃথা কাযে কাটি দিন,
আসল ভুলিয়া সাঁজে।
কাঁদিতে হয় না যেন,
পড়িয়া বিপদ মাঝে ॥
সব গুরু ইষ্ট দেব,
তাঁরই রূপান্তর খালি।
শ্রীকৃষ্ণ মূরতি, কেন
নাই তার রূপডালি ?

শবাসনা আরাধনা
　　করে যেই সাধকেরা।
দেখে বিভীষিকা মূর্ত্তি,
　　ইষ্ট দেবে পরে তারা॥
বিভীষিকা মূর্ত্তি যত,
　　সেই ইষ্ট মূর্ত্তি জেন’।
কৃষ্ণ পাইবার পূর্ব্বে,
　　সব গুরু ইষ্ট হেন॥
গুরু অবিশ্বাসি পড়ি,
　　বিভীষিকা হাতে যেন।
নষ্ট হেন নিজ কায,
　　ভ্রমে ক’রনা কখন॥
ভাগবতে কৃষ্ণ তাই,
　　বলেন, “ইহা জানিবে।
আচার্য্য আমারই মূর্ত্তি,
　　সন্দেহ নাহি করিবে॥”
সহিষ্ণুতা বৈষ্ণবের,
　　চরম তাৎপর্য্য শিক্ষা।

বৈষ্ণব না হয় খালি,
ভেক ল’য়ে করি ভিক্ষা ॥
কানে শুন’ যত কথা,
কিছু পশিবে না প্রাণে।
হৃদয়ের ক’থা যাহা,
রাখ তাহা হৃদিস্থানে ॥
জীবন আমার নয়,
রক্ষি আমি তাঁরই ধনে।
তাঁরে দেখিবার তরে,
রাখ এরে সযতনে ॥
প্রবাসী পতির চিহ্ন,
পতিপ্রাণা পত্নী কাছে।
সেরূপ আদরে দেখি,
প্রাণ কত যত্নে আছে ॥
অবহেলা কি তাচ্ছিল্য,
করা নয় প্রয়োজন।
বলিলে অপরে ইহা,
হবে হাসির ভাজন ॥

মরমের লোক যেবা,
নির্ভয়ে তারে বলিবে।
দুজনের সুখ মিশে,
দ্বিগুণ সুখ পাইবে॥
বৈষ্ণব হ'লেই নর
বয়ে যায়—মানে তার।
অস্তিত্ব হারায়ে সেই,
জড়বৎ হয় সার॥
জাত হারাইয়া হয়
বৈষ্ণব, এ সত্য কথা।
জাতি ধর্ম্ম ষড় রিপু,
হারায় বৈষ্ণব হেথা॥
নর জাতি ধর্ম্ম সব,
যতদিন র'বে নরে।
ততদিন সে বৈষ্ণব,
কখন' হইতে নারে॥
বৈষ্ণব বহিয়া যায়,
জীব স্রোতের উল্টা দিশে।

যমুনা উজান বয়,
ইহারই এ অর্থ সে॥
বিপরীত দিকে গিয়া,
উৎপত্তিতে মিলে পুনঃ।
তীর পেয়ে ধীর হয়,
শান্তি তায় মনোরম' ॥
জীব যায় তীর ছাড়ি'
অতি দূর দূরান্তরে।
কভু ডুবে কভু ভাসে,
বিশ্রাম করিতে নারে ॥
অবিশ্রান্ত গতি তার,
ঘাত প্রতিঘাত কত।
কর কৃষ্ণ রক্ষা বাহি'
উল্টা বৈষ্ণবের মত ॥
বিপরীত দিকে ধায়,
উজান গতিতে সেই।
কৃষ্ণের বাঁশরী রব,
নিশ্চয় শুনেছে যেই ॥

উৎপত্তির তীরে বাস,
বাজিছে সেই বাঁশরী।
যে শুনেছে সে ছুটেছে,
পূর্ব্বে যথা কিশোরী॥
বৈষ্ণব উজানে বহি,
বাঁশীরবে ভরপূর।
ধায় সে উৎপত্তি স্থলে
ভাবে বাঁশী কতদূর॥
বাঁশী বাদকের পদে,
ক্রমে সে আছাড়ি পড়ে।
মধুর ভাবেতে ভোর,
মধুরতা চারিধারে॥
অসংখ্য জীবের গতি,
মায়ার স্রোতের টানে।
বাঁশীরব ক্ষীণতর,
মিলায় তাদের কানে॥
তখন হারায়ে পথ,
অকুল সাগর গায়।

বিতাড়িত বিমথিত,
আর্ত্তনাদ ক'রে ধায় ॥
বিবেক জাগালে কিন্তু,
মাঝে মাঝে আত্ম কথা।
অনুতাপে দগ্ধ হ'য়ে,
পায় মহা মর্ম্মব্যথা ॥
জাত দাও, জাত দাও,
বৈষ্ণব হইয়ে তাই।
ব'য়ে যাও প্রাণ খুলে,
বড় মজা তাহে পাই ॥
অন্ন তরে নির্ভাবনা,
বসে যাও পাতি পাত।
তাই বলে চৈতেন্যের,
"চারি খুঁট সব ফাঁক" ॥
হরনাথ পাদপদ্ম,
করিয়া শিরে রক্ষণ।
ভকত চরণে প্রেম,
যাচে দীন অনুক্ষণ ॥

হরনাথ গীতামৃত,
ললিত নব আকারে।
রামচন্দ্র মিত্র দাস,
রচিল তাহা পয়ারে॥

ইতি শ্রীমৎ হরনাথ গীতায় "গুরু-বোধ" নামক
চতুর্দ্দশ সর্গ।

পঞ্চদশ সর্গ।

কর্ত্তব্য-বোধ।

অর্থার্থী জিজ্ঞাসিলেন—

সংসারে কর্ত্তব্য কি সব বুঝিব ?
বলুন কিরূপ নীতিতে চলিব ?

শ্রীহরনাথ কহিলেন—

পৃথিবীর যাহা কর্ত্তব্য করিবে।
নজের বলিয়া কভু না ধরিবে॥
কৃষ্ণেরে দাও কৃষ্ণের যাহা।
পৃথিবী পাউক্ পৃথিবীর তাহা॥
পৃথিবীর দেহ দাও পৃথিবীকে।
কভু তায় যেন দিওনা প্রাণকে॥
জগতের বীজ জগত কারণ।
মূলদেশে বারি করিবে সেচন॥
তিনি সবাকার তাঁরই সকল।
ভালবাস' সদা তাঁরেই কেবল॥

ভালবাস' তাঁরে তাহা হ'লে পাবে।
ভালবাসা জেন' জীব জন্তু সবে ॥
নীচ যত জেন' উচ্চ রত্ন ভূমি।
মৃত্তিকা দেখহ' সর্ব্ব রত্ন খনি ॥
যেই যত নীচ তাহারই আদর।
নীচ হয়ে কর' প্রার্থনা কাতর ॥
নিতাই বড়ই নীচে ভালবাসে।
নীচ হ'য়ে যেই ডাকে, ধেয়ে আসে ॥
অভিমান শূন্য কোমল হৃদয়।
না হ'লে তাঁহার দয়া নাহি হয় ॥
নিতায়ের নাই কোন অভিমান।
সাজে কি তোমার তাঁর কাছে মান?
প্রেম পুষ্পপাত্রে অভিমান জেন'।
নাশিতে সাধনা বজ্রকীট হেন ॥
যদি প্রেম চাও ছাড় অভিমান।
নীচ হও পদে ত্যজ উচ্চজ্ঞান ॥
অভিমান কর' তাঁহারই উপর'।
মানুষে কি জীবে দলিত না কর' ॥

ভালবাস’ যারে অভিমান সাজে।
অপরে করিলে নিজে তায় মজে ॥
পাপী তাপী সব আদরের তাঁর।
জেনে অপমান ক’রনা কাহার ॥
পাপী ও কৃষ্ণের প্রেমিক তাঁহারই।
মন্ত্রী ও জহ্লাদ ভৃত্য সে রাজারই ॥
যে কার্য্যের ভার যাকে প্রভু দেন।
সেই কার্য্য ভার করে সে পালন ॥
তবে কেন তুমি পতিতে ঘৃণিবে ?
প্রভু সে ঘৃণায় দুঃখিত হইবে ॥
ঘৃণা ত্যাগ করি দিয়ে আলিঙ্গন,
প্রভু যথা, কর নাম বিতরণ ॥
কেবা পাপী নয় ? আমরা সকলেই।
কিছু কমবেশী ইহাই কেবলই ॥
শত্রুকেও প্রেম- চ’খেতে দেখিবে।
শান্তি পাবে প্রাণে, শত্রুতা কমিবে ॥
তোমার কি শক্তি পতিতে উঠাবে ?
তিনি উঠাবেন তাঁহাকে বলিবে ॥

মঙ্গল কামনা পরের তরে।
তাঁহার নিকট কর প্রাণ ভ'রে॥
নিজ তরে খালি চাও প্রেম ধন।
চেওনা কখন সামান্য রতন॥
স্বার্থ সুখ যাহা তাহা দু'দিনের।
এরা শত্রু জেন' প্রকৃত প্রেমের॥
স্বার্থ সুখ আশা থাকিলে মানসে।
শান্তি কিম্বা প্রেম কভু না পরশে॥
আপাত মধুর এই স্বার্থ লোভ
একেবারে ত্যাগ ক'রে কাট' ক্ষোভ॥
ইহার আশায় চিরসুখ যায়।
মিছা কাচ লোভে হীরক হারায়॥
দেখ' কিবা মজা স্বার্থ ত্যাগ করি'।
বাহু তুলে, মুখে বলি হরি হরি॥
রিপু বশ করা দুইটী উপায়।
কম জোরী হ'লে নিধন তাহায়॥
অথবা আয়ত্তে কর' আনয়ন।
বলবান্ হ'লে কর' পলায়ন॥

শত্রু হাত হ'তে উদ্ধার যে চায়।
কর' যা'তে নাহি দেখা হয় তায়॥
নিজে চেষ্টা করি, ডাক' দয়াময়ে।
পাইবে উদ্ধার শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়ে॥
শ্রীকৃষ্ণের নামে শত্রুরা পলায়।
ভীষণ দুর্দ্দান্ত সবে ভয় পায়॥
নাম-অস্ত্র-ধারী তোমায় দেখিলে।
শরণ লইবে আসি পদতলে॥
দরিদ্র দুঃখীর দুঃখ নিবারিবে।
অর্থে বা কথায় দেহেতে সেবিবে॥
রাগ হিংসা ঘৃণা কর'না কাহারে।
নাশিবেক রিপু নিয়ত অঙ্কুরে॥
হ'লে তরু বড় উঠান' না যায়।
অঙ্কুরে নির্ম্মূল কর নাশ তায়॥
কাম ক্রোধ দেহে পেলে কিছু স্থান।
কঠিন উঠান' জেন' এ সন্ধান॥
শত্রু সহ বাস কদাচ কর' না।
আসিলে তখনই করিবে তাড়না॥

বিপদে কাহাকে ফেলিতে যেও না।
চুরি জুয়াচুরি মনেও কর' না॥
জানিও কৃষ্ণের সকল সংসার।
তায় দীন দুখী অতি প্রিয় তাঁর॥
পরোপকার ভবে উদ্দেশ্য করিবে।
সর্ব্বত্র সতত সত্য কথা ক'বে॥
সত্যেতে বিরোধ অনিষ্ট হইলে।
চুপ করে রবে নাহি বা বলিলে॥
খেলা, বৃথা গল্পে কভু কাল ক্ষয়।
মন্দ কথা, কায ক'র না নিশ্চয়॥
লোক মুখে মান কিবা লাভ তায়?
অপযশও তাই যেন মনে রয়॥
নিজস্ব সম্পত্তি হরিনাম কর।
নির্ম্মল অন্তরে পবিত্রতা ধর॥
হরিনাম সবে শিখাও যতনে।
মান অপমান নাহিক সেখানে॥
জগতে সকলে ভাবি নিজ জন।
তাহাদের সাথে করিবে করম॥

ভাল ব্যবহার পাইলে তোমার।
তারাও করিবে ভাল ব্যবহার ॥
ভালবেসে বশ পশুতেও হয়।
অসৎ নরেরে তবে কিসে ভয় ?
পরপতিরতা মূর্খা নারীগণ,
সহবাস সুখ করিয়া চিন্তন,
স্বামী ত্যজি যায় অচিরে দুঃখিনী,
ঘৃণ্যা পরিত্যক্তা হইছে পাপিনী ॥
স্বামী সেবা তারা উপেক্ষা করিয়া,
রতি সুখ কামে উন্মত্ত হইয়া,
রূপ যৌবনের মদেতে উন্মনা।
অলঙ্কার ভূষা কেবলি কামনা ॥
পরপতি কথা করিছে বিচার।
ত্যজ সঙ্গ হীনা রমণী সবার ॥
কঠোর পুরুষ- স্বভাবা তাহারা।
পত্নী কাছে পতি- নিন্দা করে যারা ॥
হেন রমণীর ছায়া না ছুঁইবে।
জঘন্যা তাদের সুদূরে রাখিবে ॥

যারা ভালবাসা প্রেম বৃদ্ধি করে
প্রেমিকের কথা বর্ণে সমাদরে ॥
নিজ স্বার্থত্যাগ সেবা ও যতন।
সদা পতি প্রতি নাহি অন্যমন ॥
তার কাছে শিখ' প্রেমলাভ হ'বে।
সবাকার মাতা হইতে শিখিবে ॥
এই প্রেমে কৃষ্ণ- চন্দ্র পাওয়া যায়।
প্রেমপথে সঙ্গী কর এ সবায় ॥
পতি সোহাগিনী প্রেমিকা রমণী।
সদা সমাদরে করিবে সঙ্গিনী ॥
পতি গুণগান শুনিবে বিরলে।
প্রেম দিন দিন বাড়িবে তা' হ'লে ॥
ষোল আনা প্রাণ ঢেলে পদে দাও।
নিজ তরে কভু কিছু নাহি চাও ॥
যে অর্থ লভিবে সন্তুষ্ট রহিবে।
অসৎ উপায়ে কভু না অর্জ্জিবে ॥
বেশি অর্থ তরে হ'য়ে লালায়িত।
বিলাসের লোভে হওনা দুঃখিত ॥

অর্জ্জিত সম্পদ কর কিছু ব্যয়
সৎকার্য্যে, খালি কর'না সঞ্চয় ॥
মধুহীন ফুল গন্ধহীন হয়।
পূজাকার্য্যে তাহা কেহ নাহি লয় ॥
মধুভরা ফুল সবে ভালবাসে।
সবে চায় তাহা ঘোরে তার আশে ॥
পড়িছে বিপদে বদ্ধ জীব যারা।
পশুবৎ মুগ্ধ দেখে রূপ তারা ॥
কিন্তু গুণে মুগ্ধ দেবতা সকল।
অনন্ত আনন্দ তাহায় কেবল ॥
কৃষ্ণরূপ বশ চন্দ্রাবলী ছিল।
শ্রীমতী তাঁহার গুণেতে মজিল ॥
রূপ বৃদ্ধি করে আসক্তি লালসা।
গুণে বৃদ্ধি পায় ভক্তি প্রেম আশা ॥
পাপ কথা ব'লে, শুনে পাপ হয়।
মনে ভাবিলেও পাপ পরশয় ॥
ধ্রুব কি প্রহ্লাদ পুণ্যাত্মার কথা।
সাবিত্রী আখ্যান আনে পবিত্রতা ॥

পবিত্র তাঁদের করম বর্ণনে।
পাপনাশ পায় পূত করে মনে॥
সাধুদেহ হ'তে পাপ সব হরে।
নিন্দুক সাধুকে শুদ্ধ দেহ করে॥
পরছিদ্র দোষ দেখ'না ভেব'না।
পর-সৎকর্ম্ম করিবে ভাবনা॥
নিজ দোষ সদা করিবে সন্ধান।
জানিলেই ত্যাগ তখনই বিধান॥
ব্রত, পূজা, পাঠ, তীর্থ দরশনে।
ধর্ম্ম নাহি হয় সুধু কিছু দানে॥
দান করে ভাব' এ বেটা অসাধু।
নাহি তায় ফল হেন দানে সুধু॥
হরনাথপদ করিয়া বন্দন।
ভক্ত পদে প্রেম যাচি অনুক্ষণ॥
হরনাথ গীতা ললিত আকারে।
রাম মিত্র দাস রচিল পয়ারে॥

ইতি শ্রীমৎ হরনাথ গীতায় "কর্ত্তব্য-বোধ" নামক
পঞ্চদশ সর্গ।

ষোড়শ সর্গ।

সাধন-বোধ।

অর্থার্থী জিজ্ঞাসিলেন—

সংসারে কিরূপ করম করিব,
বুঝাইয়া দিন কিবা আচরিব ?

শ্রীহরনাথ কহিলেন—

কুব্জ, খঞ্জ, রোগী বিবাহে কে চায় ?
কৃষ্ণ পরিবারে স্থান নাহি পায় ॥
পাপী, স্বার্থপর, কপটী সেরূপ,
স্বচ্ছ হও পাবে কৃষ্ণের স্বরূপ ॥
ধ্রুব সম হও বিশ্বাসী সরল।
কাচ সম স্বচ্ছ হৃদয় ধবল ॥
মন পরিধেয় কূট আবরণ।
করুন কানাই সে বস্ত্র হরণ ॥
একটি নিশ্বাস জীবনে সুকৃতি।
ধ্বংস করে সব দেখ' তার প্রতি ॥

যেন কোন জন নিঃশ্বাস না ফেলে।
তোমার কোনও করমের ফলে ॥
ভিতর বাহির রঞ্জ এক রঙে।
মিল থাকে যেন মুখে আর মনে ॥
অতি যে উত্তম সে ছেলেরও ভয়।
পরীক্ষার কালে মনে সদা হয় ॥
যত সাধু হ'ক্ এই পৃথিবীতে।
ভীত ব্যস্ত হ'ন এর পরীক্ষাতে ॥
এই পাঠশালা বহু শিক্ষাস্থল।
দেখিছেন তিনি পরীক্ষার ফল ॥
উত্তীর্ণ হইলে ভাল কর্ম্ম পায়।
নিজ পারিষদ্ করেন তাঁহায় ॥
না পারিলে তবু স্নেহাদর ক'রে।
শিখান সতর্কে পরীক্ষার তরে ॥
অন্য বিদ্যালয়ে করেন প্রেরণ।
তাহাকেই বলে যোনি ভ্রমণ ॥
প্রাথমিক পশু প্রবেশিক নর।
স্বর্গ উচ্চ শিক্ষা তিনেই প্রভু পর ॥

মানব হইয়ে করম যেমন।
উচ্চনীচ দেহ করয় ধারণ ॥
"দুর্ল্লভ মানব- জীবন" বলে।
পূর্ণ করে আশা এই ধরাতলে ॥
প্রভু-ভৃত্য সব স্বর্গে দেবতারা ।
কয়েদী নরকে দণ্ডিত যাহারা ॥
মরতে মানব একাকী স্বাধীন।
এ জীবন করে উচ্চ কিম্বা হীন ॥
এ মহা উদ্দেশ্য মানব জীবনে।
ভালমন্দ নিজ' হাতে জেন' মনে ॥
অবসর পেলে মালা জপ কর'।
ইচ্ছা বা অনিচ্ছা না কর' বিচার' ॥
হেলায় শ্রদ্ধায় হয় উপকার,
কণ্ঠস্থ করিবে "সাধক কণ্ঠহার" ॥
করম করিতে চলিতে বসিতে।
এক এক পদ থাকিবে বলিতে ॥
এমন করিলে আসে চ'খে জল।
ভক্তি অঙ্কুরিবে লালসা প্রবল ॥

বিশ্বাস-তরুতে ভক্তি-লতা দিলে।
উঠে শূন্যে শীঘ্র কৃষ্ণপদে মিলে ॥
সাধুবেশী কা'রে ঘৃণা করিও না।
কে সাধু অসাধু তাহাত জানি না ॥
শ্রদ্ধা নাহি হয় কিছু নাহি দিবে।
মনে ঘাত দিয়া কিছু না বলিবে ॥
সাপ নাহি চিনি সাপে ঘৃণা ক'রে।
জাত সাপ বিষে যেতে পার' মরে ॥
সাপুড়ে না হ'লে সব সাপ হ'তে।
দূরেতে থাকিয়া হ'বে তবে যেতে ॥
মুখেতেও গৌর বলিয়াছে যেই।
নামিয়াছে জলে মাছ ধরিবেই ॥
ভেকধারী কা'রে কুকথা বল'না।
বিচারক আছে, বিচার কর'না ॥
সাধুরূপী মাত্রে নমস্য সবার।
"তৃণাদপি" বাক্য মনে রেখ' সার ॥
কাঙ্গাল বৈষ্ণব করে নাম গান।
শুনে দেখ' তায় জুড়ায় পরাণ ॥

বৈষ্ণবাপরাধ বড়ই বিষম।
ভুলেও না হয়, কুফল ভীষণ ॥
সন্ধ্যা বন্দনায় না করিলে নাম।
শান্তি বা আনন্দ, না হয় আরাম ॥
যেমন সুন্দরী যুবতী ভূষিতা।
কুষ্ঠরোগ গ্রস্তা অস্পৃশ্যা ঘৃণিতা ॥
হরি ভকতের অসাধ্য নাই।
কিছুই কখন' বলে তা' সবাই ॥
ছোট বড় সব সাধু সেবা কর'।
বিচার বর্জ্জিত ভকতি ধর' ॥
ব্রাহ্মণ বা শূদ্র শ্রীকৃষ্ণের নাই।
সরল মিলন সবার চাই ॥
বিচার বুদ্ধিতে ধরেও ধরে না।
অন্ধেরে চাতুরী শ্রীকৃষ্ণ করে না ॥
বিচারে মুস্কিল সন্দেহ আসে।
দৃঢ় মন জোর অন্ধ এ বিশ্বাসে ॥
অন্ধ হ'য়ে ভাই কর অন্বেষণ।
সুশীতল সেই নিতাই চরণ ॥

সে শীতল স্পর্শে চক্ষু খুলে যাবে।
শ্যাম নটবরে দেখিবারে পাবে॥
দেখিবে যে তিনি তোমারই তরে।
কাতর অন্তরে তল্লাস করে॥
চক্ষু মিত্র যথা শত্রুও তেমন।
জান' না দেখায় মরীচিকা ভ্রম?
লালসাই ক্রমে নরে অন্ধ করে।
দ্রব্যপ্রাপ্তি হয় এক-চিন্তা জোরে॥
ভীষণতা দেখি পেলে কোন' ভয়।
মাতৃকোলে শিশু লয় ত আশ্রয়॥
ভয়ে ভাবনায় আমরা তেমন।
স্নেহ আনুগত্য, কৃষ্ণে দিব মন॥
ভবিষ্যৎ ভাবি কাল বর্ত্তমান।
ক'রনা বৃথায় নষ্ট, অবসান॥
ভবিষ্যৎ কায তিনিই করিবে।
বর্ত্তমানে খালি ও নাম বলিবে॥
কৃষ্ণ বলি পল- জীবন ও বড়।
কৃষ্ণ হীন লক্ষ বরষে কি ফল?

কামিনী কাঞ্চন অজেয় শত্রুরে।
জয় করা শক্ত শকতির জোরে ॥
তেজ তাহাদের হ্রাস করে আন'।
কভু করিবে না তায় পুষ্টি দান ॥
অন্য চিন্তা দিয়া বিভিন্ন করমে।
হীন শক্তি ক'রে আনিবে অধীনে ॥
হ'লে বলশালী পলান' বিধান।
তবে যদি পাও ক্রমে পরিত্রাণ ॥
ধরা কারা হ'তে কর' পলায়ন।
নির্জ্জনে করিয়া গোপনে ভজন ॥
'পালাব' 'পালাব' মুখে যে বলে।
কারাবাস আরও বাড়ে তার ভালে ॥
ঔষধেতে ব্যাধি হইলে নাশিতে।
অনুপান চাই নিয়ম পালিতে ॥
মহৌষধি নাম ভব রোগ বিষ।
গুপ্ত অনুষ্ঠানে সেব' অহর্নিশ ॥
নামৌষধে রোগ ক্রমে ক্ষয় হবে।
প্রেমানন্দে সুখে তাঁহারে দেখিবে ॥

যুগল মূরতি, সুঠাম সুন্দর,
ভকতের আশা, প্রাণমনোহর ॥
ঝলসে জগৎ সেরূপ প্রভায়।
কত দেব ঋষি চরণে লুটায় ॥
হরনাথ পদ করিয়া বন্দন,
ভক্তপদে প্রেম যাচি অনুক্ষণ,
হরনাথ গীতা ললিত আকারে,
রাম মিত্র দাস রচিল পয়ারে।

ইতি শ্রীমৎ হরনাথ গীতায় "সাধন-বোধ" নামক
ষোড়শ সর্গ।

সপ্তদশ সর্গ।

সন্ন্যাস-বোধ।

জ্ঞানী জিজ্ঞাসিলেন—

মানব জীবনে শেষ উদ্দেশ্য সংসারে
কিম্বা সন্ন্যাসেতে, দেব, বুঝান বিচারে॥

শ্রীহরনাথ কহিলেন—

জগতে দ্বিবিধ গতি, সন্ন্যাস, সংসার।
বিদ্যমান চির তরে, সংশয় কি তার?
বহু মহাজন সত্য করেন সন্ন্যাস।
জপ তপ যাগ যোগ কত কি অভ্যাস॥
বহুতর ভিত্তিভূমি শিক্ষা প্রয়োজন।
সন্ন্যাসে অনেকবিধ চাই আয়োজন॥
বিঘ্নবাধা সন্ন্যাসেতে রয় বহুতর।
পতনের ভয় তায় বড় অহরহঃ॥
সন্ন্যাস করিয়া জেন' পতন হইলে।
এ জীবনে ভগবান্ আর নাহি মিলে॥

সন্ন্যাসে বিস্তর ক্লেশ পতনের ভয়।
তা' ছাড়া সন্ন্যাস ল'য়ে গর্ব্ব মনে হয় ॥
ভাবি ছাড়িয়াছি আমি স্ত্রীপুত্র সংসার।
শ্রীকৃষ্ণ উপর দাবী অধিক আমার ॥
করিবে সংসারী মোর সেবন পূজন।
মোর নীচে রয় সদা গৃহী জনগণ ॥
দেখি না, সন্ন্যাসে আমি কি কায করি'ছি।
না পারি সহিতে শীতে আগুণ জ্বেলেছি ॥
কাম ক্রোধ লোভ হিংসা মনে আছে সব।
সহসা উচ্ছ্বাসে তার পতন সম্ভব ॥
তরুতলে করিতেছি কুটির নির্ম্মাণ।
আহার চেষ্টায় সেই আকুল পরাণ ॥
কতটুকু ভগবানে সঁপিয়াছি মন।
কতটুকু করিয়াছি আত্ম বিসর্জ্জন ॥
কিবা করেছিল বল' গৃহ সে আমার?
নাহি কি জগতে তবে গৃহীর উদ্ধার?
গৃহীর কি জীবন মিথ্যা? এই কি গো বিধি?
কৃষ্ণ কি নিজস্ব খালি সন্ন্যাসীর নিধি?

জগৎ সংগ্রাম হতে করে পলায়ন
সন্ন্যাসী কি রক্ষা পায়, যার পাপে মন ?
সন্ন্যাস নহেক খালি গৈরিক বসন।
সন্ন্যাস নহেক খালি কৌপীন ধারণ ॥
সন্ন্যাস হয় না খালি মুড়াইয়া মাথা ।
সন্ন্যাস হয় না খালি লয়ে ঝুলি কাঁথা ॥
সন্ন্যাস হয় না শুধু লেপিলে চন্দন ।
সন্ন্যাস হয় না মালা করিলে ধারণ ॥
সন্ন্যাস মনেতে জেন' বাহিরেতে নয়।
সংসারী সন্ন্যাসী-সাজে বনে বসে রয় ॥
সে যে শুধু প্রবঞ্চনা নিজেকে করিয়া,
অপরে ও প্রতারিছে সন্ন্যাসী সাজিয়া ॥
পত্নীকে না ছাড়ি তবু হয়ত সন্ন্যাস ।
মহাযোগী শিব করে গৌরী সনে বাস ॥
রাজত্ব ভুঞ্জিয়া তবু সন্ন্যাসী হইল।
জনক রাজর্ষি নাম তাহাতে পাইল ॥
বাহিরের আবরণ কভু কিছু নয় ।
অন্তর নির্ম্মল যদি একবার হয় ॥

ভবনে থাকুন তিনি অথবা কাননে।
সংসারের মাঝে জেন' সন্ন্যাসী সে জনে ॥
তবে কথা আছে—যোগ তপ আচরণ
চিত্তশুদ্ধি মানবের করে সম্পাদন।
সেই যোগ অভ্যাসেতে নির্জ্জনতা চাই।
ক্রমে সেই কার্য্যে মোরা উচ্চ জ্ঞান পাই ॥
কিন্তু এই কলিকালে জেন' স্থির মনে।
যোগ বা তপস্যা করা কঠিন ভুবনে ॥
কলিকালে নিস্তারের জন্য হরিনাম।
ভাগবত এই কথা করিছে প্রমাণ ॥
তাই নাম বিতরেন নিমাই আমার।
নিতাই দেখায়ে দেন গৃহধর্ম্ম সার ॥
কলিকালে অল্প আয়ু দুর্ব্বল মানব।
এখন কঠিন তাই যোগ যাগ তপ ॥
নাম যোগ কলিকালে, জপই তপস্যা।
পূরেছে, পূরি'ছে ই'তে ভকতের আশা ॥
তপস্যা কি যোগ ক'রে হ'লে বলবান্।
মনে হবে, তুমি প্রায় তাঁহারই সমান ॥

সমশক্তি পেয়ে তাঁর হ'বে প্রতিনিধি।
জানিবে না ভাল ক'রে তিনি কোন নিধি ॥
সারূপ্য, সালোক্য কিম্বা সাযুজ্য পাইবে।
চিনি নাহি খাবে, চিনি নিজেই হইবে ॥
হইলে একটু ত্রুটি হইবে পতন।
পুনর্ব্বার নানা যোনি কর' বিচরণ ॥
বড় পদে দায়িত্ব সে সকলই তোমার।
বেশী ঘনিষ্ঠতা নাই সহিত তাঁহার ॥
বিরল তখন দেখা কৃষ্ণের সহিত।
আপন কার্য্যেতে র'বে আপনি মোহিত ॥
কিন্তু যিনি করি সদা শুদ্ধ হরিনাম।
প্রেম রাজ্যে পশে, নিত্য-বৃন্দাবনধাম ॥
মধুর ভজন শিখি ব্রজবালা সম।
হয়ে থাকে তাঁরা তাঁর অতি নিজ জন ॥
সেবক, অথবা পুত্র, সখা, প্রিয়, আর।
হ'য়ে ভজে কালাচাঁদে যেন আপনার ॥
দিবারাতি চাঁদ-মুখ পাইছে দেখিতে।
কথা তাঁর অনুক্ষণ পাইছে শুনিতে ॥

নাহিক সম্ভ্রম, লাজ তার ব্যবহারে।
বিচরে কৃষ্ণের সাথে তাঁহারই সংসারে ॥
তপস্যাতে পেলে তাঁরে কেনা হয় ধনে।
খরিদের দ্রব্য তিনি, রয় তার মনে ॥
পুরুষ আকারে জেনে করেছি অর্জ্জন।
এই ভাব তাঁর কাছে দাবী করে মন ॥
যতক্ষণ বল তার রয় তপস্যায়।
টানে বাঁধা রন তিনি তাহার প্রভায় ॥
সদাই পালাতে যেন রয় তাঁর মন।
সামান্য বিভ্রম হ'লে করে পলায়ন ॥
যোগ তপে পুনরায় করি আকর্ষণ।
বহুকষ্টে তাঁরে পুনঃ করে আনয়ন ॥
নামের ভজন আহা কিবা চমৎকার!
না আছে সে যোগ তপ সাধনা বাহার ॥
জানে তাঁর নাম মাত্র, ডাকিছে কাতরে,
দরদর ধারা চ'খে, উচ্চে, প্রাণভরে,
"কোথায় আমার সখা প্রাণের কানাই'
দাও দেখা, প্রাণ যায়, এস, এস, ভাই।"

পরাণ আকুল প্রেমে চায় প্রাণধন,
ব্যাকুলতা ছাপাইছে সকল ভুবন,
দেহ মন আত্মা তাঁয় করি সমর্পণ।
চাহিছে প্রেমিক কিবা তাঁর দরশন॥
নিজের তাহার কিছু রহে না জগতে।
কৃষ্ণেরই জিনিষ লয়ে খেলে কৃষ্ণ সাথে॥
দীনতা কি প্রেমে তায় ঐশ্বর্য্য রহেনা।
সব ঘুচে জাগে শুধু তাঁহারই কামনা॥
সেই প্রেম ডোরে যেই বাঁধে গো তাঁহারে।
কভু কি তা ছিঁড়ি' কৃষ্ণ পলাইতে পারে ?
বিনাসূত্রে গাঁথা তার এতই ক্ষমতা।
না চহিলেও যায় নাক,' সেধে কয় কথা
তাড়ালে দ্বারেতে এসে করে অনুনয়।
মান ক'রে দেরি হলে ধরে এসে পায়॥
সংসারী সন্ন্যাসী ই'তে নাহিক বিচার।
সহজ মধুর রস সম অধিকার॥
সন্ন্যাসী কি উচ্চে রয়, সংসারী কি নীচে ?
এ বিচার করা জেন সকলই' মিছে॥

বাহ্য আবরণ ল'য়ে বিচার এ নয়।
চিত্তশুদ্ধি হ'লে তাঁরে সন্ন্যাসী কহয়॥
নামের প্রেমিক তিনি থাকুন যেথায়।
সন্ন্যাসী হইতে নীচ কভু নাহি হয়॥
বিবেক-বৈরাগ্য নরে হ'লে বলবান্।
করেছেন বহু জ্ঞানী সন্ন্যাস সন্ধান॥
বুদ্ধ, খৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য আর শুকদেব।
জগতের শিক্ষাগুরু মহাজ্ঞান-বেদ॥
তাঁহারা মানব নন হ'ন মহাগুরু।
জগত তারণ তরে পূর্ণ কল্পতরু॥
তাঁহারাও করেছেন প্রশংসা গৃহীর।
গৃহধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বলে নিষ্কাম কর্ম্মীর॥
কামনাই মূলসূত্র সন্ন্যাসে সংসারে।
সেই ত সন্ন্যাসী যিনি কাম জয় করে॥
ভঙ্গ দিয়া পলায়নে নাহি হয় জয়।
ভোগ দ্রব্য সাথে ত্যাগ ত্যাগ তারে কয়॥
এজন্য গৃহীর শিক্ষা অধিক কঠিন।
গৃহাশ্রমে জন্মে তাই নিষ্কাম প্রবীণ॥

গৃহেই সরস জেন' প্রেমরস খেলা।
সন্ন্যাস বঞ্চিত রসে, সেথা জ্ঞানলীলা ॥
অতএব, জেন' মনে সন্ন্যাস সংসার।
বিভিন্নতা নাহি কিছু একপথ সার ॥
যতদিন মায়া লয়ে খেল', সে সংসার।
আমি, তুমি, ছোট, বড়, কর্ম্ম খালি তার ॥
যখন শিখান কৃষ্ণ তাঁহারই সকল।
তাঁরই ধনে ধনী আমি তাঁরই বলে বল ॥
যা' কিছু করি'ছি সব তাঁহারই করম।
নাহি সুখ দুখ, সেই সন্ন্যাসী পরম ॥
লোকালয় কিম্বা বন কিছু ভেদ নাই।
কি কায গৈরিক বাস, কৌপীনেতে, ভাই?
না হ'লে সে জ্ঞান দেখ' সকলই লাঞ্ছনা।
একমাত্র কর' খালি সে প্রেম-সাধনা ॥
একই পথ জেন' দুই জগতের রীত'।
অজ্ঞান সংসার, জ্ঞান সন্ন্যাস বিদিত ॥
অবিদ্যার আচরণে নিম্নেতে সংসারী।
উচ্চ-শ্রেণী-বিদ্যা লভি সন্ন্যাস তাহারই ॥

কানন বা কৌপীনের নাহি প্রয়োজন।
চিত্তশুদ্ধি বিদ্যা শিখাই সন্ন্যাস গ্রহণ ॥
নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব সেবন।
তিন কায কর' নিত্য পাবে সে রতন ॥
নিরমল হ'লে প্রেমে হৃদয় আকাশ।
জ্ঞান-রবি তম নাশি হ'বে পরকাশ ॥
সে আলোক স্নেহধার উদ্ভাসি' সকল,
প্রেমপূর্ণ করে বিশ্ব, হৃদি টলমল,
মহাভাব ব্রহ্মানন্দে হইবে মিলন।
সর্ব্বস্ব বিলোপ, দিয়ে আত্ম বিসর্জ্জন ॥
আর কি সন্ন্যাস আছে সে প্রেমের পর'।
কর' খালি হরিনাম, হরিনাম কর' ॥

হরনাথ পাদপদ্ম করিয়া বন্দন,
ভকত চরণে প্রেম যাচি অনুক্ষণ,
হরনাথ গীতামৃত ললিত আকারে,
রামচন্দ্র মিত্র দাস রচিল পয়ারে।

ইতি শ্রীমৎ হরনাথ গীতায় "সন্ন্যাস-বোধ" নামক
সপ্তদশ সর্গ।

অষ্টাদশ সর্গ।

ভক্তি-বোধ।

জ্ঞানী জিজ্ঞাসিলেন—

ভক্তি-তত্ত্ব কথা বলুন আমায়।
জ্ঞান হয় যাহে আর মায়া যায়॥

শ্রীহরনাথ কহিলেন—

কারণ কারণ শ্রীকৃষ্ণ মধুর।
যেই কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর॥
ধন সঞ্চে যথা লুকায়ে কৃপণে।
নামের সংগ্রহ করহ গোপনে॥
কষ্ট ভুগে তবে কৃপণ তা' রাখে।
নাম কার্য্য তথা সংযমেতে থাকে॥
অর্থ বেশী হ'লে আর কষ্ট নাই।
সুদে কত অর্থ অনায়াসে পাই॥
হ'লে নামে ধনী হইবে প্রকাশ।
প্রথমে না হয় যেন পুঁজি ফাঁক্॥

লালসা মূল্যেতে কৃষ্ণ লাভ হয়।
যোগ তপ যাগ কিছুতেই নয়॥
ব্যাকূলতা তাঁয় লালসাকে দিয়ে।
অনুরাগ প্রেম উঠুক্ জাগিয়ে॥
নিতাই চরণ করহ শরণ।
ভাণ্ডারী নিতাই তাঁর প্রেম ধন॥
হইয়ে কাঙ্গাল লও সে আশ্রয়।
দেখিবে এ ভব কত সুখময়॥
নামের কি বল শুন ভাগবতে।
সব হ'তে পারে এই নাম হ'তে॥

"কলের্দ্দোষনিধে রাজনস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ"॥

দোষনিধি কলিকালে
এক মহা গুণ রয়।
কৃষ্ণ নাম মাত্রে বদ্ধ
মুক্ত হয়ে স্বর্গে যায়॥

হরিনাম দুর্গ আশ্রয় করি.ল।
ভয় নাই শত্রু পীড়া দিবে বলে॥

ধ্যান বা ধারণা কিম্বা উপরতি।
চাই না এ দুর্গে রথী কি সারথী॥
নিশ্চিন্তে আনন্দে কর তথা বাস।
চক্রধারী চক্র রক্ষে বার' মাস॥
দূর হ'তে দেখি চক্র মাধবের।
কাম ক্রোধ রিপু পলায় ভবের॥
ভকতের অতি এ নাম মধুর।
ভীষণ কঠিন এ নাম শত্রুর॥
জীবে দয়া, নামে রুচি, সাধু সেবা।
লভে ভক্তি ভবে করে তিন যেবা॥
জীবে দয়া কর তাঁহার বলিয়া।
তাঁর নামে রুচি আসিবে হইয়া॥
করিতে করিতে সে নাম কীর্ত্তন।
সাধু সঙ্গ শীঘ্র পাইবে তখন॥
ভক্ত সেবা, নামে থাকিলে ডুবিয়া।
প্রেম পাবে, কৃষ্ণ আসিবে ধাইয়া॥
ভক্ত সঙ্গ তাই বড় মূল্যবান্।
ভক্ত বৎসলের পাইতে সন্ধান॥

রজো তমো গুণে তপস্থা করিয়া।
সিদ্ধ হ'লে যায় প্রবৃত্তি রহিয়া॥
কুম্ভকর্ণ, কংস কিংবা দশানন'।
সিদ্ধ হ'য়ে তবু ছাড়েনিক' তম'॥
পবিত্র হইতে সত্ত্ব গুণে তাই।
শান্তি প্রেম হেতু আরাধনা চাই॥
নব অনুরাগ গোপনে রাখিবে।
যা'কে তা'কে তার কথা না বলিবে॥
একটু চাতুরী হইবে করিতে।
নহে, বহু বাধা উন্নতির পথে॥
নিষ্পাপ চাতুরী তাহে দোষ নাই।
দৃঢ় করিবার এ উপায় তাই॥
যথা মাংসত্যাগে করিবেক ভাণ।
যেন বমি আসে অরুচিতে খান॥
এরূপে প্রকৃত অরুচি হইবে।
নিজ জন কিছু বাধা নাহি দিবে॥
ভজন করিবে সংসারে থাকিয়া।
মাঝে মাঝে হেন চাতুরী করিয়া॥

আদর্শ ভজন ব্রজলীলা হেথা।
তাই তাহে লোক দেখে চতুরতা ॥
সংসার বাহিরে কোন বাধা নাই।
সেখানে না দেখি চতুরতা তাই ॥
সব চিন্তা ত্যজি প্রেমে ডুব দাও।
প্রেম হ্রদে পড়ি সুধা পিয়ে লও ॥
বিষ পানে তবে জ্বলিবে না আর।
কোটি কাম ভস্ম পরশেতে তার ॥
মোহিবে যখন মদনমোহন।
সুশীতল তথা তাহার দহন ॥
কিন্তু হতভাগা এরূপ আমরা।
পড়ি প্রেম হ্রদে মুখ বন্ধ করা ॥
না দেখি দু'চখে প্রেমানন্দ ভরা।
শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রেমময় ধরা ॥
পড়ি প্রেম হ্রদে কামে জ্বলে মরি।
ভ্রান্ত মনে বারি পান নাহি করি ॥
চারি দিকে রয় সে ফণি জাগাই।
যেই দিকে ধাই, তার জ্ঞান নাই ॥

শেষে একদিন তাহার দংশনে।
পুড়ে মরি ঘোর বিষের দহনে॥
প্রেমের মূরতি দেখে বুঝা চাই।
জটিলা কুটিলা তাহা বুঝে নাই॥
চন্দ্রাবলী ভৃপ্তা কিশোরীর মত।
হয় নাই, প্রেম পায় নাই তত॥
সাধিতে সাধিতে সাধকও কখন'
পড়ে যায়, ভুগে বিষের দহন॥
নির্জ্জনে বেড়ায়ে কর' হরি নাম।
বনে, নদীতীরে, মাঠে, জপ' নাম॥
উচ্চরবে নামে প্রেমে পূর্ণ হয়
শরীর, প্রেমাশ্রু দুনয়নে বয়॥
হরি গুণ গান মধুর নির্জ্জনে।
গুন গুন রবে গাও মনে মনে॥
তান লয় যুত তানসেন-গান।
হয় না মধুর যথা হরি নাম॥
ভালবাস' কৃষ্ণে প্রতারণা নাই।
চিরস্থির প্রেম কৃষ্ণেতেই পাই॥

হ'বে না কাঁদিতে, কাঁদিলে তুষিবে।
আনন্দে হাসান, হারালে খুঁজিবে ॥
তিনি পতি মোর তিনি পিতামাতা।
তিনি বন্ধু সখা তিনি ভগ্নী ভ্রাতা ॥
জগতের স্বামী সকলের ভর্ত্তা।
স্রষ্টা তোষ্টা আর পালনের কর্ত্তা ॥
কাতরতা খালি কর নাম তরে।
ভাল মন্দ অন্য ভেব' না অন্তরে ॥
সব জীবে দয়া অভাব মোচন।
আতুরের দুখ কর' নিবারণ ॥
এরা হয় হরি- প্রেম-সহচর'।
প্রেম শিক্ষা তরে সদা যত্ন কর' ॥
যতক্ষণ ঘরে নাহি আসে বর।
বর-যাত্রী সেবা কর' নিরন্তর ॥
বরের কুকুর বিড়াল পর্য্যন্ত।
আদর করিবে সকলে অত্যন্ত ॥
বিবাহ হইলে পাইলে বর।
কর' বা না কর' তাহার পর ॥

বর-বাপমার সহিত তথাপি।
বিরোধ অশ্রদ্ধা কর' না কদাপি॥
প্রেমের মা বাপ এই হরিনাম।
নাহি ছাড়', পাবে প্রেমের সন্ধান॥
সকলই ছাড়', নামটী ভুল' না।
নাম বই কি আর উপায় বল' না?
মার্বেল নির্ম্মিত শুভ্র মলাগারে।
মুখে বস্ত্র দিয়ে যায় তবু নরে॥
কিন্তু গুল্ম পূর্ণ জীর্ণ দেবঘরে।
নত করি শির ধন্য মনে করে॥
কৃষ্ণ-প্রেম-হ্রদে লইলে আশ্রয়।
দেবালয় তুল্য এই দেহ হয়॥
প্রেমহীন দেহ যতই সুন্দর,
নরকের তুল্য সমল অন্তর॥
ভালবাস' যদি কৃষ্ণেরে আমার।
ভালবাস' তবে সব দ্রব্য তাঁর॥
কৃষ্ণের জগতে বাসিলে ভাল।
শ্রীকৃষ্ণেই ভাল- বাসা সে হ'ল॥

কৃষ্ণনাম জেন' তব গুপ্ত ধন।
শয়নে স্বপনে চিন্ত অনুক্ষণ॥
লোকে দেখাইলে চুরি যেতে পারে।
গোপনে রাখিবে, দেখিবে তাহারে॥
মহাধনী হ'লে, নাম-ধনাগার
উন্মুক্ত রেখেও ভয় নাহি আর॥
সংসারের কাযে থাকিয়াও নাম,
পতিকথা যথা, ভাব' অবিরাম॥
বড় মজা, সুখ, ভুলিতে পারিলে।
কষ্ট অপমান থাকে না ভুলিলে॥
'মরিলেই বাঁচি' এর অর্থ এই।
সব দুখ ভুলে যাই, মরিলেই॥
তাই ভোলানাথ শিব মহাদেব।
মজাতে কাটান হ'তে সর্ব্ব দেব॥
বহুদুখ দূর হয় এ সংসারে।
পারিলে ভুলিতে মান একেবারে॥
ভুলিবে যতেক সংসার কামনা।
নামগান কিন্তু কভু ভুলিবে না॥

অপরে তোমায় করে কষ্ট দান।
তখনই তাহা ভুলাই বিধান॥
কিন্তু পরে তুমি কষ্ট দাও যদি।
মনে সেই কথা রেখ' নিরবধি॥
এই দুই কায করে সবে বশ।
ভুল' না কখন' এ নীতি সরস॥
কৃষ্ণ একদিন রাধাকে যখন
ত্যাগ করে যান, শ্রীমতী তখন
বলিলেন, "সখি, কৃষ্ণ দুষ্ট বড়,
কহিব না কথা, দেখিব না কাল',
বড় প্রতারক শুনিব না আর
তার কথা, মুখ' দেখিব না তার॥"
পরদিন যবে কুঞ্জে আসে হরি,
প্রবেশিতে চায়, কি মিনতি করি,
সখিগণ কাছে; তাহারা যখন
দেয় না ঢুকিতে, কিশোরা তখন
বলেন, "গো সখি! ও কি করিতেছ?
প্রাণেশে আসিতে কেন না দিতেছ?"

সখি বলে, "দুষ্ট সেই ত কানাই
কাল কত কষ্ট দিয়েছিল, তাই ॥"
শ্রীমতী কাঁদিয়া বলেন তখন,
"না, না, সখি, নন উনি ত অমন,
কই মনে নাই, আমিই দিয়েছি
কষ্ট কত ওঁকে, অগ্রাহ্য করেছি,
আমারেই ধিক্ ! প্রাণ প্রিয়ধন
কষ্ট কারে উনি দেন না কখন ॥"
পরাঠাকুরাণী প্যারী এ ধরার।
অধররে ধরে এই গুণে তাঁর ॥
হরনাথ পদ করিয়া বন্দন,
ভক্ত পদে প্রেম যাচি অনুক্ষণ,
হরনাথ গীতা ললিত আকারে,
রাম মিত্র দাস রচিল পয়ারে।

ইতি শ্রীমৎ হরনাথ গীতায় "ভক্তি-বোধ"
নামক অষ্টাদশ সর্গ।

ঊনবিংশ সর্গ।

প্রকৃতি-পুরুষ-বোধ।

জিজ্ঞাসু জিজ্ঞাসিলেন—

প্রকৃতি পুরুষ এই জগত-স্বরূপে।
কহ, দেব, ভগবন্! বুঝিব কিরূপে॥

শ্রীহরনাথ কহিলেন—

প্রকৃতির খেলা দেখি মোহিত জগত।
কে বুঝে সে খেলা তাহা অতীব মহৎ॥
প্রকৃতিই ধন্য আর ধন্য গুরু তাঁর।
কখন বা শিষ্য হন, শ্রীকৃষ্ণ আমার॥
উজান ও নিম্নস্রোতা যমুনা প্রকৃতি।
প্রকৃতির দয়া হ'তে জগতের গতি॥
অধোগতি জগতেও লীলা প্রকৃতির।
কে বুঝে সে লীলা খেলা এই ধরিত্রীর॥
জীব রাজ্যে প্রকৃতিই দণ্ডদাতা রাজা।
জনমিছে, পালিতেছে, আর দেন সাজা॥

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-শক্তিধারিনী ইঁহারা।
জাল বন্ধ জাল মুক্ত করিতেও তাঁরা ॥
ইচ্ছাময়ী দয়াময়ী পিশাচী রাক্ষসী।
পদ্মালয়া লক্ষ্মী, কালী করে মুণ্ড অসি ॥
রাজ-রাজেশ্বরী দুর্গা তিনিই বগলা।
পালিনী দলনী কিবা প্রকৃতির খেলা ॥
প্রেমময়ী দয়াময়ী প্রকৃতি মূরতি।
সদা হেরিবার যেন থাকে এ শকতি ॥
ঘরে বাহিরেতে স্বর্গে নরকে গোলকে।
বৃন্দাবনে রাই রাজা প্রকৃতি ভূলোকে ॥
গৃহ ছাড়ি' শ্মশানেও প্রকৃতি সহিতে।
অন্যের কি কথা, শিবে হ'তেছে সহিতে ॥
চরাচর মাঝে তাঁরা সম্রাট একক।
কৃষ্ণ ছাড়া সকলেই তাঁদের খাতক ॥
যে শক্তি সমস্ত ক্ষিতি গ্রাস করিয়াছে।
সামান্য অবলা সে'টি কে'বা বলিয়াছে ?
হাবু ডুবু খাই, দেখে খুসী বড় তাঁরা।
শক্ত করে বাঁধিবারে ঢিল দেন যাঁরা ॥

নিত্য নব ছাঁদে বাঁধে, কি ছুঁচা আমরা।
গলা বাড়াইয়া দিয়ে, জড় হই মোরা॥
দয়াময়ী ও নিষ্ঠুরা তাঁহারা উভয়।
তাঁহাদের দয়াতেই জীব জন্ম হয়॥
আমরা নিজের বল অধিক ভাবিয়া,
ছোট' ক'রে তার সাথে খেলিতে যাইয়া,
পরাজিত বদ্ধ নাক-ফোঁড়া যণ্ড হ'য়ে,
মরি মার খেয়ে আর সদা ভার ব'য়ে॥
না শিখিয়া বর্ণমালা চাকুরিতে আশ।
লাথি ঝাঁটা খাই খালি হ'য়ে কেনা দাস॥
কিন্তু এক মজা আর' ঘৃণা নাহি রয়।
যত লাথি খাই আর' খেতে ইচ্ছা হয়॥
এই-ই শক্তির মোহ, মায়া আবরণ।
দেয় না করিতে হায় কৃষ্ণ দরশন॥
শাঁখের করাত ইহা, দুই কুল ভাঙ্গে,
খুসী কিম্বা রাগে দু'য়ে বিপদই আনে॥
রসিক মাঝের পথ ধরে লয় বুঝি।
জোর', খোসামোদ, নয়, চলে মাঝামাঝি॥

তাই কবি গায়—

"কলঙ্ক সায়রে সিনান করিবি,
নাভিজাবি মাথারই কেশ ॥"

আবার নীলকণ্ঠ—

"একবার ঠুলি খুলে দে,মা ব্রহ্মময়ি।
তোর কৃপায় পার হই এ ভব সাগরে ॥"

মহাশক্তি প্রকৃতির এক ছাঁচে গড়া।
জগতে সর্ব্বত্রে জীবে নারীরূপ যারা ॥
আকৃতি প্রভেদ কিন্তু এক সব নারী।
যে ভাবে বুঝিতে চাও, অর্থ ইহা তারই ॥
মেষ শৃঙ্গ বাঁকা দু'টী কার্য্য এক তার।
যুদ্ধকালে এক কার্য্য যত ললনার ॥
শাস্ত্রেতে লিখেছে ব্যাস, ব্যাসকাশী করি',
গঙ্গাকে তুষিয়া তপে বলে পদ ধরি'
"এ মোর নূতন কাশী, কর, প্রদক্ষিণ।"
গঙ্গা তায় উত্তরেন বড়ই কঠিন—
"পার্ব্বতীর সনে বাদ করি কাশী ত্যজি'
নব-কাশী সৃজিয়াছ, ব্যাস! রোষে মজি';

জান না পার্ব্বতী, আমি, অভেদ নিয়ত ;
স্ত্রী মূর্ত্তি একই সর্ব্ব যোনিতে সতত।”
স্ত্রী-মূর্ত্তি প্রলয়ঙ্করী শুভঙ্করীও হয় সে।
নরক বা মুক্তি দিবে যা’ চাহিবে যে ॥
যে স্তনের ক্ষীর ধারা জগত জীবন।
সেই স্তনই পাপ পথে করে আকর্ষণ ॥
যে বিষে মানুষ মরে সেই বিষে বাঁচে।
এই দুই গুণাগুণ আছে জেন’ সাপে ॥
মুগ্ধ রূপে যার, সেও চৈতন্য দিয়াছে।
বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের উপাখ্যানে আছে ॥
একাধারে বিষ সুধা একেই উদ্ভব।
নাশিনী তোষিণীরূপে উভয়ই সম্ভব ॥
কালীর করাল রূপ দেখে পায় ভয়।
প্রেমময়ী রাধারূপ কি মধুর হয় !
দূরে থাকি’ দেখ’ নারী বড়ই সুন্দর।
নিকটেতে গেলে হ’বে দগ্ধ প্রাণ জড় ॥
স্ত্রী কন্যা রমণী মাত্রে অনাদর নয়।
দুর্ভেদ্য রহস্য হয় রমণী নিচয় ॥

সর্প ব্যাঘ্র সনে খেল’ চক্ষু মিলাইয়া।
নহিলে দংশন, সদা সতর্ক থাকিয়া ॥
“ক্ষুর ধারে বাস” এই রমণীর সাথে।
সকলই সম্ভব অসীম সে ক্ষমতাতে ॥
কখন’ মুখেতে কালী মোদের বানর
সাজায়ে খেলেন হাসি,’ মোরা থরথর ॥
ভাঁড় না সাজিলে পুনঃ বিপদ বিষম।
হাসালে হাসি ও নাচি নাচায় যেমন ॥
যাওয়া আসা কুলুপের কাটি তাঁর হাতে।
অহঙ্কার গরব বা তাঁদের তাহাতে ॥
কৃষ্ণ খেলা উপাদান হয়েন প্রকৃতি।
তাঁহাদের সাথে তাঁর মিলে ভাল মতি ॥
প্রকৃতি নিকটে কৃষ্ণ জব্দ হয়ে রন।
ছাড়িলে নিষ্ক্রিয় গুণহীন ব্রহ্ম হন ॥
নিরাকার নির্গুণ সে থাকা কিম্বা যাওয়া।
উভয়ই সমান কিছু নাহি যায় পাওয়া ॥
প্রকৃতি আদরে কৃষ্ণ কৃপা মোরা পাই।
প্রকৃতি বিরুদ্ধে থাকি জয় লাভ নাই ॥

এ প্রকৃতি ছাড়ি,' দেখ বৃন্দাবনবাসী
মহাপ্রকৃতিদের তথা কিবা শক্তি রাশি ॥
কৃষ্ণ।ইচ্ছা শক্তি কিংবা কৃষ্ণকে লইয়া।
পলকে পলকে বেড়াইছে ঘুরাইয়া ॥
প্রকৃতি সকলে তাই করিবে আদর।
কি জানি অজানা জলে কে আছে মকর ?
কি জানি কোথায় কোন' বাঘেরে জাগাব ?
বিপদে পড়িয়া শেষে পরাণান্ত হব ?
এ প্রকৃতি সমুদ্রের রহস্য জানি না।
দূর হ'তে নমস্কার, নিকটে যাব' না ॥
না জানি' কতেক নর আলোড়িত ক'রে।
সুধাকর লাভ স্থলে বিষে দহে জ্বরে ॥
মাতা, পত্নী, ভগ্নী, কন্যা, স্ত্রীরূপ সকল।
কৃষ্ণ-প্রেমদাত্রী, নহে সামান্য সরল ॥
চতুরতা কর' নাক' প্রেমময়ী সনে।
রাধাকুণ্ড স্থলে নরকেতে যাবে ভ্রমে ॥
যে রাজ্যের পথ তুমি কিছুই জাননা।
পথ দর্শকের সনে চাতুরী সাজে না ॥

যে সমুদ্র সুধাকর সুধাঘট স্থান।
প্রলয়ের মহাবিষ' সেই করে দান॥
সুরসিক নারায়ণ সুধা লক্ষ্মী লভে।
বেবুঝ শিবের ভাগ্যে বিষ লাভ হবে॥
হাসি কান্না তুফানেতে রসিকই কেবল।
পাড়ি দিতে পারে, আর অন্যে হতবল॥
খুব জেনে শুনে তবে করিবে পয়ান।
লাভ, ভয়, আছে যবে, ত্যাগই বিধান॥
নাবিকের খোসামোদ করিয়া যাইবে
নাগরের দেশে, নয় ডুবিয়া মরিবে॥
জগতে যা' কিছু আছে প্রকৃতি সকল।
প্রসবিছে পালিতেছে আধারের স্থল॥
পুরুষ বলিছে যারা তারাও প্রকৃতি।
স্বর্ণ রৌপ্য হীরা মণি মাটি নহে কি?
নর, নারী, গাছ, কীট, বিড়াল, কুকুর,
সব একমাত্র মহাপ্রকৃতি মধুর॥
চৈতন্য পুরুষ একা কৃষ্ণ এ জগতে।
খেলে মহারাস মহাপ্রকৃতির সাথে॥

সেই মহারাস খেলা অনাদি অনন্ত।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব' তাহা বুঝিবারে ভ্রান্ত ॥
কৃষ্ণ ও মহাপ্রকৃতি রাধা মাত্র ইহা জানে।
মহারাস খেলা, অন্যে অজ্ঞান এখানে ॥
এ প্রকৃতি বক্ষে সবে পতিত চঞ্চল।
কার সাধ্য রহে স্থির না হ'য়ে বিকল ॥
শ্রীচৈতন্যে বলে তাই রামানন্দ ধীর,
"কে তোমার মায়ানাটে হইবেক স্থির।"
প্রকৃতির তোষামোদ তাহার নেতার,
শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ভিক্ষা জগৎ পিতার,
করি হও অগ্রসর সমুদ্র ভিতর।
নিশ্চল রবে না হেথা জেন' স্থিরতর ॥
ঘৃতযুক্ত তুলা অঙ্গে অনল মাঝারে,
কে বল' নির্ব্বিঘ্নে সুস্থ থাকিবারে পারে ?
অনল লইয়া তবু হ'তেছে খেলিতে।
দহন হইতে দেহ হ'বে বাঁচাইতে ॥
অনল না হ'লে দেহে নাহি রয় প্রাণ।
তাপ, আলো, শক্তি, জীবে ইহা করে দান ॥

প্রকৃতি অনল সম পুরুষ মাঝারে।
তাপ, আলো, শক্তি, একাধারে দান করে॥
হরনাথ পাদপদ্ম করিয়া বন্দন,
ভকত চরণে প্রেম যাচি অনুক্ষণ,
হরনাথ গীতামৃত ললিত আকারে,
রাম চন্দ্র মিত্র দাস রচিল পয়ারে॥

ইতি শ্রীমৎ হরনাথ গীতায় "প্রকৃতি-পুরুষ-বোধ"
নামক ঊনবিংশ সর্গ।

বিংশ সর্গ।

মহাপ্রকৃতি-বোধ।

জ্ঞানী জিজ্ঞাসিলেন—

উচ্চ আর' কহ' মহাপ্রকৃতির খেলা।
যে খেলা খেলিছে নিত্য-রাসে ব্রজবালা॥

শ্রীহরনাথ কহিলেন—

চিদানন্দ নিত্যানন্দ চৈতন্য যখন
প্রকৃতি সমুদ্রে পড়ি নাহি স্থির রন ;
তখন আমরা হেয় জীব কোন ছার্।
ভক্তি ভয়ে দেখি যেন সব মুর্ত্তি তাঁর॥
তাঁর কৃপাবলে পাব পুরুষ উত্তমে।
ভুল' না, তাদের যেন সামান্য স্ত্রী-জ্ঞানে॥

"কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥"
কৃষ্ণও সংসারকামে অবদ্ধ শৃঙ্খলা।
রাধাকে হৃদয়ে ধরে ত্যজে ব্রজবালা॥

"পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোঽপি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌"।
পুরুষ' প্রকৃতিযোগে প্রকৃতির কায।
সত্ত্ব-রজ-তম-ময় ভোগে দেহ মাঝ॥

শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ হন প্রকৃতি ভাবিয়া।
"রাধা" "রাধা" বলে গৌর বেড়ান কাঁদিয়া॥
কাঁদাইতে হাসাইতে জানে তাঁহারাই।
না জানি কি আছে, গৌরাঙ্গও কাঁদে তাই॥
কার তরে কাঁদে কেন সন্ধান কে জানে?
সকলে চাহিয়া আছে প্রকৃতির পানে॥
কাতর নয়নে চাও প্রকৃতি হৃদয়
দ্রব' হ'য়ে যাক্, তাহা নম্র অতিশয়।
শান্তিময় কোলে ল'বে দুখ করি দূর।
প্রেমের আধার পুনঃ জননী স্বরূপ॥
প্রকৃতিই এ জগতে আধার আশ্রয়।
না থাকিলে এ সুন্দর সৃষ্টি লুপ্ত হয়॥
কালী, তারা, দুর্গা, সীতা, সাবিত্রী, রাধিকা।
প্রভু প্রকৃতিই হন সর্ব্বরূপে একা॥

কৃষ্ণ শ্যাম রাইরূপে গৌরাঙ্গ হ'য়েছে।
রাধাকুণ্ডে করি স্নান ও রূপ পেয়েছে॥
রামচন্দ্র সীতারূপে নব-দুর্ব্বাদল।
যত রূপ প্রকৃতিরই জগতে সকল॥
প্রকৃতিই রূপ আলো দিয়ে সাজাইছে।
লোহিত, হরিত, শ্যাম, তাহে দেখাইছে॥
নিত্য নব সাজে নিজে সজ্জিত হইয়া।
চিনিবে কি? তাহা সবে অবাক্ দেখিয়া॥
তিনিই তাঁহার তত্ত্ব পারেন বলিতে।
স্বামীরই নাহিক সাধ্য সে তত্ত্ব জানিতে॥
রাস মণ্ডপের দ্বারী প্রকৃতি কেবল।
তথাকার অধিকারী তাঁহারা সকল॥
ধন্য বাজী শিখেছিল! শ্রেষ্ঠ বাজীকরে
কিবা শিক্ষা গুণে সেথা বিমোহিত করে॥
গোলকের ধনে তাঁরা আনেন মরতে।
বিপদে ফেলেন পুনঃ রক্ষে ভয় হ'তে॥
ছাড়' পথ, হে প্রকৃতি! ভয় না দেখাও।
মুখ খুলি তোমাদের স্বরূপেতে চাও॥

খোল্ লোভে ঘানি টানে বলদ যেমন।
ওই আশা ধ'রে ঘুরি আমরা তেমন॥
খাটিব আমরা সুখে তোমারে দেখিয়া।
বিনা বাক্যে বেতনেতে প্রভুকে চিনিয়া॥
দেখ' অগ্নি উপকার করে কত মত।
শিশুগণ অগ্নি তাপে পুষ্ট হয় যত॥
দূরে রাখি তাপ ল'য়ে শীত উপশম।
ঘৃত মধু দিয়া করি হোম মনোরম॥
খাদ্য সিদ্ধ করিবার অনলই উপায়।
হেন অগ্নি হ'তে ধ্বংস, বিরোধেতে তায়॥
অজ্ঞানেতে হস্ত দিলে দগ্ধ ক'রে দেয়।
বিভীষিকা মূর্ত্তি ধরে গৃহাদি জ্বালায়॥
সেই অগ্নি সম শক্তি প্রকৃতি নিচয়ে।
কৃষ্ণ নিজে শিখাইছে পরাজিত হ'য়ে॥
"আপনি আচরি ধর্ম্ম জগতে শিখান।"
তুলসীর ছোট বড় সকলই সমান॥
সংসারে আনন্দ ধারা আসে সেথা হ'তে।
তাহাদের শক্তি গেলে ধ্বংস পলকেতে॥

পুরুষের গুণ দেখ' কেবল উগ্রতা।
প্রকৃতি সমতা করে দিয়া কোমলতা ॥
পুরুষ সদাই অন্ধ বেড়ায় ঘুরিয়া।
ওরা নিত্যধামে লয় পথ দেখাইয়া ॥
কঠিন অন্তর কিসে সরল হইবে?
যদি গো প্রকৃতি! তুমি কৃপা না করিবে?
চৈতন্যরূপিণী তুমি কর' সংজ্ঞা দান।
তোমা ছাড়া শুষ্ক মৃত প্রায় হয় প্রাণ ॥
তব তরে গৌরাঙ্গের কেঁদে দিন গেল।
হেন তোমাদের শক্তি, কৃষ্ণও কাঁদিল ॥
শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন ডাকে কখন' কখন'
আসে নাই, আসে ডাকে দ্রৌপদী যখন ॥
সখাদের ডাক হ'তে সখীদের কথা
শুনে কৃষ্ণ, করে নাই কখন অন্যথা ॥
নিজ ইচ্ছা না থাকিলেও সখীদের তরে।
কৃষ্ণ কতবার হেরি কৃপাদান করে ॥
যুগে যুগে হেরি কৃষ্ণ প্রকৃতির বশ।
এত বেশী, প্রকৃতি গো, তব মান যশ ॥

নগণ্যাও পুরস্ত্রী হৃদয় মাঝারে
সজীব প্রেমিক মূর্ত্তি অধরেরে ধরে ॥
দ্রৌপদী যেমন প্রিয়, নহে পঞ্চ ভাই।
বলেছেন শ্রীমতীরে এই কথা তাই ;—

"ব্রজবাসী যত জন,
মাতাপিতা বন্ধুগণ,
সবে মোর হয় প্রাণ সম'।
তার মধ্যে গোপীগণ
সাক্ষাৎ মোর জীবন,
তুমি মোর জীবনের জীবন' ॥"

প্রকৃতি সহজ শুদ্ধ সদাই স্বাধীন।
তাঁর সৃষ্ট বিধি, নন বিধির অধীন ॥
প্রকৃতি, শরণ তব লয়েছি এখন।
করহ করুণা, করি সার্থক জীবন ॥
উন্মত্ত হইয়া যেন পুড়িয়া না মরি।
শান্তি সুখে নিদ্রা যাই তব রূপ হেরি ॥
বহু জন্ম গেছে বৃথা, দাও গো সুফল।
ভুলায়ে এজন্মে আর কর' না বিফল ॥

তব প্রেমময় কোলে কর' নিদ্রাগত।
শান্তিময় স্বপ্নহীন নির্ভয়ে সতত॥
চাঁদ চাহিতেছি, নাহি আয়না দেখাও।
চাঁদ দাও, ক্ষীর দাও, মাড় নাহি দাও॥
কৃষ্ণ তোমাদের জানি দেখাও তাঁহায়।
তোমরা না দেখাইলে দেখা নাহি যায়॥
ব্রজ পদ্ধতির শিক্ষা বৃন্দাবন রীতি।
শিক্ষক সবার এতে তোমরা প্রকৃতি॥
অনেক তপস্যা করি ভক্ত চণ্ডীদাস।
গেয়েছেন হেন কবিরাজ কৃষ্ণদাস॥

অথ চণ্ডীদাস—

"বাশুলি আদেশে,
কহে চণ্ডীদাসে,
শুন রজকিনী রাই,
রজকিনী প্রেম,
যেন জাম্বুনদ হেম,
যেই প্রেমে কাম গন্ধ নাই।"

অথ কৃষ্ণদাস কবিরাজ—

"ব্রজদেবীর কোন ভাব লয়ে যেবা ভজে।
ভাব যোগ্য দেহ পাই কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥"

ভাব যোগ্য দেহ সেই দেহ তোমাদের।
ললিতা কি বৃন্দা কিম্বা শ্রীমতী ভাবের॥
তোমরাই লীলা আর লীলার পোষক।
ব্যাধি ও ঔষধ যাহা ব্যাধি করে বশ॥
রাধা কৃষ্ণে প্রেমজ্বর করিয়া সৃজন।
ছিদ্র কুম্ভে আনি বারি করে নিবারণ
কৃষ্ণপ্রেম দোকানেতে তোমরা পসারী।
বিনামূল্যে তারে বেচ' দয়া হয় যারেই॥
অপরে অনন্ত রত্ন দিয়েও পায় না।
প্রকৃতি এ অপরূপ তব বিবেচনা॥
প্রকৃতি চিনিতে চাই করি এ কামনা।
যেন নাহি দেখি কভু করালবদনা॥
নন্দন কানন কিম্বা সমুদ্রে তুফান।
তোমাদের তরে কিছু করি নাক' জ্ঞান॥

জগতের মূল আদি তোমরা সকল'।
ও আনন্দময়ী মূর্ত্তি স্বর্গে কোথা বল' ?

প্রকৃতির প্রাণ কৃষ্ণ বলেন সতত ;—
"জগতের নারী যত
তাহে মোর মন রত।"

কৃষ্ণ প্রেম রাজ্যে রাজা রাধা বিনোদিনী।
ললিতা বিশাখা বৃন্দা রাসবিহারিণী ॥
চূড়া বাঁশী কেড়ে নিতে প্রহরী সাজা'তে,
কাঁধে চাপাইতে কভু পায়ে ধরাইতে,
কুঞ্জলীলা জলকেলি গোঠে বা পুলিনে।
কোন্ লীলা আছে বল তোমার বিহনে ॥
মহা মহাযোগী যাঁরে ধ্যানে নাহি পায়।
অনায়াসে উদুখলে বেঁধেছিলে তাঁয় ॥
শক্তিমতী তোমাদের তরঙ্গে আমরা।
তৃণখণ্ডবৎ যেন নাহি যাই মারা ॥
কৃষ্ণ গুরু করেছেন তোমারে প্রকৃতি।
আমারে লইবে তুমি কি মোর সুকৃতি ?

বৃন্দা আসিছেন হেরি' বলেন শ্রীমতী,
"কোথা হ'তে আসিতেছ, ওহে বৃন্দাদূতি?"
বৃন্দা কন, "প্রাণ সখি, আসিতেছি আমি
যেথা রন প্রাণ শ্যাম রস-চূড়ামণি ॥"
"কোথা তিনি ? কি করেন ?" জিজ্ঞাসেন রাই।
বৃন্দা বলে, "কুঞ্জে নৃত্য শিখেন কানাই।"
"কি আশ্চর্য্য, বৃন্দে ! আমি রহেছি হেথায়
গুরু কোথা পাইলেন কানাই সেথায় ?"
বৃন্দা কন "শুন, রাণি ! প্রতি পত্র লতা
তব রূপ ধরি নৃত্য শিখাইছে তথা।
নটরাজ তাহাদের পশ্চাতে দৌড়িয়া
বেড়াইছে সেথা নৃত্য শিখিয়া শিখিয়া ॥"
গুরুরূপী প্রকৃতিরে নমি বার বার।
অপূর্ণ প্রার্থনা যেন থাকে না আমার ॥
প্রকৃতি জগত-গুরু, পুরুষ-উত্তমে।
প্রকৃতিই দেখা'তে পারে বিমল ধরমে ॥
এই দেখ, লতা, পাতা, ভূধর, সলিল।
বারিধি, গগণতল, অনল, অনিল ॥

প্রকৃতি খেলায় সবে, প্রকৃতির গুরু।
নির্গুণ বসিয়া রন নির্ব্বিকল্প তরু ॥
বুঝ', ধর', প্রকৃতিরে, মিল' তাঁর সাথ।
তবে না মিলিবে মহা-প্রকৃতির নাথ !

হরনাথ পাদপদ্ম করিয়া বন্দন,
ভকত চরণে প্রেম যাচি অনুক্ষণ,
হরনাথ গীতামৃত ললিত আকারে
রাম চন্দ্র মিত্র দাস রচিল পয়ারে।

ইতি শ্রীমৎ হরনাথ গীতায় "মহাপ্রকৃতি-বোধ" নামক
বিংশ সর্গ।

একবিংশ সর্গ।

প্রেম-বোধ।

জ্ঞানী জিজ্ঞাসিলেন—

ভালবাসা হ'তে প্রেম কিসে লাভ হয় ?
রসিক-প্রেমিক-জন-লক্ষণ কি কয় ?
কহ, দেব ! কিছু প্রেমের সাধনা।
নাম-যজ্ঞাহুতি মধুর ভজনা ॥

শ্রীহরনাথ কহিলেন—

ভালবাসা আর প্রেম এক দ্রব্য জেন'।
স্থূল ভালবাসা কাম, উচ্চে রয় প্রেম' ॥
প্রেমের তুলনা প্রেম বুঝান' না যায়।
সুধা যথা বুঝে যেই আস্বাদন পায় ॥
সুধা কত মিষ্ট ! কিবা প্রেমের আস্বাদ ?
সুধা তার কাছে যেন সলিল বিস্বাদ ॥
প্রেমের তুলনা কোথা ? কৃষ্ণ প্রেমময়
প্রেমিকের পাশে এসে সদা বাঁধা রয় ॥

প্রেম আস্বাদন তরে জগতের প্রাণ।
গৌররূপে দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়ান॥
হরিও পাগল হন হেন শক্তি ধরে।
শাস্ত্রকার বলে তাই প্রেমের বিচারে—
"প্রেম কৃষ্ণকে নাচায়,
আর ভক্তেরে নাচায়,
আপনি নাচয়ে, তিন নাচে এক ঠাঁই।"
সমুদ্র মন্থনে উহা সুধার কলস।
হরিনাম মন্থনেতে উঠে প্রেমরস॥
মন্থন করিতে থাক' নামের সাগর।
এই প্রেম মহারত্ন পাইবে বিস্তর॥

অথ ভাগবতে—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"
হরিনাম হরিনাম হরিনামই সার।
কলিকালে নাই, নাই, গতি নাই, আর॥
সকলেরে ভালবাস,' সুপ্রশস্ত কর'
ভালবাসা রাজ্য, প্রাণে বিশ্বপ্রেম ধর'॥

যতই বিস্তৃত হ'বে ভালবাসা তব।
প্রেম ফল তত বেশি ফলে নব নব ॥
ভালবাসা-রাজ্যে রাজ-চক্রবর্ত্তী হও।
জাতি নির্ব্বিশেষে সবে ভালবাসা দাও ॥
এ রাজ্যে সতত জেন' সম অধিকার।
হিন্দু কি খৃষ্টান, মুসলমান, সবাকার॥
নিজেকে না ভুলি কভু এই ভালবাসা।
প্রকৃত পাইতে প্রাণে না করিও আশা ॥
মাতা যথা সুতে হেরি ভুলেন সকল।
স্নেহ মাত্র প্রাণে তাঁর থাকয় কেবল ॥
নিজেকে উৎসর্গ করি না দিয়া কখন'।
বুঝিবে না কি মধুর এই আস্বাদন' ॥
আত্মসুখ বলি দাও পর সুখ তরে।
প্রকৃত পাইতে প্রেম বিস্মর' আত্মারে ॥
শিক্ষা কর ভালবাসা জীবজন্তু সবে।
সুরূপ কুরূপ সব নারী-নরে ভবে ॥
আত্ম সুখ গন্ধ মাত্র করি বিসর্জ্জন।
সর্ব্বস্ব বিকায়ে কর তাহারই সেবন ॥

সে সেবনে জাগে প্রেম সরল হৃদয়।
অশান্তির এ সংসার ব্রজধাম হয়॥
প্রেমময়ী ব্রজধামে রক্ষক নিয়ত।
রাজা প্রজা সবই তারা পূজক ভকত॥
না থাকিলে প্রেম প্রাণে পূর্ণ ষোল আনা।
সে রাজ্যে ঢুকিতে কিম্বা থাকিতে দেয় না॥
সঞ্চয় করহ প্রেম যাহা দিয়া পার'।
লালসা মূল্যেতে সদা ক্রয় তাহা কর'॥
প্রতিদিন বেশী বেশী বাড়াও লালসা।
প্রাণভরা প্রেম লাভ কর মনে আশা॥
যাগ যজ্ঞ প্রাণায়াম এখানে চলে না।
তপস্যা সাধনা যোগ চখেও দেখে না॥
সহজ জিনিষ হেথা মিশাল রহে না।
হেথায় আদর নাই ধ্যান কি ধারণা॥
নিজেকে "সহজ" কর', তর্ক বা বিচার
পশিলে এ রাজ্যে লুপ্ত মধুরতা তার।
প্রেমময় বৃন্দাবন সতন্ত্র সে রাজ।
চিন্তা লালসাতে খালি স্ফূর্ত্তি তার কায॥

নিয়ম সতন্ত্র হেথা ঋদ্ধি সিদ্ধি কিবা ?
দেখে না, মানে না তায় দেখায় তা' যেবা ॥
অপদর্শী কেহ কেহ মাথুর লভয়।
ব্রজলীলা পরে হেরে ঐশ্বর্য্য নিচয় ॥
কিন্তু যাঁরা পূর্ণানন্দী হেরে ব্রজলীলা।
চিরস্থায়ী, জানে নাক' মাথুরের খেলা ॥
মহারাস প্রেমে গলি তন্ময় হইয়া।
গলে যথা রাধারাণী আপন ভুলিয়া ॥
প্রেম সঙ্গে প্রেম লীলা নিজে প্রেম হ'য়ে।
দাসী হ'য়ে সেবে কৃষ্ণ, নিজে ভুলে রয়ে ॥
প্রেম খাওয়া প্রেম পরা প্রেমের ভূষণ
পরে তথা, অন্য কিছু কি আছে রতন ?
সে' রাজ্যে সকলই দেখ' প্রেমের জিনিষ।
নিজ পূর্ণভাবে ভোর সবে অহর্নিশ ॥
সে রাজ্যের রাজরাণী তৃণটী অবধি
সমান আদর করে সব নিরবধি।
কেবা জানে কৃষ্ণ সম ভালবাসা বল'।
আসেন গোলক ছাড়ি যিনি ধরাতল ॥

পূর্ণ ভালবাসা সবে যান শিখাইয়া।
নিজে ভালবাসে কিবা মানুষ হইয়া॥
কিবা সেই ভালবাসা নিতুই নূতন।
আজ আছে কাল নাই, নহে সে রকম॥
নিজে ভালবাসি তৃপ্ত নাহি হন তিনি।
শিখান সে ভালবাসা যেন তিনি ঋণী॥
দ্বারে দ্বারে কেঁদে কেঁদে সকলে ধরিয়া।
ঋণ তার করে শোধ প্রেম কোল দিয়া॥
সে প্রেমে মজিয়া মাতা পুত্র ফেলি ধায়।
পতি ফেলি' পত্নী ছুটে সে প্রেমের দায়॥
পশু ছুটে, পক্ষী জুটে, নাচে তরু লতা।
নদীও উজান ধায়, জীবের কি কথা!
আব্রহ্ম এ স্তম্ভ সব মুগ্ধ সে কথায়!
হরি বোল বলে ডাক' গৌর নিতাই।
ভজন সাধন আদি পথের সম্বল
আছে যাঁর, ব্রহ্মা শিব তাঁর করতল।
আমি গো কাঙ্গাল বড় কিছুই জানিনা।
কাঙ্গাল-ঠাকুর গৌর কৃপা কি পাব না?

গরুর রাখাল সেই ছেলে গোয়ালার।
প্রাণের কানাই মোর, সঙ্গ চাই তার॥
যোগ যাগ তপস্যায় নাহিক ক্ষমতা।
বিনামূল্য ভালবাসা, দিতে কি পারি না তা ?
দুর্ভাগ্য এতই মোর তাহে ও কৃপণ।
সামান্য দিয়াও নাহি কিনি এ রতন॥
আর' এক আশ্চর্য্য, হরি এত দয়াবান্।
যে না চায় তারেই বেশি হন কৃপাবান্॥
রাজদ্বারে কর ভিক্ষা ইহারে ছাড়িয়া ?
কর রসিকের সঙ্গ অরণ্যে বসিয়া॥
কৃষ্ণ তরে যে পাগল, কৃষ্ণ ও পাগল
তার তরে হয়, জেন' এ কথা সরল।
রাধিকা কাতরা যবে অতি কৃষ্ণপ্রেমে।
কৃষ্ণের অবস্থা বর্ণি চণ্ডীদাস ভণে ;—

"তার উঠিতে কিশোরী,
বসিতে কিশোরী,
কিশোরী করেছে সার।

শয়নে কিশোরী,
স্বপনে কিশোরী,
কিশোরী গলার হার ॥”

কৃষ্ণ বলি কাঁদিলেই কৃষ্ণ কেঁদে ফেলে।
শ্রীকৃষ্ণ পাগল হন, পাগল হইলে ॥
কৃষ্ণে ভালবাস', কৃষ্ণ-ভালবাসা পাবে।
জনম কৃতার্থ হ'য়ে অমর হইবে ॥
কুকুর শৃগাল দষ্ট মানব যেমন,
কুকুর শৃগাল মূর্ত্তি করে দরশন,
যথা তথা, সেইরূপ কৃষ্ণ ভক্তগণ
শ্রীকৃষ্ণ মূরতি দেখে এ তিন ভুবন ॥
গোপী হ'তে প্রিয় আর নাহিক কৃষ্ণের।
প্রেম-রাজ্যে গোপী শ্রেষ্ঠ তাই প্রেমিকের ॥
যেথা বাস করে প্রেমময়ী গোপীগণ।
সেথা রাজে শান্তি-প্রেমময় বৃন্দাবন ॥
বৃন্দাবন প্রেম রাজ্যে গোপীপ্রেম বিনা।
কোনও প্রেমিক কভু পশিতে পারে না ॥

গোপী অনুগত প্রেম ভকত জনের।
বাঞ্ছনীয় তাই শিক্ষা গোপী-ভজনের॥
গোপীরা করিলে দয়া অভিমান যায়।
তখন তাঁরাই ধরি' নিকুঞ্জেতে লয়॥
জ্ঞান কি বিজ্ঞান তথা কিছুই রহে না।
সব করে অনাদর, শুধু প্রেম বিনা॥
পুরুষ-আকার মান বলিদান দিয়া
হ'লে গোপী, প্রেম রাজ্যে যাইবে মিশিয়া॥
প্রেমিকের কাছে কোথা বিজ্ঞানের ছটা।
প্রেমে প্রেম-পুত্তলিকা-হাস্যঘটা॥
বিজ্ঞান কি বুঝে কভু প্রেমের পুতলি ?
বৃন্দাবনে জ্ঞান নাই কুতর্কের বুলি॥
প্রেমে অনুরক্তা পত্নী চায় প্রেম গাথা।
হাস্যাস্পদ তার কাছে গূঢ় শাস্ত্র কথা॥
বৃন্দাবনে প্রেম বই অন্য শাস্ত্র নাই।
প্রেমভরা প্রেমিকের কথা শুধু পাই॥
ব্রজে সবে নিজ ভাবে পূর্ণ সদা রয়।
নিজ নিজ ভাবে মুগ্ধ নিজে নিজে হয়॥

অন্য চারি ভাব হ'তে সর্ব্বোচ্চ মধুর।
সর্ব্বভাব পূর্ণ ইহা সুপ্রিয় বঁধুর ॥
মধুরের পাত্রগণ অভিমানী হয়।
কানায়ের উৎকণ্ঠার বড় করে ভয় ॥
মা কি সখা কানায়েরে কখন' কখন'।
বড় দেখে হ'য়ে ছিল ইতস্ততঃ মন ॥
মধুর প্রখরা জানে কানাই অধীন।
তাঁর বড়ভাব নাহি দেখে কোন' দিন ॥
মধুর উৎকৃষ্ট তাই সর্ব্বভাব হ'তে।
ধন্য তিনি ধায় যিনি মধুরের পথে ॥
মধুরের মিষ্টতায় আর সব লঘু।
মধুরের তুলনায় মধুতম মধু ॥
শ্রীকৃষ্ণেতে ভালবাসা কৃষ্ণই শিখান।
জীবের কি সাধ্য পায়, না করিলে দান ॥
কৃষ্ণে যিনি ভালবাসে জীব তিনি নন।
গোলকের অধিবাসী কৃষ্ণ সঙ্গী হন ॥
নিজ জোরে যারে বশ করা নাহি যায়।
তাহা বশ করিবার উপায় কি নাই ?

ঋষিগণ বশ করে হিংস্রজীবে কিসে ?
গৌরাঙ্গ আনেন কিসে ব্যাঘ্র হস্তী বশে ?
অস্ত্রের ফলক কোন' ছিল না তাঁহার।
একমাত্র প্রেম ধন ছিল খালি তাঁর ॥
প্রেমময় মূর্ত্তি দেখে হিংস্র হিংসা ভুলে।
প্রেমেতে উন্মত্ত হ'য়ে তাঁর সাথে খেলে ॥
তৃণাদপি হীন নীচ নিজের নম্রতা।
প্রেমেতে সহিষ্ণুভাব আনে সরলতা ॥
নিরস পায় না কভু রসিকশেখরে।
চণ্ডীদাস রজকীরে এই কথা কহে—

"চণ্ডীদাস কহে, শুন রসবতি,
তুমি সে রসের কূপ,
রসিক জনা রসিক না পাইলে,
দ্বিগুণ বাড়য়ে দুখ ॥"

রসিক হইতে হ'লে আত্মসুখ ত্যজ'।
তার সুখ তরে তায় প্রাণ দিয়ে ভজ' ॥
বিরল এতই তাই রসিক ভূতলে।
সে কথা ভাবিয়া ইহা চণ্ডীদাস বলে—

"রসিক রসিক সকলে কয়,
কেহ সে রসিক নয়।
ভাবিয়া চিন্তিয়া গণিয়া দেখিলে
কোটীতে গোটিক হয়।
সখি, রসিক বলিব কা'রে।
বিবিধ মশলা রসেতে মিশায়,
রসিক বলি যে তা'রে॥"

কৃষ্ণপ্রেম সুগোপনে করিবে অর্জ্জন।
নির্জ্জনে লুকায়ে তাহা কর আস্বাদন॥
শিখিবে চাতুরী এতে বলিবে না কারে।
কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী রূপ সবে লোভ করে॥
এতই মধুর তাহা জানিলে অপরে।
লুটে পুটে ল'য়ে সবে খাইবারে পারে॥
হাঁড়ি ঢাকা দিলে ভাত সিদ্ধ হয় তবে।
তেমতি গোপনে কৃষ্ণ প্রেম পক্ক হবে॥
নিষ্কাম রসিক হও, দেখ' না সংসারে
রসিক আদর পায় বিবাহ-বাসরে।

"এখানে সেখানে একই রূপ,
তবে জানিবে রসের কূপ।"
যেতে চাও যদি অনন্ত রাস-বাসরে।
নিষ্কাম রসিক হ'য়ে বস' গিয়া ঘরে॥
মুখে ভালবাসা কাম, প্রেম অন্তরের।
অন্তর্মুখ কর' ভালবাসার স্রোতের॥
হা হুতাশ বচনেতে কোন কার্য্য নয়।
যা'রে ভালবাস' যেন, সেও না জানয়॥
প্রাণ যারে ভালবাসে, মুখে কি বলিবে।
কাছে বসে কাঁদিলেই কি ভালবাসা হ'বে?
প্রাণকথা প্রাণ বুঝে হয় প্রাণে মনে।
ভালবাসা নয় তা', হয় যা' নয়নে নয়নে॥
নিকটে থাকিলে তাই ভালবাসা হয় নাক'।
দূরে রেখে প্রিয়জনে ভালবাসা শিখ'॥
কেঁদে কেঁদে কাম ভাব পুড়ে ভস্ম হয়।
বিশুদ্ধ সে ভালবাসা; প্রেম তারে কয়॥
সকাম চোখের দেখা, দূরেতে নিষ্কাম।
দেহ পিয়ে কাম, প্রাণ প্রেম করে পান॥

কৃষ্ণের এ সুখ তরে মথুরা গমন।
এই সুখ তরে ভবে গৌর আগমন ॥
শ্রীমতীর নেত্রজল, গৌর-আঁখিবারি।
নাহিক কখন হের বিরাম কাহারই ॥
এই প্রেম আস্বাদনে এত আঁখি জল।
প্রিয়জন বিরহেও রাখে হৃদে বল ॥
বাহিরেতে নাহি তিনি বসায়ে অন্তরে।
এক প্রাণে ভালবাসি, সদা প্রেম ক্ষরে ॥
ভালবাসা দ্রব্য তাই রাখিয়া সুদূরে।
রসিক-প্রবর রস আস্বাদন করে ॥
ইহা না জানিয়া যে বা চায় দরশন।
প্রেমভাব হয় নাই তার পরশন ॥
ঘ্রাণ মাত্র পাইয়াছে যে জন প্রেমের।
আঁখি দেখা ঘৃণে চায় প্রণয় প্রাণের ॥
কাম এ প্রাকৃত, প্রেম অপ্রাকৃত ফল।
নীচগামী মনোবৃত্তি এ কাম চপল ॥
কৃষ্ণপথ অনুরাগী উচ্চগামী প্রেম।
কাম লৌহ আর প্রেম শুদ্ধ তপ্ত হেম ॥

পরেশ পাথর কৃষ্ণ লৌহ স্বর্ণ করে।
কৃষ্ণ অনুরাগী কামই প্রেম নাম ধরে॥
"কাম আর প্রেম হয় একই স্বরূপ"।
জীব ইচ্ছা কাম, আর গোপী প্রেমকূপ॥
এই দেহ হ'তে যবে জীবভাব যায়।
কাম তবে প্রেম হ'য়ে শোভা পায় তায়॥
আপনার স্বার্থ যেথা জীবভাব, কাম।
আপনারে ভুলিলেই প্রেমিক নিষ্কাম॥
প্রেমগুরু রাধারাণী, অভাগা আমরা।
কাঞ্চন ছাড়িয়া কাচে ভরি'ছি পসরা॥
প্রেমধন ফেলে দিয়ে কাম লয়ে ফিরি।
গৌরাঙ্গ কামিনী ত্যাগী প্রেম-অধিকারী॥
শ্রীরাধিকা গৌরাঙ্গের শিক্ষক প্রেমের।
শিখাইছে নারীনরে পথ উদ্ধারের॥
দুইই এক, শ্রীকৃষ্ণের প্রেম ঋণে ঋণী।
শোধিয়াছে রাধাঋণ মোর গৌরমণি॥
সাহসী হইবে ভীরু, ভীরুকে সাহস।
পুরুষে প্রকৃতি ভাব দেয় প্রেম-রস॥

সরল প্রেমের মাঝে কুটিলতা আছে।
ইক্ষুদণ্ড মিষ্ঠতম যথা গ্রন্থি কাছে।
প্রেমকে করিতে তাই আর' মিষ্টতম'।
কঠিনতা মাঝে মাঝে করেছে সৃজন' ॥
তাই কবিরাজ লিখে চৈতন্যচরিতে,—
"কুটিল প্রেমা আগুয়ান,
নাহি জানে স্থানাস্থান,
ভালমন্দ নারে বিচারিতে ॥"

বিচার নাহিক যার ভাল মন্দ বলি।
কুটিল যাহারে বলি তাহাও সরলই ॥
শ্রীরূপ গোস্বামী তাই মাধুর্য্য বাড়ায়ে
"বিদগ্ধমাধবে" প্রেম বলেন বর্ণিয়ে ঃ—

"পীড়াভির্নবকাল কুটকটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিষ্যন্দেন মুদাং সুধামাধুরিমহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জগর্ত্তি যস্যান্তরে
জায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥"

"শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণ
তাঁ'র প্রেমা যাঁর ইষ্ট
ইষ্ট কষ্ট দুই ভাগ্যে তাঁ'র।
বক্রতার ফলে হায়
প্রাণে যে যাতনা পায়,
কালকূট তা'র কাছে ছার॥
মাধুর্য্য বিক্রমে মরি
হৃদয়ে আসিয়া হরি
যে আনন্দ করেন প্রদান।
তা'র কাছে সুধা ছার
কি মাধুরী আছে তা'র
অহঙ্কার তা'র হয় ম্লান॥"
হরনাথ-পাদপদ্ম করিয়া বন্দন,
ভকতচরণে প্রেম যাচি অনুক্ষণ,
হরনাথ-গীতামৃত ললিত আকারে,
রাম চন্দ্র মিত্র দাস রচিল পয়ারে।

ইতি শ্রীমৎ হরনাথ গীতায় "প্রেম-বোধ"
নামক একবিংশ সর্গ।

দ্বাবিংশ সর্গ।

মহাভাব-বোধ।

জ্ঞানী জিজ্ঞাসিলেন—

বিশ্বপ্রেম কয় কারে কি তার সন্ধান?
মহাভাব উপার্জ্জিতে কিরূপ বিধান?

শ্রীহরনাথ কহিলেন—

ভালবাস' অপরেরে নিজ পুত্র যথা।
তা' হ'লে শ্রীকৃষ্ণে ভালবাসিবেও তথা॥
সংসারের সর্ব্বজীবে ভালবাসা দিয়া।
শ্রীকৃষ্ণে মিলিবে গিয়া সংসার ছাড়িয়া॥
আপনাকে ভুলে যাও ভালবাস' পরে।
কৃষ্ণ প্রেম আসিবেক তবে তারপরে॥
চৈতন্য শিখান তিন কায সনাতনে।
"নামে রুচি", "জীবে দয়া", "বৈষ্ণব সেবনে"॥
আপনাকে না ভুলিলে কোন'টি হয় না।
আপনাকে না ছাড়িলে শ্রীকৃষ্ণ পায় না॥

কৃষ্ণ যার আপনার, জগৎ তাহার।
আপনারে ভুল', সব হ'বে আপনার ॥
পাখী ধরি' পিঞ্জরেতে দেখ সুখ কিসে ?
কাননের পাখী দেখে ভাস' প্রেমরসে ॥
ধর'না পাখীরে, একটি পাইয়া কি সুখ ?
জগতের পাখী দেখে প্রেমে ভর' বুক ॥
পাগল আনন্দে থাকে, কয়েদী যেমন
কারাগারে, কারাধ্যক্ষ প্রেমিক তেমন ॥
পাগল অধীন, তার ভ্রম অযাচিত।
প্রেমিকের প্রেমে ভ্রম নিজেরই সৃজিত ॥
পাগলের শ্রমভোগ, স্মরণ রহেনা।
প্রেমিকের অনুভব কখন ভুলে না ॥
নেশার আনন্দ তাই নেশাতেই রহে।
নেশা শেষে তার শেষ, অবসাদে দহে ॥
প্রেমিকের প্রেমানন্দে এ দেহ ভুলিয়া।
ভালবাসে সকলেরে সুখেতে মজিয়া ॥
নাহি চায় প্রতিদান, উহা ত ব্যবসা।
দেহ স্বার্থ বোধ হীন, পর তরে আশা ॥

ছড়াও এ ভালবাসা সংসার ছাড়িয়া।
নরনারী পশুপক্ষী সবে বাড়াইয়া॥
শিখাইছে বিশ্বপতি ভালবাসা জীবে।
পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী প্রথমেতে সবে॥
ক্রমে বড় হ'লে বন্ধু বান্ধব আসিল।
অপরিচিত একজনে বিবাহ করিল॥
জনমিল পুত্র কন্যা সকলে নূতন।
ভালবাসা ক্রমে তাহে বিষম বন্ধন॥
সে বন্ধন খুলে যেবা আরও বাড়াইয়া।
কুটুম্ব স্বজাতি সবে দেয় জড়াইয়া॥
সমস্ত মানব পশু পাখী কীট আদি।
তরুলতা ফুল মাটি প্রস্তর অবধি॥
ক্রমে ভালবাসা ছায় সাগর বাতাস।
সকলই আমার তাঁর, কি তার উল্লাস!
এই বিশ্ব প্রেমে মুগ্ধ গগনের তারা।
সাগরের জীব কিম্বা বনের পাখীরা॥
কৃতার্থ জীবন তার বিশ্বপ্রেম যার।
তার একমাত্র বিশ্বপতির সংসার॥

যতই করিবে চর্চ্চা তত প্রেম বাড়ে।
পর দুঃখ বুঝি মন সঙ্কীর্ণতা ছাড়ে॥
পরদুখে দুখ বোধ, যতন মোচনে।
মিষ্টভাষ কও, সদা পাবে প্রেমধনে॥
নিজের ছেলেকে যাহা করিতেছ' দান।
তার কিছু অংশ পাক্ দুখীর সন্তান॥
তোমার কি তায় ক্ষতি? পর উপকার।
যতই করিবে হ'বে হৃদয় উদার॥
উদার হৃদয়ে প্রেম জন্মে ইচ্ছামত।
বিশ্বপ্রেম বাড়াইতে হ'ওনা বিরত॥
আকুলতা লালসাকে সঙ্গিনী করিয়া।
লয়ে যায় জীবে বৃন্দাবন দেখাইয়া॥
ললিতা বিশাখা বৃন্দাবন নিবাসিনী।
শ্রীকৃষ্ণ দিবার তাঁরাই অধিকারিণী॥
সঙ্গ লও দুজনার, যুগল মিলন।
নিকুঞ্জে প্রহরী তারা দেখাবে কেমন॥
ইহারা করিবে তোমা' রাধাকৃষ্ণ দাসী।
ইহাদের সঙ্গ ল'তে হও অভিলাষী॥

পরিপুষ্ট দুজনারে কর খাদ্য দানে।
কিসে হয় পুষ্ট এরা জিজ্ঞাস' যে জানে॥
কুমীর-পোকার মত রঞ্জিবে তোমায়।
তাহাদের নিজ রঙ দিয়া তব গায়॥
যত্নে ইহাদের রেখ', রৌদ্রেতে মলিন
হয় না প্রচণ্ড তাপে যেন কোন' দিন॥
সদা আবরণে ঢে'ক, দেখাও না কা'রে।
মধুরতা হারাইবে হারালে লজ্জারে॥
আবরণে রাখিলেই রঙ পাকা হয়।
যা'কে তা'কে ইহাদের দেখানই নয়॥
যাহারা কামের চখে ইহারে দেখিবে।
তাহাদের ছায়াস্পর্শ করিতে না দিবে॥
সংসারের সর্ব্বকার্য্যে খাইতে শুইতে।
রাখ' তাঁরে চিতে সদা উঠিতে বসিতে॥
কুলকলঙ্কিনী যথা চিন্তে উপপতি।
অন্তরে বাহিরে মনে ভাব' বিশ্বপতি॥
এই কথা মনে ভাবি নরোত্তম দাস
লিখিলেন গাথা এই প্রেমিকের আশ :—

"রন্ধন শালাতে যাই,
তুয়া বঁধু গুণ গাই,
ধূঁয়ার ছলনা করি কাঁন্দি।"

শ্রীকৃষ্ণ চরণ হ'তে কাহারে ত্যজে না।
কৃষ্ণ পদ ছাড়া কিছু জগতে রহে না॥
কৃষ্ণ পদ হীন স্থান কোথায় বা আছে?
"একাংশেন স্থিতো জগৎ" গীতায় বলিছে।
তবে যথা ভ্রান্ত পুত্র ভাবে পিতামাতা
বাসেনা আমায় ভাল', তথা এই কথা।
বহির্মুখ কৃষ্ণ কৃপা বুঝিতে না পারে।
মনে করে কৃষ্ণ বুঝি কষ্ট দেন তারে॥
ভালবাসা দেওয়া লওয়া না হ'লে এ হয়।
আমি না বাসিলে কি তাঁর ভালবাসা হয়?
পূর্ণ দাও, পূর্ণ পাবে, পূর্ণেতে মধুর।
ভালবাসি' দেখ' ভালবাসা কতদূর॥
নিজে যে সরল সেই তাঁর সরলতা
বুঝিবে অন্তরে তাঁ'তে কত মধুরতা॥

আমরা কুটিল রব' তাঁর সরলতা
বুঝিব' কেমনে বল', হেন আশা বৃথা ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন, কেমন
কৃষ্ণ প্রেম ? "বিষামৃতে একত্র মিলন।"

"কৃষ্ণ প্রেম আস্বাদন,
তপ্ত ইক্ষুচর্ব্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন ॥"

উত্তাপে ইক্ষুর রস করি গাঢ়তর।
কুটিলতা দিয়া প্রেমে বেশি ভোগ কর ॥
ইহাই প্রেমের গ্রন্থি ভকত ক্রন্দন।
গোপিকা যশোদা কাঁদে, বিচ্ছেদ দহন ॥
ক্রন্দনই প্রেমের গ্রন্থি অধিক মধুর।
তাই তা' প্রার্থনা করে রসিক চতুর ॥
ভালবেসে না কাঁদিলে কি সে ভালবাসা ?
মিলন হইতে ভাল মিলনের আশা ॥
সোহাগা কাঞ্চনে যথা শোধে ও গলায়।
ক্রন্দনে বিশুদ্ধ প্রেমে প্রাণ গলে যায় ॥

প্রার্থনা এ কৃষ্ণপদে, কৃষ্ণ বলে কাঁদি।
প্রেমের গভীর ঘূর্ণি-স্রোতে নিরবধি॥
কৃষ্ণের অপার দয়া বিরূপ কাহারে।
কখন' নহেন তিনি এ ভব সংসারে॥
যে বা যেই ভাবে ভাবে সাড়া দেন তায়।
মনে মুখে বিভিন্ন যে, বিলম্বে সে পায়॥
মনে মুখে এক হ'লে রহিতে না পারে।
উঁকি মারে বনমালী ভকতের দ্বারে॥
নাম, মোর প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণেরই নাম।
পাঠ, মোর দয়াময় কৃষ্ণগুণ গান॥
শ্রবণ, প্রিয়ের মোর ভালবাসা কথা।
পতি ভাবি মজ তাঁর চর্চ্চায় সর্ব্বথা॥
"অধম তারণ" তাঁয় "ঠাকুর," "তারক"।
না চাই বলিতে, তায় দূরতা সম্ভব॥
পতিকে বলে কি সতী 'আসুন,' 'আপনি'।
ঘনিষ্ঠতা হ'লে পর কোন' প্রণয়িণী ?
সে মোর প্রাণের পতি, ও নাম চাহিনা।
চক্র-গদাধর ত্যজি কানাই বল' না॥

রাখালের রূপ ভাল, রাজবেশ নয়।
যোগীর আরাধ্য নাম মোরা নাহি চাই ॥
কত মুনি কত কাল ও নাম ধেয়ানে
পাননি সন্ধান ; কিন্তু গোপীগণে
"বন্ধু" "পতি" বলি' তাঁরে সহজে পাইল।
কাঁধেতে উঠিল কভু পায়ে ধরাইল ॥
তায় কৃষ্ণ ঋণে বদ্ধ হলেন এমন।
শোধ করিবারে লন দ্বিতীয় জনম ॥
দ্বারে দ্বারে কাঁদি কাঁদি কত বেড়াইল।
"রাধে" "রাধে" বলি পথে, সে প্রেম শোধিল ॥
যোগীর আরাধ্য ধন গোপিকার ঘরে।
বড়ই অদ্ভুত, ক্ষীর ননী চুরি করে ॥
অভদ্রেও বল যদি ভদ্র সদা তুমি।
ভদ্রতা তাহার হয় অভ্যাস অমনি ॥
সেরূপ আমার কৃষ্ণে রাখাল বলিয়ে।
সুখ পাই, কি হইবে মহান্ করিয়ে ?
কত রূপে ভকতের রাখে মান তিনি।
আমি তাঁর রাখালের রূপ মাত্র চিনি ॥

বড় সাপ হ'তে ছোট সাপে বেশি বিষ।
বৃদ্ধ হ'তে বালকের চেষ্টা অহর্নিশ ॥
সিদ্ধ হ'তে সাধকের বেশি আকুলতা।
মিলন হইতে পূর্ব্বরাগে প্রখরতা ॥
পূর্ব্বরাগ মহারাগে পরিণত হয়।
প্রেম তথা মহাভাবে পায় শেষে লয় ॥
একের হইলে মহাভাবের সৃজন।
কৃতার্থ অনেকে হয় করি দরশন ॥
যেমন ভকত কেহ আনিলে প্রতিমা।
হাজার লোকের নাই আনন্দের সীমা ॥
শ্রীঅদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গে আনিল ধরায়।
ভেসে গেল নরনারী প্রেমের বন্যায় ॥
চার ক'রে বসে আছি মাছের শিকারে।
আলোড়ন বিচলন জলে, খুসী করে ॥
আসিতেছে মাছ জানি চারেতে আমার।
এই পূর্ব্বরাগ, কিবা আকুলতা তার!
আনন্দে কষ্টেতে দুয়ে হয় মাখামাখি।
পাই পাই, আকর্ষণ, উৎফুল্ল দু' আঁখি ॥

ব্যগ্রতা অন্তরে অতি, স্থিরতা বাহিরে।
কি জানি নড়িলে বেশি যাবে মাছ ফিরে॥
ইহাই সে "বিষামৃত একত্র মিলন"।
প্রাণ ধড়ফড়, ধৈর্য্য ধরে নাক' মন॥
কিন্তু যদি গোলমাল কর', না চাপিয়া।
ব্যর্থ পণ্ড হ'বে প্রাণে নিরাশ আনিয়া॥
ধৈর্য্য ধর,' বড় মাছ শীঘ্রই গাঁথিবে।
গাঁথা হ'লে মাছ, আর ভয় না রহিবে॥
তখন ছাড়িলে তবু যাবে না চলিয়া।
দূরে বা নিকটে খেল' আনন্দ করিয়া॥

তাই

"হইলে তা'র যোগ,
না হয় তা'র বিয়োগ,
বিয়োগ হইলে কেহ না জীয়য়।"

গেঁথে তারে ছেড়ে দাও, সুতা রাখ' টানে।
আল্‌গা না হ'লেই, গাঁথা শক্ত হবে ক্রমে॥
তখন কৃতার্থ নিজে অপরে করিবে।
আশা ও বিশ্বাস ই'তে সুদৃঢ় রাখিবে॥

কবিরাজ গোস্বামী তাই বলেন বচনে—
"কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় কর মনে।"
কৃষ্ণ করিবেন দয়া দিবেন দর্শন।
সঙ্গে করিবেন খেলা কর এ মনন॥
মনে প্রাণে এই কথা করিবে বিশ্বাস।
নিঃসন্দেহ কৃষ্ণ আসিবেন তব পাশ॥
খেলা বড় ভালবাসে আমার কানাই।
লুকাইয়ে মজা দেখে মাঝে মাঝে তাই॥
যবে খেলা মাঝে হেন লুকাইয়া রয়।
দেখ' যেন লক্ষ্য ভ্রষ্ট কভু নাহি হয়॥
কৃষ্ণের স্বভাব তাই লিখেন গোস্বামী।
কেমন দুখেতে ফেলে আকর্ষিয়া আনি॥

"অগ্নি যৈছে নিজধাম,
দেখাইয়া অভিরাম,
পতঙ্গেরে আকর্ষিয়া মারে।
কৃষ্ণ তৈছে নিজগুণ
দেখাইয়া হরে মন,
শেষে দুখ সমুদ্রেতে ডারে॥"

ফেলে দেন দুখে কিন্তু মারে না কখন।
নিতান্ত ব্যাকুল হলে কোলে তুলে লন॥
নিজ দোষ বলি করে কি সাধ্য সাধনা।
অপরূপ কি মধুর কৃষ্ণ আরাধনা॥
আকুলতা যার যত আদর তাহার।
শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ইহা কন বারবার ঃ—

"ব্রজবাসী যত জন,
মাতাপিতা বন্ধু গণ,
সবে মোর হয় প্রাণ সম।
তার মধ্যে সখাগণ
সাক্ষাৎ মোর জীবন,
তুমি মোর জীবনের জীবন।"

বিশ্বাস সূত্রকে দৃঢ় রাখিষে ধরিয়া।
যেন তাহা মাঝখানে না যায় ছিঁড়িয়া॥
তখন আনন্দে মনে বাড়াও লালসা।
আকুলতা দেখিলেই হয় তাঁর আসা॥

লালসা ও আকুলতা, প্রেমের সোপান।
চিন্তন কীর্ত্তন নাম করে তাহা দান ॥
বাড়াতে এ প্রেম প্রাণে আকুলতা ধর’।
পূর্ব্বরাগ অনুরাগ মিলিবে বিস্তর’ ॥
প্রেমে ডগ্‌মগ প্রাণে মহাভাব পাই।
সেই প্রেমময়ই সব,—আর কিছু নাই ॥
হরনাথ পাদপদ্ম করিয়া বন্দন,
ভকতচরণে প্রেম যাচি অনুক্ষণ,
হরনাথ-গীতামৃত ললিত আকারে,
রাম চন্দ্র মিত্র দাস রচিল পয়ারে।

ইতি শ্রীমৎ হরনাথ গীতায় “মহাভাব-বোধ” নামক
দ্বাবিংশ সর্গ।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

ব্রহ্মানন্দ-বোধ।

আর্ত্ত জিজ্ঞাসিলেন—

প্রেম আলাপন মধুর কথন।
আনন্দে বলুন জুড়াক জীবন॥

শ্রীহরনাথ কহিলেন—

দুখ কান্না শ্যাম ভালবাসে না।
নিত্যানন্দ তার আনন্দ ভজনা॥
প্রেমে কান্না, হাসি হ'তে ভালবাসে।
দেখিতে পারে না অন্য কান্না সে॥
নিজ দুখে অশ্রু সে যে বন্যা জল।
উর্ব্বরা করে না, নাশে সে ফসল॥
পরদুখে অশ্রু আকাশের ধারা।
প্রেমের অঙ্কুরে হৃদয় উর্ব্বরা॥
পরদুখ-নীরে সিক্ত কর' মন।
নাম অস্ত্রে পরে করহ কর্ষণ॥

সুখ দুখ যবে চরমে পৌঁছায়।
চখে জল আর পড়ে নাক' তায়॥
মধ্য-অবস্থায় চখে জল পড়ে।
নির্জ্জনে গাইলে নামে ধারা ঝরে॥
পঙ্ক উদ্ধারিলে পুকুরের জল
কম হয়, ক্রমে ভরে অবিরল॥
শেষে নব জলে ছাপাইয়া পাড়
উঠিয়া সলিল পড়ে চারিধার॥
কিছুদিন পরে ঠিক পূর্ণ রয়।
বাহিরেতে ঢেউ নাহি আর বয়॥
প্রবল হইলে 'যাই যাই' করে।
তবু বাহিরেতে কভু নাহি পড়ে॥
গৌরের চখে পড়েছে ছাপায়ে।
নিত্যানন্দ পূর্ণ অশ্রু নাহি বহে॥
হরিনাম ছাপ হরিনাম বুলি।
পর'না, বল'না, চখে দিতে ধুলি॥
পর্ণ কুটিরেতে ব্যাধ সম বাস।
কর'না পরের গলে দিতে ফাঁস॥

"কানুর সঙ্গেতে পীরিতি করিতে
অধিক চাতুরী চাই।"

পীরিতি বিষয়ে এ চাতুরী নয়।
বহির্মুখে এতে ফাঁকি দিতে হয়॥
চলেনা চাতুরী কৃষ্ণের সহিত।
সংসারকে ফাঁকি দিতে এই রীত॥
জটিলা কুটিলা, মায়া আবরণ।
সেখানে করিবে ভজন গোপন॥
কৃষ্ণ নাহি চান চাতুরী কখন।
বসন অবধি করেন হরণ॥
কোন আবরণ সেখানে চলে না।
সরল, সহজ, না' হ'লে হবে না॥
পূর্ব্বরাগ গাঢ় না হ'লে, অপরে
জানিলে ভজন নষ্ট হ'তে পারে॥
বাঘ সম তেজী হ'লে, শত্রুগণ
শরণ লয় বা করে পলায়ন॥

তাই বলে—

"কানু অনুরাগ বাঘ,

যবহুঁ হৃদে পৈঠল,
কাঁপল বন ঘন মাঝ।”

সিংহ গরজনে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে।
নিন্দুক পলায় বাঁচে ভীত জনে॥
সিংহ রবে প্রভু কীর্ত্তন করিয়া।
পৃথিবীর মায়া দেন ছাড়াইয়া॥
মায়া শূন্য হ'য়ে কৃষ্ণপদে নত।
অনায়াসে তাই হয় ভক্ত যত॥
মায়ালোপ তরে কীর্ত্তনে গর্জ্জন।
ঢাক ঢোল বাদ্য রব প্রয়োজন॥
ধীরে ও গোপনে আরম্ভ করিয়া।
ক্রমে উচ্চরবে মাতাল হইয়া॥
মদ খায় লোকে প্রথমে গোপনে।
পথে গড়াগড়ি পরে হয় ক্রমে॥
আগে লুকাইয়া বেশ্যাসক্ত হয়।
পরে যথা তথা তার গুণ গায়॥
চাতুরী প্রথমে ভজনেতে চাই।
শেষে তার কিছু প্রয়োজন নাই॥

সোহাগিণী কথা শুনি বিরহিণী।
দ্বিগুণ হয়েন অনুরাগিণী॥
কৃষ্ণ সোহাগেতে অনুরাগ যার।
তাঁর সঙ্গে তাই বাড়ে অনুরাগ॥
শুন' গিয়ে যথা স্বামী কথা হয়।
সঙ্গ কর তার যে সে কথা কয়॥
চতুরের এই চাতুরী এমন।
বিপরীত দিয়ে পরখে প্রথম॥
নাহি ভুলে যেই তায় তবে তারে।
হাসি হাসি আসি শেষে দয়া করে॥

তাই বলে—

"যে করে মোর আশ,
তা'র করি সর্ব্বনাশ।
তা'তেও না ছাড়ে আশ
হই তার দাসের দাস॥"

চতুর হইতে অধিক চাতুরী।
প্রয়োজন তাই হেরিতে মাধুরী॥

আরও চণ্ডীদাস—

"কানুর সঙ্গে পিরীতি করিতে
অধিক চাতুরী চাই।
যদি যাইবি দক্ষিণে, বলিবি পশ্চিমে
দাঁড়াবি পূরব মুখে ॥"

দিয়া কভু তিনি আয়না খেলনা।
চাঁদ নাহি দিয়া ভুলাইছে কান্না।
যিনি এ চাতুরী পারে না বুঝিতে।
তিনি নাহি পান কৃষ্ণ-রাজ্যে যেতে ॥
এ চাতুরী খেলা মধুর ভজনে।
না রহিলে, মজা নয় আস্বাদনে ॥
একঘেয়ে খেলা হার বার বার।
কিম্বা খালি জিত, ইচ্ছা এ কাহার ?
আগুণ চাহিলে তাই দেন জল।
জলেতে আগুণ চাতুরী বিমল ॥
কেহ কাঁদে হাসে প্রভুর এ খেলা।
মূর্খ লোক দোষে এ মধুর লীলা ॥

পরানন্দ পেলে সুখ দুখ লোপ।
হাসি কান্না কোথা সুখ দুখ ভোগ॥
স্থাবর জঙ্গমে দেখে তাঁর মূর্ত্তি।
যাহা নেত্রে পড়ে তাহে কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি॥
তখন প্রভুরে সদা দেখে সঙ্গে।
অভাব থাকে না ভৃত্য রয় রঙ্গে॥
সাধক প্রভুকে সর্ব্বত্র দেখিছে।
ভাল মন্দ কায নাহি বিচারিছে॥
আমি আসিয়াছি শ্রীকৃষ্ণ ভজনে।
খাওয়া পরা থাকা কি কায চিন্তনে?
সে তাঁহার কায তিনিই করুন।
আমি কর্ত্তব্যেতে হইনাক' ন্যূন॥
জলে মাছ আছে সূত্রই ভরসা।
আছে কি না আছে কেন ভাবি তা'?
পাব' না ভাবিয়ে ত্যজিয়ে সূতাটি
দুকুল হারায়ে মোর হ'বে কি?
পাই না পাই নাম ছাড়িব না।
বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত বসিয়া কর' না॥

ধনী হ'লে পর বহু ভৃত্য পাবে।
অল্পধনে শত্রু ভয় দেখাইবে ॥
সতর্ক হইয়া অর্জ্জন করিলে।
শেষে রিপু সব কোথা যায় চলে ॥
নাম মাত্রে হৃদে তাঁর অধিষ্ঠান
হয় না বলিয়ে কেন ম্রিয়মাণ ?
বিরাট-পুরুষে সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে,
কষ্ট পাবে তিনি, সজোরে পূরিলে ॥
যেমন হৃদয় প্রশস্ত হইবে।
নিজ বাসস্থান তিনিই করিবে ॥
তিনি নিমন্ত্রিত, কর পরিষ্কার।
অন্তরে বাহিরে সঙ্গ চারিধার ॥
চিন্ত' সদা যত্ন কিসে তাঁর হয়।
তাঁর প্রিয় লোক যেন কিছু রয় ॥
তাঁহার অপ্রিয় কোথা কিছু যেন
রয় না এখানে, কর' তা যতন ॥
অহরহঃ তাঁর আসা আশা কর'।
মুখে মনে সদা তাঁর নাম ধর' ॥

ব্রজরাজ-খেলা বড় লুকাচুরি।
খেল' তাঁর সাথে শিখে সে চাতুরী॥
অঙ্গীকার কর' ব্রজ ভাব ভাব'।
"ছাড়িয়ে পুরুষ দেহ কবে বা প্রকৃতি হ'ব"॥
গভীর সলিলে যে মাছ বিচরে।
আনিছে ধীবর শক্ত ভূমি 'পরে॥
বিস্তারিত করি নাম-জাল ঘেরে।
বিশ্বাস-ভূমিতে আনিবে অধরে॥
নাম না ভুলিও নামের স্বরূপ।
অদ্বৈত নিতাই শ্রীগৌরাঙ্গ ভূপ॥
পতি-সোহাগিনী পতি-মাতাপিতা।
সকলেই শ্রদ্ধা দেখায় সর্ব্বথা॥
নিত্যানন্দ চায় বিরাগী সংসারী।
নিত্যানন্দ নামে ঝরে শান্তি বারি॥
নিত্যানন্দ নামে ভয় নাশ পায়।
নিত্যানন্দ গৌরে নাচায় মাতায়॥
জীব বা নির্জীব সর্ব্ব ধরা চায়
জুড়াইতে পড়ি নিত্যানন্দ পায়॥

নিত্যানন্দ এই উদ্দেশ্য জগতে।
ধায় নরনারী পেতে কোন মতে ॥
ব্রহ্মানন্দ জেন' প্রেমানন্দ নিত্য।
ব্রহ্ম-কর-স্পর্শে রেখেছে জীবন্ত ॥
ছিল যেন কিছু গেছে হারাইয়া।
ধায় সবে উচ্চে এ ভাব ভাবিয়া ॥
সেই ব্রহ্মানন্দ যেন আলো তার।
টানিছে আসিয়া হৃদয় সবার ॥
প্রেমানন্দ নিত্য ব্রহ্মানন্দ নাম।
দেহ, প্রাণ, আত্মা, লুপ্ত মনস্কাম ॥
প্রেমানন্দ নিত্য ব্রহ্মানন্দে যেতে।
বিলুপ্ত ভ্রমরী সত্বার মধুতে ॥
হরনাথ-পদ করিয়া বন্দন,
ভক্ত পদে প্রেম যাচি' অনুক্ষণ,
হরনাথ-গীতা ললিত আকারে,
রাম মিত্র দাস রচিল পয়ারে ॥

ইতি শ্রীমৎ হরনাথ গীতায় "ব্রহ্মানন্দ-বোধ" নামক
ত্রয়োবিংশ সর্গ।

চতুর্বিংশ সর্গ।

মধুরতত্ত্ব-বোধ।

জ্ঞানী জিজ্ঞাসিলেন—

মধুর-ভজন সার যুগল মূরতি।
কহ, দেব, কিসে তায় হয় মোর রতি ॥

শ্রীহরনাথ কহিলেন—

পূর্ব্বরাগ বড় কষ্ট যায় না সহনে।
কিন্তু তবু চলা চাই অতি ধীর মনে ॥
"চিতে অতি ব্যাকুল হইলে ধরম সরম যায়।"
সাবধান রই' খালি জানি এ কথায় ॥
মহাজন পদাবলী বলে ঘুরে-ফিরে ;—
"হরি হীরের গিরে,
স্থিরে কি অস্থিরে, জানে ধীরে।"
পতি তরে সোহাগিনী কাঁদে দিবানিশি।
গুরু-গঞ্জনার ভয়ে রয় স্থির বসি ॥

লোক উপহাস ভয়ে লুকায় বাসনা।
গোপনে রাখিলে কাঁচা, পাকে তা জান' না?
আকুলতায় গোপনেতে ধীরতা মিশিয়া
অনুরাগ দিন দিন উঠিবে পাকিয়া॥
বিবাহের কথা হ'লে আনন্দ শুনিলে
পতি নাম মাত্র কোথা কেহ বা বলিলে॥
দেখা মাত্র হ'লে পর সেইরূপ ধ্যান।
গোপনে সে নাম জপে, তার গুণগান॥
সামান্য প্রণয় হ'লে অপরে কহিলে
পতি-কথা, বড় সুখ আড়ালে শুনিলে॥
প্রগাঢ় প্রণয় যবে করে অধিকার।
শুধু দেখা কথা নাহি ভাল লাগে আর॥
প্রবল কামনা হয় মিলনে তখন।
সকল ভুলিব করি আত্ম-বিসর্জ্জন॥
কামকে করিতে প্রেম বিরহই পারে।
সেই প্রেম আনে কৃষ্ণে শীঘ্র হাত ধরে॥
মিছরি করিতে জান' ইক্ষুরস হ'তে।
হয় সবে অনলের সাহায্য লইতে॥

না হ'লে মধুর রসও পচে নষ্ট হয়।
সেরূপ বিরহ অগ্নি কামেরে দহয়॥
কাম শুদ্ধ হ'য়ে ক্রমে বিরহ আগুনে।
প্রেমরূপ ধরে ইহা জেন' ঠিক মনে॥
তবে শুধু অনলেই মিছরি না হয়।
দুধে জলে ঘুঁটে আগে ময়লা কাটায়॥
শুধুই বিরহে প্রেম যায় নাক' জমে।
মধ্যে কিছু কার্য্য আছে রসিক তা' জানে॥
পেতে প্রেম বিরহেতে মহাজনগণ
বলেন করিতে এই পথাবলম্বন॥
"দোঁহার স্বরূপ দোঁহের হৃদয়ে আনিয়া।
নিত্য পরতত্ত্ব মিলি দুই এক হইয়া॥
পুরুষ প্রকৃতি হবে প্রকৃতি পুরুষ।
বস্তু তত্ত্ব ঘরে দেখ কহিল আভাস॥"
বিরহেতে এ ভাবনা করিবে উদয়।
নিকটে থাকিয়া ইহা হইবার নয়॥
প্রাণে প্রাণে পূরি প্রেম হয় না নিকটে।
রসিকশেখর নিজে পারে নি ঘটাতে॥

বংশীরবে গোপীগণে আনিলেন বনে।
কাতর বিরহে তবু ভর্ৎসে গোপীগণে॥
অন্তর্ধ্যান হ'য়ে পুনঃ কাঁদান ছুটান।
নিজেও বিরহ তাপে দগ্ধ হয়ে যান॥
রসিক ভকত করে এ উক্তি প্রবীণ ;—
"সঙ্গেতে রাখিলে হবে অনুরাগহীন॥"
বৃন্দাবন ও মথুরা নিকট নিতান্ত।
তথাপি শ্রীকৃষ্ণ দেন কি দুখ অনন্ত॥
ইচ্ছিলে গোপিকাগণে মথুরায় ল'য়ে।
রাখিতে পারিত না কি মিলন লভিয়ে?
শ্রীগৌর নিতাই কা'রে সঙ্গে নাহি লয়।
দূরে রাখিলেই জেন প্রেম উপজয়॥
কাঁদিতে তাঁহারা চান ভাবিয়া নির্জ্জনে।
অপরূপ রূপরাশি আত্মহারা মনে॥
দ্বারকায় মথুরায় কৃষ্ণের প্রেয়সী।
আছিল অনেক, তবু কার তরে বসি।
কাঁদিতেন সেখানেও বল' কি কারণে?
বিরহের শিক্ষা ইহা, বুঝ' মনপ্রাণে॥

ভাবিতে ভাবিতে জীব শিব হ'য়ে যায়।
প্রকৃতি, পুরুষ কিম্বা নর নারী হয়॥
ভাবিয়া' হইল কাল', গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ছ'মঞ্জরী ছ'গোস্বামী, শিব গোপীশ্বর॥
রাধার বিরহে কৃষ্ণ হইয়া কাতর।
গৌরাঙ্গের রূপ ধরি ফেরে ঘর ঘর॥
অন্তরে প্রকৃতি রাধা, বাহিরেতে নর।
রাধার চক্ষের জল, চখে ঝর ঝর॥

কৃষ্ণ আজ মোর কুঞ্জ ত্যজি গেছে চলি।
কোন' নবীনারে প্রেমে তুষিতে, না বলি॥
সে অধিকা অনুগতা নিকুঞ্জ বিহারে।
বিহরেন অন্যস্থানে ভুলিয়া দাসীরে॥
কি দোষ তাঁহার? তিনি যে বহুবল্লভ।
স্থাবর জঙ্গম ভূত চাহে তাঁরে সব॥
সকলের প্রাণাধিক, একাকী আমার
নহেন, জানি এ তিনি স্বামী সবাকার॥
সকলেই পতিব্রতা চায় সে পতিরে।
উচিত সুস্থির থাকা মোর ধৈর্য্য ধরে॥

চখের অন্তর বটে অন্তরে ত নয় !
সর্ব্বক্ষণ শ্রীচরণ হৃদে আঁকা রয় ॥
কাল' রূপ হৃদয়ের ভূষণ আমার ।
কাল' রূপ দু'নয়নে দেখি চারি ধার ॥
কাল' নাম রসনায় রহুক জড়ায়ে ।
কাল' রূপ ধ্যানে প্রাণ যাউক ভুলিয়ে ॥
সে কাল'র নানা খেলা ভাব' রাতিদিন ।
ওহে কাল' ! এ চিন্তায় কর' নাক দীন ॥
শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধ্যানে রাসলীলা মাঝে ।
তাঁর লীলা স্মরণেই গোপীপ্রাণ বাঁচে ॥
কৃষ্ণ গেলে মথুরায় কন বিনোদিনী—
"চন্দ্রাবলি ! দেখিয়াছ তাঁরে ধন্যা তুমি !"
অনুরাগ হইবেক যতই প্রবল ।
প্রিয়ের অভাব তত বিরহ সবল ॥

"ধনী, দণ্ডে শতবার, ঘরের বাহিরে,
তিলে তিলে আসে যায় ।
আর বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি,
কদম্ব কাননে চায় ॥"

কৃষ্ণ দরশন করি আসিলে শ্রীমতী।
সখীগণ জিজ্ঞাসেন তবে তাঁর প্রতি॥
"কি কারণে চঞ্চলতা হেরি আপনার ?"
শ্রীমতী উত্তর করে এইরূপ তার—
"সখি, আমি কি রূপ হেরিলাম, মোহন মুরতি,
পিরীতি রসেরই সার।
হেন লয় মনে, এ তিন ভুবনে
তুলনা নাহিক যার॥"
কৃষ্ণের তুলনা নাই, তিনিই তুলনা।
তাঁর মত তিনি বই দ্বিতীয় হয় না॥
কাল'রূপে জগৎ মাতে, কাল' মাতে যায়।
সেইরূপ আছে মাত্র আমার রাধায়॥
কঙ্কালের আকৃতি আর রূপ শরীরের।
এরূপ প্রভেদ কৃষ্ণ ও রাধা রূপের॥
কৃষ্ণ কাঠামেতে স্থিতি স্থাবর জঙ্গম'।
রাধারূপে দৃশ্যপটে রূপ আস্বাদন'॥
জগতে সকল রূপ রাধার আমার।
রূপ সমুদ্রের স্বাদ শিক্ষা হ'তে তাঁর॥

নিজ নিজ অনুভব পাত্র অনুসারে।
আস্বাদন সেইরূপ করিবারে পারে॥
যতখানি ল'তে পারে সে সমুদ্র হ'তে।
প্রীতি আঁস্বাদন পায় তিনি সেই মতে॥
কৃষ্ণের সকলই গুণ, দোষ দুই আছে,—
কাল' ও কুটিল তিনি হন কার' কাছে।
নীলকান্ত মণি 'কাল' কেবা অনাদর
করে বল ? ভক্ত কাছে বড়ই সুন্দর।
কুটিল কুটিল কাছে, না হ'লে সরল,
সরল হইয়া দেখ' সরলই কেবল।
যুগল মূরতি ধ্যান সহজ ভজন।
রাধা কৃষ্ণ প্রেমে ভুল' মধুরেতে মন॥
হরনাথ-পাদপদ্ম করিয়া বন্দন,
ভকত চরণে প্রেম যাচি অনুক্ষণ,
হরনাথ-গীতামৃত ললিত আকারে,
রামচন্দ্র মিত্র দাস রচিল পয়ারে।

ইতি শ্রীমৎ হরনাথ গীতায় "মধুরতত্ত্ব-বোধ"
নামক চতুর্বিংশ সর্গ।

শ্রীমৎ হরনাথ গীতা মাহাত্ম্য।

সাধক জিজ্ঞাসিলেন—

এ সংসারে মজি' ভাবি সদাই কেমনে
মানব জনম হবে সার্থক আমার।
চারি দিকে মায়াজাল, ভয় শোক মনে,
করিতে পারি না নাম শ্রীহরি তাঁহার॥ ১

প্রেমিক কহিলেন—

এসেছেন ধরাধামে প্রেম অবতার,
নিত্যানন্দ রূপ পুনঃ সংসার কাননে।
সহজ মধুর শিখ' ভজন তাঁহার,
দূরে যাবে ভয়, শান্তি প্রেম পাবে মনে॥ ২
সোণামুখী পীঠস্থানে বন্দ্য হরনাথ
জনম লভিয়া কোটি পাপীরে তারিল।
"হরনাথ-গীতামৃত" লহ, তব সাথ,
কত জনে তাহা পড়ি' প্রেমিক হইল॥ ৩
"হরনাথ-গীতা" এই অমৃতের খনি
শিরে ধর', হৃদে কর, কণ্ঠে কর' গান।

কঠিন সংসারে প্রেম রস চূড়ামণি
বারেক করহ যদি তার সুধাপান ॥ ৪

সংসারী ! তুমি যা' চাও পাইবে ইহাতে,
সংসারে থাকিয়া হবে শুদ্ধ অভিলাষ।
"হরনাথ গীতা" গাথা গাহিতে গাহিতে
জন্মিবে অন্তরে প্রেম, পূর্ণ হবে আশ ॥ ৫

যতই কঠিন হ'ক্ অন্তর তোমার,
সরল নির্ম্মল হ'বে ইহা পাঠ করি।
দেখিবে নূতন আলো' মুখে সবাকার,
"হরনাথ গীতা" পাঠ কর প্রাণ ভরি ॥ ৬

একবার, দুইবার, বহুবার ধরি,
সর্গ, সর্গ, সম্পূর্ণ বা নিত্য পাঠ কর'।
সংসার কলুষ তাপ শোক দুখ হরি'
বৃন্দাবন বাস ফল লাভ কর' নর ॥ ৭

পাপী, তাপী, ভয় নাই, এসেছে জগতে,
নামগান গায় শুন নিতাই আবার।
মধুর ভজন আর' সহজ করিতে,
বসাইতে হৃদে হৃদে শ্রীকৃষ্ণে আমার ॥ ৮

আঘাত পেতেছ' যেই আইস ধাইয়া,
'হরনাথ গীতামৃত' অমৃতের ধারা।
পান ক'রে সুশীতল হও হে ভুলিয়া.
ঘুচিবে মায়ার এই ঘোর অন্ধ কারা ॥ ৯

'হরনাথ গীতা' পাঠে শান্তি হয় মনে,
'হরনাথ গীতা' গানে ভ্রান্তি দূরে যায়।
'হরনাথ গীতা' শুনে ভক্ত হয় জনে,
'হরনাথ গীতা' ভাবি প্রেম উপজয় ॥ ১০

'হরনাথ গীতা' জ্ঞান, তপ, যোগ, যজ্ঞ,
'হরনাথ গীতা' শক্তি, অমূল্য বিভব।
'হরনাথ গীতা' প্রেম বিবেক বৈরাগ্য।
'হরনাথ গীতা' কৃষ্ণ ব্রহ্মা বিষ্ণু ভব ॥ ১১

'হরনাথ গীতা' স্পর্শে সর্ব্ব পাপ হরে,
'হরনাথ গীতা' দানে গোলোকে গমন।
'হরনাথ গীতা' যদি রাখিয়া শিয়রে
মরে কেহ, পায় সদা শ্রীকৃষ্ণ চরণ ॥ ১২

'হরনাথ গীতা' ভব পারাবার সেতু,
'হরনাথ গীতা' প্রেম-শিক্ষা-কল্পতরু

'হরনাথ গীতা' মধু-ভজনের কেতু,
'হরনাথ গীতা' সর্ব্ব বৈষ্ণবের গুরু ॥ ১৩

এ গীতা জগৎ পূজ্য সংসার পাবক,
ঐ গীতা প্রেমের রাজ্যে পথপ্রদর্শক।
এ গীতা অবিদ্যা মোহমায়ার ঘাতক,
এ গীতা এ ভব-রোগে অতুল ভিষক ॥ ১৪

এ গীতা হৃদয় মোর এ গীতা পরাণ.
এ গীতা আমার দেব শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
এ গীতাই হরিনাম স্বয়ং ভগবান,
এ গীতা সকল দেব দেবী পরব্রহ্ম ॥ ১৫

মথি' কৃষ্ণ-গৌর-লীলা এ গীতা নবনী,
হরিনাম ঘর্ঘরেতে তুলে নির্ব্বিকার।
পান করি ভক্তবৃন্দ প্রেমিক অমনি,
হৃদে রাধা কৃষ্ণ জাগে, চখে প্রেমধার ॥ ১৬

শ্রীমৎ হরনাথ গীতা সমাপ্ত।

ওঁ তৎ সৎ !

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু !!!